উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮২,৭৫৫.৫১ (+৭০০.৪০)
নিফটি : ২৫,২৪৪.৭৫ (+২০০.৪০)

পরমাণু কর্মসূচি টিকেই!
ইজরায়েলের হামলা এবং মার্কিন সেনার বাংকার বাস্টার বোমার আঘাত সহ্য করেও টিকে গিয়েছে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে এমনটাই জানানো হয়েছে। » ৭

৫০-এ আটকানোর হুংকার
আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির আসন ৫০-এর নীচে নামিয়ে আনার হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৪°	৩৩°	৩৪°	৩৪°
সর্বনিম্ন	২৫°	২৬°	২৬°	২৬°

‘টেস্টের অনুপযুক্ত ফিল্ডিং’ » ১১

১১ আষাঢ় ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 26 June 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 39

‘যুদ্ধ’ শেষ। এবার চলো যাই... স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে ইজরায়েলের বেন গুরিয়ন বিমানবন্দর। বুধবার।

অবশেষে ইতিহাস!

মহাকাশে ভারতের শুভাংশু

ফ্লোরিডা, ২৫ জুন : হঠাৎ ভীষণ ভালো লাগছে!

আকাশে ডানা মেলার আগে লতা মঙ্গেশকরের গানের কলি তাঁর মনে পড়েছিল কি না, কে জানে। তবে ৪১ বছর পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে মহাকাশ ছুঁয়ে সেই গানের কথাই যেন শোনা গেল অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনের পাইলট শুভাংশু শুক্লার গলায়। রাকেশ শর্মার পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে পৃথিবীর কক্ষপথে ঢুকে গর্বিত গলায় তিনি বলে উঠলেন, ‘দারুণ লাগছে! আমরা এখন পৃথিবীর কক্ষপথে ঘুরছি। এটা ভারতের মানব মহাকাশ অভিযানের শুভসূচনা। জয় হিন্দ, জয় ভারত!’

টানা সাতবার অভিযান থমকে যাওয়ার পর বুধবার স্পেসএক্সের ড্রাগন মহাকাশে উড়ে গেল শুভাংশু সহ চার অভিযাত্রীকে নিয়ে। অভিযানে শুভাংশুর সঙ্গী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেগি হুইটসন, পোল্যান্ডের স্লাভোস উজনানস্কি এবং হাঙ্গেরির টিবর কাপু। ভারতীয় সময় বুধবার বেলা ১২টা ১ মিনিটে আমেরিকায় ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে ফ্যালকন ৯ রকেটের সফল উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে শুরু হল শুভাংশুদের অভিযান।

১৪ দিনের এই অভিযানে মোট ৬০টি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করার কথা। এর মধ্যে ৭টি পরীক্ষা হবে ইসরোর গগনযান মিশনের লক্ষ্যে। সব ঠিকঠাক চললে এই মহাকাশচারীরা প্রায় ২৮ ঘণ্টা কক্ষপথ যাত্রার পর বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৪টা নাগাদ আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছোবেন। এই অভিযান সরাসরি দেখানো হচ্ছিল টিভির পর্দায়। চোখে জল আর ঠোঁটে প্রার্থনা নিয়ে হাতজোড় করে টিভিতে তাকিয়ে বসেছিলেন শুভাংশুর মা আশা শুক্লা।

স্পেসএক্সের ফ্যালকন ৯ রকেটে অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনের ড্রাগন স্পেসক্রাফট মহাকাশে পাড়ি দিতেই চোখেমুখে স্বস্তির ছাপ ফুটে উঠল তাঁর। আশাবাদী আশা বললেন, ‘ও যেন সফল হয়ে নিরাপদে ফিরে আসে।’ যাত্রার ঘণ্টাখানেক আগে পরিবারের উদ্দেশে এক বার্তায় শুভাংশু লেখেন, ‘আমার জন্য অপেক্ষা করো, আমি আসছি।’ স্ত্রী কামনার উদ্দেশে তাঁর আবেগতাড়িত বার্তা ছিল, ‘তোমাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ কামনা। তুমি না থাকলে এদিনটা দেখা হত না।’

সমাজমাধ্যম পোস্টে একটি ছবিতে দেখা যায়, কাচের দেওয়ালের দু’পাশে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে বিদায় জানাচ্ছেন দুজনে। পরে কামনা বলেন, ‘ছোটবেলা থেকে আমরা হরিহরাত্মা। ভীষণ লাজুক ছেলে। অথচ তার জন্য আজ গোটা দেশ গর্বিত।’ অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনের যাত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ অনেকে।

মুর্মু অভিনন্দনবার্তায় লেখেন, ‘গোটা দেশ উত্তেজিত। নতুন ইতিহাস গড়লেন শুভাংশু। এক যাত্রায় জুড়ে দিলেন বিশ্বকে।’

এরপর দশের পাতায়

মিশন অ্যাক্সিয়ম-৪

যাত্রারম্ভ
২৫ জুন ২০২৫

লঞ্চ সাইট
লঞ্চ কমপ্লেক্স-৩৯এ, কেনেডি স্পেস সেন্টার, ফ্লোরিডা

রকেট
স্পেসএক্স ফ্যালকন-৯

স্পেসক্রাফট
ক্রু ড্রাগন সি২১৩

ডকিং টাইম
উড়ান শুরুর ২৮ ঘণ্টা পর (ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টা নাগাদ)

ফেরা
১৪ দিন পরে

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা
৩১টি দেশের হয়ে ৬০টি পরীক্ষা যার মধ্যে ভারতের ৭টি। শুভাংশু অতিরিক্ত ৫টি পরীক্ষা করবেন নাসার সহায়তায়

কে এই শুভাংশু
- জন্ম ১৯৮৫ সালের ১০ অক্টোবর উত্তরপ্রদেশের লখনউতে
- ২০০৬ সালে ভারতীয় বায়ুসেনায় যোগ দেন
- সু-৩০ এমকেআই, মিগ-২১ ও জাগুয়ারের মতো যুদ্ধবিমান উড়ানের দক্ষতা অর্জন। মোট উড়ানের সময় ২,০০০ ঘণ্টার বেশি
- ২০১৯ সালে মহাকাশ অভিযানের জন্য নির্বাচিত। রাশিয়ার ইউরি গ্যাগারিন মহাকাশ প্রশিক্ষণকেন্দ্রে কঠোর প্রশিক্ষণ

মিশনের তাৎপর্য
- দ্বিতীয় ভারতীয় কোনও নভশ্চর পা রাখবেন মহাকাশে
- বহু যুগ পরে মহাকাশে ফিরল পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরি
- বেসরকারি মহাকাশকেন্দ্র গঠনের মহড়া হবে এই অভিযানে
- ভবিষ্যতে জাতীয় স্তরে মহাকাশ অভিযানের রাস্তা খোলা

একনজরে
- ড্রাগন স্পেসক্রাফট ফ্লোরিডায় নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টারের ৩৯এ লঞ্চ কমপ্লেক্স থেকে মহাকাশে পাড়ি দেয় বুধবার ভারতীয় সময় বেলা ১২টা ১ মিনিটে
- মহাকাশযান প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে প্রতি সেকেন্ডে ৭.৫ কিলোমিটার বেগে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে
- বুধবারও উৎক্ষেপণের আগে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছিল, যা দ্রুত মেরামত করেন বিজ্ঞানীরা

নভশ্চরদের কার কী ভূমিকা
- মিশনের নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেগি হুইটসন
- মিশনের পাইলট ভারতের শুভাংশু শুক্লা
- মিশন বিশেষজ্ঞ পোল্যান্ডের স্লাভোস উজনানস্কি
- দ্বিতীয় মিশন বিশেষজ্ঞ হাঙ্গেরির টিবর কাপু

হেনস্তা, তবু রাজস্থানে ইটাহারের শ্রমিকরা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও রণবীর দেব অধিকারী

কলকাতা ও ইটাহার, ২৫ জুন : চরম হেনস্তা সত্ত্বেও রাজস্থান থেকে ঘরে ফেরার কথা আপাতত ভাবছেন না ইটাহারের বাসিন্দা পরিযায়ী শ্রমিকরা। রুটিরুজির জন্যই সেখানে পড়ে থাকতে চান তাঁরা। এদিকে, বিজেপি শাসিত রাজস্থানে বাঙালি শ্রমিকদের এই হেনস্তা নিয়ে এখন বঙ্গ রাজনীতি সরগরম। বাংলাভাষী শ্রমিকদের এই হেনস্তাকে ভালো চোখে দেখছে না বাংলায় বসবাসকারী মাড়োয়ারি সমাজ।

মঙ্গলবার ইটাহারের নারী-পুরুষ মিলিয়ে প্রায় ২৫০ শ্রমিককে রাজস্থানে আটকে রাখার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই রাজ্যের সরকারের সঙ্গে কথা বলতে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তারপর ছেড়ে দেওয়া হয় ওই বাঙালিদের। রাজস্থান পুলিশ বুধবার সকালে সে খবর নবান্নে জানিয়েও দেয়। ওই শ্রমিকদের পরিচয়পত্রে কিছু গরমিল থাকায় ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল বলে নবান্নকে জানায় রাজস্থান সরকার।

মঙ্গলবার খবর পেয়ে দিনভর উদ্বেগে কাটিয়েছে ইটাহারের খিসাহার গ্রাম। ওই গ্রামের বাসিন্দারাই রাজস্থান পুলিশের হাতে আটকে ছিলেন। পরে সবাই মুক্তি পাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও গ্রামে তাঁদের পরিজন এখনও চিন্তিত। সবার মনে এখনও কী হয়, কী হয় ভাব! কিন্তু রুটিরুজির কথা ভেবেই কাউকে ঘরে ফেরার কথা বলতে পারছে না পরিজন।

খিসাহারের সলিমুদ্দিন শেখের ছেলে ও বৌমা থাকেন রাজস্থানে। সলিমুদ্দিন বলেন, ‘ওরা ছাড়া পেলেও খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে। কিন্তু কী করব? ওদের ওখানেই থাকতে হবে। ওখানে কাজ করে দুটো পয়সা উপার্জন করছে। নাতি-নাতনিটা স্কুলে পড়ছে।’ রাজস্থান থেকে ফোনে সলিমুদ্দিনের ছেলে সায়েদ আলি বুধবার বলেন, ‘দশ বছর ধরে রাজস্থানে কাজ করছি। কোনওদিন এরকম ঘটেনি। কালকের পর থেকে ভয় হচ্ছে। কিন্তু গ্রামে ফেরার কথা ভাবছি না।’

কেন? সায়েদের জবাব, ‘এখানে অটো চালিয়ে যা উপার্জন হয়, সেটা গ্রামে থেকে পাব না। ছেলে ও মেয়ে এখানে স্কুলে পড়ে। ওদের স্কুলেই মাসে ৭ হাজার টাকা দিই।

এরপর দশের পাতায়

সালিশিতে ফতোয়া

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৫ জুন : গারোভিটা গ্রামে কালাজাদু করার ‘অভিযোগ’ তুলে এক বৃদ্ধকে গ্রামছাড়া করার অভিযোগ উঠেছে। গত রবিবার রাতের সেই ঘটনার পর সংবাদমাধ্যমে লাগাতার খবর হওয়ার পরেও শীতঘুমে প্রশাসন, থোড়াই কেয়ার গ্রামের বাসিন্দাদের। গারোভিটার সেই গ্রামে এবার বসল সালিশি সভা। মঙ্গলবার রাতের সেই সালিশি সভায় মোড়লদের চাপে সেই বৃদ্ধের বাড়ির লোকজন মেনে নিলেন, তাঁকে আর বাড়িতে ফেরাবেন না।

সেই গ্রামের একদম গা ঘেঁষেই তো আলিপুরদুয়ার জেলা সদর। জেলার আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসনের কেন্দ্র। সেই জেলা সদর থেকে মাত্র ৪ কিমি দূরত্বে এমন ঘটনা ঘটে গেলেও পুলিশের কোনও মাথাব্যথা নেই। সালিশি সভার কথা জানাজানি হওয়ার পরেও পুলিশের তরফে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বুধবার সন্ধে পর্যন্ত।

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই এলাকায় রবিবার থেকে শোরগোল চলছে। ‘কালাজাদু’ করার অভিযোগ উঠেছে ওই গ্রামেরই এক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে। বর্তমানে তিনি প্রাণের ভয়ে জেলাছাড়া। মঙ্গলবার সেই গ্রামে বিষয়টি নিয়ে একটি সালিশি সভা হয়। সেখানে গ্রামের বাসিন্দারা ছাড়াও বৃদ্ধের পরিবারের লোকজন ছিলেন। ছিলেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য কিশোর রায়ও। সেখানে গ্রামবাসীরা দাবি জানান, ওই বৃদ্ধকে যেন আর গ্রামে না ফেরানো হয়। চাপে পড়ে সেই দাবি মেনে নেয় বৃদ্ধের পরিবারও।

এভাবে সালিশি সভার আয়োজন করা কি আইনত বৈধ? এব্যাপারে পুলিশের মুখে কুলুপ। আর এই রকম ঘটনা কানে আসেনি বলে জানালেন আলিপুরদুয়ার-১’এর বিডিও জয়ন্ত রায়। তাঁর কথায়, ‘ওই গ্রামে যে এরকম কিছু ঘটেছে, সেটা আমার জানা নেই। কেউ জানায়নি।

কালাজাদু কাণ্ড
- মঙ্গলবার রাতে গারোভিটা গ্রামে সালিশি সভা হয়
- সেখানে সেই বৃদ্ধকে নিয়ে আলোচনা হয়
- স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য তাতে অংশ নেন
- বলা হয়, বৃদ্ধকে আর গ্রামে ফেরানো যাবে না
- তাঁর বাড়ির লোকরাও ফতোয়া মেনে নিয়েছেন

বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।’

তিনি একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে কী করে সালিশি সভার এমন নিদান মেনে নিলেন? এপ্রশ্নের জবাবে কিশোর অবশ্য মানছেন, এটা কোনও স্থায়ী সমাধান নয়। তাঁর কথায়, ‘গ্রামের সমস্যা মেটানোর জন্য আলোচনা করা হয়। বৃদ্ধের পরিবারের থেকেই জানানো হয় সমস্যা এড়ানোর জন্য তারা আপাতত ওই বৃদ্ধকে বাড়িতে নিয়ে আসবেন না। ভবিষ্যতে কী হবে, সেটা পরে চিন্তা করা যাবে।’

সালিশি সভার কথা শুনেছেন বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপঙ্কর দাসও। তিনি আবার বলছেন, ‘বৃদ্ধের পরিবারই তাঁকে ফেরাতে চাইছে না। পুরো বিষয়টি দৃষ্টিকটু ঠিকই, তবে এটাই হচ্ছে।’

স্থানীয় দুই জনপ্রতিনিধি ওই বৃদ্ধের পরিবারের ওপর দায় চাপিয়ে দিচ্ছেন। পরিবারের লোকজন আবার ভয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে নারাজ। এদিন তাদের কেউ এই নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি।

এরপর দশের পাতায়

৪২ কোটি বকেয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৫ জুন : লোকসভা ও পঞ্চায়েত ভোটের সময় কাজ করে টাকা মেলেনি। জলস্বপ্ন প্রকল্পের কাজ করেও টাকা মেলেনি। সব মিলিয়ে আলিপুরদুয়ারে প্রায় ৪০ জন ঠিকাদারের বকেয়া প্রায় ৪২ কোটি টাকা। সেই বকেয়া আদায়ে পিএইচই’র ঠিকাদাররা বুধবার কাজ বন্ধ রেখে আন্দোলনে শামিল হলেন। পিএইচই’র অফিসের সামনে বৃহস্পতিবারও তাঁরা বিক্ষোভ দেখাবেন বলে জানিয়েছেন।

আপাতত এই দুই দিন প্রতীকী অবস্থান বিক্ষোভ করবেন বলে জানিয়েছেন ঠিকাদাররা। তবে তাঁদের হুঁশিয়ারি, পরবর্তীতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। এইসব ঠিকাদারের অধীনে প্রায় সাড়ে ৩০০ জন পাম্প অপারেটর কাজ করেন। গ্রামীণ এলাকাগুলিতে এই পাম্প অপারেটরদের কাজের ওপরই জল সরবরাহ পরিষেবার অনেকটা নির্ভর করে। ঠিকাদাররা জানিয়েছেন, যেহেতু তাঁদের কোটি কোটি টাকা বকেয়া, তাই তাঁরা সেইসব পাম্প অপারেটরকেও ঠিকঠাক বেতন দিতে পারছেন না। আবার সময়মতো বেতন না পেয়ে পাম্প অপারেটরদের মধ্যেও ক্ষোভ জমছে। তাঁরাও কাজ বন্ধ করে দেবেন বলে হুমকি দিয়েছেন। যদি পাম্প অপারেটররা কাজ বন্ধ করে দেন, তবে তার প্রভাব কিন্তু গোটা জেলার পরিস্রুত জল পরিষেবার ওপর পড়বে। মনে করিয়ে দিয়েছেন বিক্ষুব্ধ ঠিকাদাররা।

এবিষয়ে পিএইচই’র এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ধীরাজ মণ্ডল বলেন, ‘ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি নিয়ে সমস্যার কথা জানানো হয়েছে। জুলাই-অগাস্টের মধ্যেই সমস্যা মিটে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।’

এদিকে, ঠিকাদারদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, জলস্বপ্ন প্রকল্পের প্রায় ৩৪ কোটি টাকা বকেয়া। রক্ষণাবেক্ষণের কাজের প্রায় ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বকেয়া। আর ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের সময় শৌচালয় ও পিএইচই’র জলের ব্যবস্থার জন্য

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

মেডিকেল কলেজের জমির খোঁজ

অভিজিৎ ঘোষ ও দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২৫ জুন : আবার চর্চায় উঠে এল আলিপুরদুয়ার জেলার মেডিকেল কলেজ স্থাপনের কথা। সেটাও আবার জেলার ‘জন্মদিন’-এ। বুধবার আলিপুরদুয়ার জেলার প্রতিষ্ঠা হিসেবে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। ডুয়ার্সকন্যায় সেই অনুষ্ঠান শেষে জেলা শাসক আর বিমলা জানালেন, রাজ্য থেকে সবুজ সংকেত মিলেছে। ইতিমধ্যে জেলায় মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য জমির খোঁজ শুরু হয়েছে। একই রকম কথা শোনা গেল প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীর বক্তৃতাতেও।

প্রশাসন বলছে, জেলা হাসপাতালের ৫-১০ কিমির মধ্যেই জমি দেখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। স্বভাবতই আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন আলিপুরদুয়ার-১ ও ২ ব্লকের কোথাও সেই মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

এদিন জেলা শাসক আর বিমলা বলেন, ‘মেডিকেল কলেজের জন্য জায়গা দেখার কাজ শুরু হয়েছে। কয়েকটি জায়গা প্রাথমিকভাবে দেখা হচ্ছে। সব দিক বিবেচনা করে যে জায়গায় মেডিকেল কলেজ করলে সুবিধা হবে, সেটাই বেছে নেওয়া হবে।’

জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, ২০-৩০ একর জমির খোঁজ করা হচ্ছে। তবে জেলা সদরের কাছাকাছি একসঙ্গে এত জমি পাওয়াও অনেকটা চ্যালেঞ্জের। মেডিকেল কলেজ হলে সেটা জেলা হাসপাতালের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। সেকারণেই শহরের আশপাশে মেডিকেল কলেজ তৈরির ভাবনা রয়েছে।

স্বাস্থ্যকর্তারা এই বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি কিছু বলতে নারাজ। এদিন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুমিত গঙ্গোপাধ্যায়কে মেডিকেল কলেজের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ‘জেলা প্রশাসন তো জমি দেখবে বলল। তাদের কাছে হয়তো নির্দেশ এসেছে। আমাদের কাছে কিছু আসেনি।’

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেল, বর্তমানে মেডিকেল কলেজের প্রসঙ্গ আবার চর্চায় উঠে এলেও সেই প্রস্তুতি কিন্তু অনেকদিন থেকেই চলছে। উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, বালুরঘাটে মেডিকেল কলেজ তৈরির পরিকল্পনা অনেকদিন থেকেই করছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। বিভিন্ন সময় এই নিয়ে স্বাস্থ্যকর্তারা মুখ খুলেছেন। তবে এবার যখন খোদ জেলা শাসক জমি খোঁজার কথা বলেছেন, তখন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, শহর সংলগ্ন বঞ্চুকামারি, পররপার, চাপরেরপার এলাকায় কয়েকটি জমির খোঁজ চলছে।

এরপর দশের পাতায়

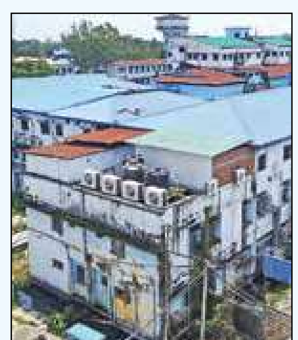

আশার আলো
- জেলা হাসপাতালের ৫-১০ কিমির মধ্যেই জমি দেখার ওপর জোর
- ২০-৩০ একর জমির খোঁজ করা হচ্ছে

জেলা সদরের কাছাকাছি একসঙ্গে এত জমি পাওয়াও অনেকটা চ্যালেঞ্জের

বর্জ্যের পাহাড়ে বিপ্লব ভুট্টার ব্যাগে

তমালিকা দে

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

দার্জিলিং, ২৫ জুন : ‘এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি, নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার...’, লিখেছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য। ওঁরা সুকান্ত পড়েননি। কিন্তু পাহাড়ের মাটিকে বাসযোগ্য করে তোলার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

কেউ ১০-এর ঘরে আটকে গিয়েছেন। কেউ আবার দ্বাদশ শ্রেণির গণ্ডি টপকাতে পারেননি। বর্তমান সময়ে শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে যা কোনও মাপকাঠি নয়। কিন্তু ওই যে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘শিক্ষা কেবল পুঁথিগত জ্ঞান অর্জন নয়। বরং এটি মানুষের অন্তর্গত সত্তার জাগরণ...।’ নিজস্ব সত্তার জাগরণ থেকেই ওঁরা নেমে পড়েছেন পরিবেশ বাঁচাতে।

ওঁরা দার্জিলিংয়ের ঘুমের বাসিন্দা পালডন শেরপা, লাকড়া শেরপা, প্রমোদ তামাং, সমীর খাতি এবং দোরজে শেরপা। প্রত্যেকের বয়স ৪০-এর ঘরে। এই পাঁচ তরুণের নয়া জোটই নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখাচ্ছে পাহাড়কে। পাহাড়ের পরিবেশ রক্ষায় ভুট্টার দানা থেকে তৈরি করছেন পচনশীল ক্যারিব্যাগ। তাঁদের এমন উদ্যোগ সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা পেলে দূষণের মাত্রা কমবে, মনে করছে প্রশাসনও। তবে কয়েক মাসের মধ্যে যেভাবে ওঁদের তৈরি ক্যারিব্যাগের চাহিদা বাড়ছে, তাতে দিনবদলের ইঙ্গিত মিলছে।

কিন্তু এত কাজ থাকতে কেন ভুট্টার দানা দিয়ে ক্যারিব্যাগ তৈরির সিদ্ধান্ত? উত্তরে সামনে আসে পাহাড়েও আবর্জনার স্তূপের ছবিটা। অসচেতন পর্যটকদের ভিড়ে দার্জিলিংয়ের বায়ু এখন দূষিত। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে পাহাড়িয়াদের। বায়ুতে দূষণের মাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকায় মানসিকভাবে কষ্ট পাচ্ছিলেন ওঁরাও। তাই একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত প্রমোদরা যেখানে আবর্জনা দেখেন, দ্রুততার সঙ্গে তা পরিষ্কার করছিলেন দীর্ঘদিন ধরেই। দার্জিলিংয়ের বিভিন্ন এলাকা থেকে বস্তা বস্তা পলিব্যাগ সংগ্রহ করার মধ্যে দিয়ে ওঁরা ধরতে পারেন গোড়ায় গলদ। পলিব্যাগ ব্যবহার বন্ধ করতে না পারলে যে পরিবেশ রক্ষা সম্ভব নয়, সেই সচেতনতা থেকেই ওঁরা বেছে নেন ভুট্টার দানা। সমীর বলছিলেন, ‘পলিব্যাগের ফলে মাটি দূষণ, ঝোরা, নিকাশির মুখ বুজে যাওয়া, এমনকি ফেলে দেওয়া পলিব্যাগ খেয়ে গবাদিপশু অসুস্থ হওয়ার মতো ঘটনা ঘটতে দেখেছি। কীভাবে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব, সেই ভাবনা থেকেই পলিব্যাগের বিকল্প হিসেবে আমাদের এই উদ্যোগ। স্কুল, কলেজ, বিশেষ করে বাজারগুলোতে গিয়ে আমরা এই

এরপর দশের পাতায়

জঞ্জালের স্তূপ দার্জিলিংয়ে। আশা জাগাচ্ছে ভুট্টা থেকে তৈরি নয়া ব্যাগ।

ডুয়ার্সে ফিল্ম সিটি নিয়ে আগ্রহী কাঞ্চন

মালে মন্ত্রী বুলুর সঙ্গে আলাপচারিতা

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ২৫ জুন : কালিম্পং জেলার লাভায় ছবির শুটিং সেরে ট্রেনে কলকাতা ফেরার আগে বুধবার বিকেলে খানিকটা সময় মাল শহরে এসে কাটালেন অভিনেতা তথা বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক। শহরের সরকারি ট্যুরিস্ট লজে তিনি সাক্ষাৎ করেন স্থানীয় বিধায়ক তথা অনগ্রসর শ্রেণি ও আদিবাসী কল্যাণমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকের সঙ্গে। মন্ত্রী পুষ্পস্তবক দিয়ে অভ্যর্থনা জানান কাঞ্চনকে। দলীয় নেতা-কর্মীদের সেলফির আবদার রক্ষা করতেও দেখা যায় কাঞ্চনকে। এদিন কাঞ্চনের কাছে সাংবাদিকরা ডুয়ার্সে ফিল্ম সিটির প্রসঙ্গ তুললে কাঞ্চনকে এব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী দেখায়। এ ব্যাপারে তিনি নিজের মতামতও জানান।

আসছে শীতে বড় পর্দায় মুক্তি পাবে অরিত্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত বাংলা চলচ্চিত্র ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল। ছবির উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলিতে অভিনয় করছেন কাঞ্চন মল্লিক, মিমি চক্রবর্তী, স্বস্তিকা দত্ত, মানসী সিনহা, বনি সেনগুপ্ত প্রমুখ। গত কয়েকদিন ছবির একটি অংশের শুটিং হয়েছে লাভায়। মাল শহরে এসে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি এদিন কাঞ্চন মাল শহরের শিবোহম বালাজি মন্দির দর্শন করতে যান। তারপর সন্ধ্যায় নিউ মাল জংশন স্টেশনে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে চেপে কলকাতা রওনা হন।

ডুয়ার্সে শুটিংয়ে এসে কাঞ্চন বলেন, 'প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে উত্তরবঙ্গ তথা ডুয়ার্সের পর্যটন মানচিত্রে। পর্যটনের পাশাপাশি চলচ্চিত্র নির্মাণেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ডুয়ার্স।' তবে বিভিন্ন সময়ে ডুয়ার্সে ফিল্ম সিটি তৈরির দাবি উঠেছে। সে বিষয়ে কাঞ্চনকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গের, বিশেষ করে ডুয়ার্সের প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে একটি ফিল্ম সিটি হলে চলচ্চিত্র শিল্পের যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটবে। পাশাপাশি প্রচুর কর্মসংস্থান হবে।' ডুয়ার্সে ফিল্ম সিটি তৈরির প্রসঙ্গ বিধানসভায় তুলবেন বলে জানান কাঞ্চন। তাঁর সংযোজন, চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য ডুয়ার্সে ফিল্ম সিটি তৈরির দাবি যদি মুখ্যমন্ত্রীর কানে একবার তোলা যায়, তাহলে সেই কাজ নিশ্চিত হবেই। দক্ষিণবঙ্গে বারুইপুরে তৈরি হচ্ছে ফিল্ম সিটি। সেটির অনুকরণে ডুয়ার্সে তৈরি হলে সেটা করতে হবে সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবিটি পৌঁছে দেওয়ার জন্য মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইককে তিনি অনুরোধ করেন। প্রসঙ্গত, কাঞ্চন স্পষ্ট করে জানান, পরিচালক রাজ চক্রবর্তী থেকে শুরু করে জুন মালিয়া সকলেই ডুয়ার্সে ফিল্ম সিটি তৈরির পক্ষে।

সরকারি ট্যুরিস্ট লজে কাঞ্চন মল্লিকের সঙ্গে মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক।

গরুমারার নিরাপত্তায় নতুন ৪টি ড্রোন

লাটাগুড়ি ও মেটেলি, ২৫ জুন : গরুমারার বনে নিরাপত্তা বাড়াতে এবার বেশি সংখ্যায় ড্রোন ব্যবহার করতে চলেছে বন দপ্তর। সেই লক্ষ্যে বুধবার গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অন্তত ৫০ জন বনকর্মীকে ড্রোন ওড়ানোর বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয় মূর্তিতে। বর্তমানে গরুমারার নিরাপত্তায় একটি মাত্র ড্রোন রয়েছে। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আরও চারটি ড্রোন আনা হবে। সেগুলি পরিচালনার জন্যই এই প্রশিক্ষণ শিবির।

গরুমারায় একশৃঙ্গ গন্ডার পর্যটকদের যেমন আকর্ষণ করে, তেমনি এই গন্ডার চোরাশিকারিদের অন্যতম টার্গেট। তাই এই গন্ডারদের নিরাপত্তার জন্য বন দপ্তর দিনরাত এক করে কাজ করে চলেছে। হেঁটে, কুনকি হাতিদের সাহায্যে গন্ডারদের পাশাপাশি অন্যান্য বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তার জন্য নজরদারি চালান বনকর্মীরা। তবে ইদানীং এই নজরদারির জন্য ড্রোন ক্যামেরারও বিশেষ ব্যবহার করছে বন দপ্তর।

এই মুহূর্তে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে একটি ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হয় গোটা জঙ্গলে। কিন্তু তা গরুমারার জঙ্গল ও আয়তন অনুসারে পর্যাপ্ত নয় বলেই মনে করে বন দপ্তর। তাই ড্রোনের সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা।

সেই লক্ষ্যেই এদিন গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের বিভিন্ন রেঞ্জের ৫০ জন বনকর্মীকে ড্রোন পরিচালনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে মূর্তি টেন্টে শিবিরটি হয়েছে।

গরুমারার এডিএফও রাজীব দে বলেন, 'ড্রোনের মাধ্যমে জঙ্গলে ভালো নজরদারি চালানো যায়। সিদ্ধান্ত হয়েছে, চারটি নতুন ড্রোন গরুমারার জঙ্গলে নজরদারির জন্য কেনা হবে। আগামীতে গরুমারার আটটি রেঞ্জে আলাদা করে ড্রোনও দেওয়া হবে।'

কর্মখালি

শিলিগুড়ি, ঘোষপুকুর শপিংমলে ও ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ির জন্য গার্ড চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেসে, বেতন - 12,000/- (PF, ESI) - 9933119446. (C/117207)

Teachers required for RSM Public school, Gahmar Ghazipur,(U.P). English Medium for class 10th(Science Math & Music). Good salary+fooding & lodging free. 86044-60736, 96963-01588. (C/116847)

কিডনি চাই

মুমূর্ষু রোগীর জন্য B+ কিডনিদাতা প্রয়োজন, সহৃদয় ব্যক্তি যোগাযোগ করুন। ফোন - 9800729389. (B/S)

মুমূর্ষু রোগীর জন্য O+ কিডনি দাতা প্রয়োজন। যোগাযোগ নম্বর : 8972377039.

বিক্রয়

শিলিগুড়িতে নিরঞ্জননগর আম্বেদকর ক্লাবের নিকট 2.6 কাঠা জমি বিক্রয়। দালাল নিষ্প্রয়োজন। (M) 91633-58753. (C/116846)

অ্যাফিডেভিট

Siliguri E.M. Court এর Affidavit বলে DL ভুল থাকায় Prabin Paul বদলে Prabir Paul হইলাম। (C/117210)

আমার টাইটেল ডিড নং 6920 & I - 5522 নাম ভুল থাকায় গত 25-06-2025, J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার, অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sujit Dey এবং Tapas Chandra Dey এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। হোগলাবাড়ি, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/115986)

আমি Subroto Das, পিতা স্বঃ সুবোধ চন্দ্র দাস, দক্ষিণ ভারতনগর, ২৪ নং ওয়ার্ড, শিলিগুড়ি। আধার কার্ডে আমার নামের বানান ভুল থাকায় JM 1st Class 4th Court-এ অ্যাফিডেভিট দ্বারা "Subrato Das" ও "Subrata Das" এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/113528)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৮৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

Innovation and Entrepreneurship Federation of CCS NIAM (IEF of CCS NIAM)
Regd. Office: C/O CCS NIAM, Kota Road, Bambala, Jaipur, Rajasthan
(Agri Business Incubator under RKVY Innovation and Agri-entrepreneurship Programme, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India)

Call for Applications from Indian Agri Startups & Agri Innovators for Cohort-13 under RKVY–RAFTAAR

IEF of CCS NIAM invites application from Indian Agri startups, Agri innovators and Students having unique agri-business ideas, prototypes and innovations in Agriculture & Allied Sector for its Student Orientation Programme (SOP) grant-in-aid upto ₹ 4 lakhs, Agripreneurship Orientation Programme (AOP) grant-in-aid upto ₹ 5 lakhs and Startup Agri Business Incubation Programme (SABIP) grant-in-aid upto ₹ 25 lakhs. After successful completion of one-month incubation programme, selected startups will be eligible for grant-in-aid support for developing their respective novel agri-business idea/prototype/MVP.

CBC 01375/11/0001/2526

Last date for application: 30th September 2025.
For more details visit: www.niam-nabi.com, E-mail:nabi@ccsniam.ac.in Mob.+9188758 70034/ 9167963551

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
SITAI PANCHAYAT SAMITY

E-tender are invited for scheme in different places of **Sitai Panchayat Samity (Fund-15th and Others)** against the Tender Number is **03/EO/SITAI PS/2025-26**. For details please visit **http://wbtenders.gov.in** and **http://etender.wb.nic.in** the last date for submission of tender is 26/06/2025 (upto 11:00 A.M.).

Sd/-
Executive Officer
Sitai Panchayat Samity

Government of West Bengal
E-Tender Notice

E-Tender is hereby invited from the bonafide contractors vide NIT NO DIS/SE/I-TAX/SLG ZONE/2025, dt. 25/06/2025. Last date of submission bids (online) 10/07/2025 upto 06:00 P.M. Others details can be seen from the Notice board of the undersigned in any working days as well as in **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
District Inspector of Schools, SE Siliguri

NOTICE

e-Tender are being invited from eligible and resourceful contractors/ bidders for **NIeT No. 1836/2025-26 & 1837/2025-26** both dated **25-06-2025**, for Repairing and Renovation of Different Primary Schools under Jalpaiguri District.

For details, information will be available in https://wbtenders.gov.in. Date for submission of bids starts from **27-06-2025 at 12:00 PM**. Last date for submission of tender is **11-07-2025 upto 18:00 hrs**. other relevant information will be available in the office of the undersigned during working hours.

Sd/-
Secretary
District Primary School Council
Jalpaiguri

পূর্ব রেলওয়ে

বিজ্ঞপ্তি নম্বর : সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখ : ২৩.০৬.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : ই-টেন্ডার নম্বর : এমএলডিটি_এসএনটি_ ২৫-২৬_২৫_ওটি। কাজের নাম : মালদা ডিভিসনের মেন লাইনে বরিয়ারপুর (বিইউপি) এবং ধরহরা (ডিআরএইচ)-এর জন্য সিআইবি টিআইবি-র সংস্থান। টেন্ডার মূল্যমান : ১,৬০,০৯,১০০ টাকা। বায়না মূল্য : ২,৩০,১০০ টাকা। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় : ২৬.০৬.২০২৫ থেকে ১৪.০৭.২০২৫ তারিখে সকাল ১১টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : ওয়েবসাইট : www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদা। (MLD-93/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হাওড়া ডিভিসনে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

ল্যাডার শিফটিং-এর কাজের পরিপ্রেক্ষিতে, হাওড়া ডিভিসনের বর্ধমান-খানা শাখায় খানা স্টেশনে ২২.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে ২৫.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৪ দিনের প্রি নন-ইন্টারলকিং এবং ২৬.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে ২৮.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৩ দিনের নন-ইন্টারলকিং কাজ করা হবে। ফলস্বরূপ, ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে :-

বাতিল

● বর্ধমান থেকে : (১) ৬৩৫০৫ বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ও (২) ৬৩৫০৭ বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে। (৩) ৬৩৫১১ বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ২৬.০৮.২০২৫ তারিখে। (৪) ৬৩৫১৩ বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ, (৫) ৬৩৫৪৯ বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ, (৬) ৬৩৫১৭ বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ, (৭) ৬৩৫২৩ বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ, (৮) ৬৩৫৮৩ বর্ধমান-রামপুরহাট এমইএমইউ ও (৯) ৬৩০১১ বর্ধমান-রামপুরহাট এমইএমইউ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে। ● আসানসোল থেকে : (১) ৬৩৫০৬ আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ ও (২) ৬৩৫০৮ আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে। (৩) ৬৩৫১২ আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ ২৬.০৮.২০২৫ তারিখে। (৪) ৬৩৫১৬ আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ, (৫) ৬৩৫২২ আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ, (৬) ৬৩৫২৬ আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ ও (৭) ৬৩৫২৪ আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে। ● রামপুরহাট থেকে : (১) ৬৩৫৮৪ রামপুরহাট-বর্ধমান এমইএমইউ ও (২) ৬৩০১২ রামপুরহাট-বর্ধমান এমইএমইউ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে।

মেল/এক্সপ্রেস বাতিল

● আপ ট্রেন : (১) ১৩৫০৩ বর্ধমান-হাতিয়া এমইএমইউ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (২) ১৩১৮৭ শিয়ালদহ-রামপুরহাট মা তারা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৩) ১২৩৩৭ হাওড়া- বোলপুর শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৪) ১২৩৪৭ হাওড়া- রামপুরহাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৫) ১৩০১১ হাওড়া-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৬) ২২৩২১ হাওড়া-সিউড়ি হুল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৭) ১২৩৮৩ শিয়ালদহ-আসানসোল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ও (৮) ১৩১৭৯ শিয়ালদহ- সিউড়ি এমইএমইউ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)।

● ডাউন ট্রেন : (১) ১৩৫০৪ হাতিয়া-বর্ধমান এমইএমইউ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (২) ১৩১৮৮ রামপুরহাট - শিয়ালদহ মা তারা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৩) ১২৩৩৮ বোলপুর - হাওড়া শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৪) ১২৩৪৮ রামপুরহাট - হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৫) ১৩০১২ মালদা টাউন - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫, ২৭.০৮.২০২৫ ও ২৮.০৮.২০২৫)। (৬) ২২৩২২ সিউড়ি - হাওড়া হুল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৭) ১২৩৮৪ আসানসোল - শিয়ালদহ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ও (৮) ১৩১৮০ সিউড়ি - শিয়ালদহ এমইএমইউ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)।

মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের পথ পরিবর্তন

● আপ ট্রেন : (১) ১২৩৪৩ শিয়ালদহ-হলদিবাড়ি দার্জিলিং মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ব্যান্ডেল, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, জঙ্গীপুর রোড ও নিউ ফারাক্কা স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে দমদম-নৈহাটি লিংক কেবিন- ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ -নিউ ফারাক্কা হয়ে চলবে। (২) ১৩০১৭ হাওড়া-আজিমগঞ্জ গণদেবতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ও (৩) ১৩০২৭ হাওড়া-আজিমগঞ্জ কবিগুরু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ব্যান্ডেল, অম্বিকা কালনা, নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, সালার, বাজারসৌ, খাগড়াঘাট রোড ও আজিমগঞ্জ স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-কাটোয়া- আজিমগঞ্জ হয়ে চলবে। (৪) ১২৩৭৭ শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার পদাতিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ও (৫) ১৩১৫৩ শিয়ালদহ-মালদা টাউন গৌড় এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, জঙ্গীপুর রোড ও নিউ ফারাক্কা স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে দমদম-নৈহাটি লিংক কেবিন- ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আহমদপুর হয়ে চলবে। (৬) ১২৩৪৫ হাওড়া-গুয়াহাটি সরাইঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫), (৭) ১৩০১৫ হাওড়া- জামালপুর কবিগুরু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫), (৮) ১৩০৫৩ হাওড়া- রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫), (৯) ১৩০৩১ হাওড়া- জয়নগর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫), (১০) ১৩১৫৯ কলকাতা-যোগবাণী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫), (১১) ১২৩৬৩ কলকাতা-হলদিবাড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫) ও (১২) ১৩১৬১ কলকাতা-বালুরঘাট তেভাগা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম ও কাটোয়া স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আহমদপুর হয়ে চলবে। (১৩) ১৩১৪৭ শিয়ালদহ-বামনহাট উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫), (১৪) ১৩১৪৯ শিয়ালদহ-আলিপুরদুয়ার কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫), (১৫)১৩১৭৫ শিয়ালদহ-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.০৮.২০২৫) ও (১৬) ১৩১৭৩ শিয়ালদহ-সাব্রুম কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫) ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম ও কাটোয়া স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে দমদম- নৈহাটি লিংক কেবিন- ব্যান্ডেল- কাটোয়া-আহমদপুর হয়ে চলবে।

● ডাউন ট্রেন : (১) ১২৩৪৪ হলদিবাড়ি - শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) আজিমগঞ্জ, কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আজিমগঞ্জ - কাটোয়া - ব্যান্ডেল - নৈহাটি লিংক কেবিন - দমদম হয়ে চলবে। (২) ১৩০১৮ আজিমগঞ্জ- হাওড়া গণদেবতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ও (৩) ১৩০২৮ আজিমগঞ্জ - হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) খাগড়াঘাট রোড, বাজারসৌ, সালার, কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও অম্বিকা কালনা স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আজিমগঞ্জ-কাটোয়া - ব্যান্ডেল হয়ে চলবে। (৪) ১২৩৭৮ নিউ আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫) ও (৫) ১৩১৫৪ মালদা টাউন -শিয়ালদহ গৌড় এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) নিউ ফারাক্কা, জঙ্গীপুর রোড, আজিমগঞ্জ, কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আহমদপুর- কাটোয়া-ব্যান্ডেল-নৈহাটি লিংক কেবিন-দমদম হয়ে চলবে। (৬) ১৩১৪৮ বামনহাট- শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫ ও ২৬.০৮.২০২৫), (৭)১৩১৫০ আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫ ও ২৬.০৮.২০২৫), (৮) ১৩১৭৪ সাব্রুম - শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫), (৯) ১২৩৬৪ হলদিবাড়ি -কলকাতা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.০৮.২০২৫), (১০) ১৩১৬২ বালুরঘাট - কলকাতা তেভাগা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ও (১১)১৩১৭৬ শিলচর - শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫) কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আহমদপুর-কাটোয়া - ব্যান্ডেল- নৈহাটি লিংক কেবিন - দমদম হয়ে চলবে। (১২) ১২৩৪৬ গুয়াহাটি - হাওড়া সরাইঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫ ও ২৬.০৮.২০২৫), (১৩) ১৩০১৬ জামালপুর -হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫), (১৪) ১৩০৫৪ রাধিকাপুর - হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ও (১৫) ১৩০৩২ জয়নগর - হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫ ও ২৬.০৮.২০২৫) কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আহমদপুর- কাটোয়া - ব্যান্ডেল হয়ে চলবে।

সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু

২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে : (১) ৬৩৫১৯ বর্ধমান - বোকারো স্টিল সিটি এমইএমইউ বর্ধমানের পরিবর্তে আসানসোল থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে এবং বোকারো স্টিল সিটি পর্যন্ত যাবে। (২) ৬৩৫২০ বোকারো স্টিল সিটি-বর্ধমান এমইএমইউ বর্ধমানের পরিবর্তে আসানসোল -এ সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে।

পুনর্নির্ধারণ

(১) ৬৩০৬৩ বর্ধমান - তিনপাহাড় এমইএমইউ বর্ধমান থেকে ২৬.০৮.২০২৫ তারিখে ০৬.২০ ঘ.-এর পরিবর্তে ০৭.০০ ঘ.-তে এবং ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে ০৬.২০ ঘ.-এর পরিবর্তে ০৭.৪০ ঘ.-তে পুনর্নির্ধারিত হবে। (২) ২২৩০১ হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে ০৫.৫৫ ঘ.-এর পরিবর্তে ০৬.৩০ ঘ.-তে পুনর্নির্ধারিত হবে।

নিয়ন্ত্রণ

(১) ১২৫১৪ শিলচর -চারলাপল্লি সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২১.০৮.২০২৫) পথিমধ্যে উপযুক্তভাবে ৩০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। (২) ১২৫০৮ শিলচর -তিরুবনন্তপুরম সেন্ট্রাল অরোনাই এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২১.০৮.২০২৫) পথিমধ্যে উপযুক্তভাবে ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। (৩) ২২৫০৪ ডিব্রুগড়-কন্যাকুমারী বিবেক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫) পথিমধ্যে ১ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে।

দ্রষ্টব্য : ১৩৪২৭ / ১৩৪২৮ হাওড়া - সাহেবগঞ্জ - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে কাপটের চাল এবং রামপুরহাট স্টেশনের মধ্যবর্তী সকল স্টেশনে থামবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : স্পেশাল বা দেরিতে চলা ট্রেন এবং পুনরায় কোনো নতুন চালু করা ট্রেন/পার্সেল ট্রেন/টিওডি, যদি থাকে, ব্লক চলাকালীন যাত্রাপথে উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে/ পথ পরিবর্তন করবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

লামডিং ডিভিশনে এস অ্যান্ড টি রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা

ই-টেন্ডার নং : এসএনটি-১২-এলএমজি-২০২৫-২৬, তারিখ : ২৩-০৬-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম : লামডিং ডিভিশনে ০২ বছরের জন্য এস অ্যান্ড টি ডিপার্টমেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ সহ রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করে এস অ্যান্ড টি রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা এবং টেকনিক্যাল টিম মোতায়েনের মাধ্যমে নন-সেফটি ক্রিটিক্যাল কার্যক্রম সম্পাদন। টেন্ডার মূল্য : ২২,৫৮,৪৭,৮৬৬.৪৬/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ১২,৭৯,২০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৯-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
হাসি মুখে গ্রাহকের সেবায়

বিজি কোচগুলিকে এআরটি-অল ইকুইপমেন্ট ভ্যান-১০ কোচে রূপান্তর

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ডিবিডব্লিউএস-এমআইইটি- ১০-২০২৫-২৬, তারিখ : ২০-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : কাজের নাম : ১ বছর সময়ের জন্য আরএসপি, এলএডব্লিউ বুক নং. ৭১৯ অফ ২০২৪-২৫ এর বিরুদ্ধে অনুমোদন দেওয়া ডিবিডব্লিউএস-এ বিজি কোচগুলিকে এআরটি-অল ইকুইপমেন্ট ভ্যান-১০ কোচে রূপান্তর। আনুমানিক টেন্ডার মূল্য : ১,২৪,৮৩,২০৭.৫৮ টাকা জিএসটি সহ; বিড সিকিউরিটি : ২,১২,৪০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১২-০৭-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ১২-০৭-২০২৫ তারিখের ১২.৩০ ঘণ্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি ১২-০৭-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার/ মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ/ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

SENIOR MARKETING MANAGER
(SPACE & MEDIA SALES)

Uttar Banga Sambad, North Bengal's largest circulated newspaper, is seeking a dynamic and results-driven **Senior Marketing Manager (Space & Media Sales)** to join our team.

Based in **Siliguri**, the successful candidate will be responsible for spearheading advertisement generation across both print and digital platforms throughout the entire North Bengal region. This role requires extensive travel to liaise with prospective clients and advertising agencies. You will also lead and mentor a team of marketing executives.

We are looking for a **go-getter**, a **result-oriented** professional, and a **hard taskmaster** who can consistently achieve targets and drive growth.

In return, we offer an **excellent salary** coupled with an attractive **incentive package**.

Interested candidates are invited to email their detailed resume to **jobs.uttarbanga@gmail.com** by **June 30, 2025.**

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ
কৃষি শিক্ষা বিভাগ
কৃষি অনুসন্ধান ভবন II, পুসা
নিউ দিল্লি-১১০০১২

নেতাজি সুভাষ আইসিএআর আন্তর্জাতিক ফেলোশিপ

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আইসিএআর) ভারতীয় তার সাথে বিদেশি অধিবাসী যাঁরা অ্যাগ্রিকালচারে স্নাতকোত্তর করেছেন এবং এর স্বজাতীয় কোনও একটি বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতকোত্তর করেছেন তাঁদের নেতাজি সুভাষ আইসিএআর আন্তর্জাতিক ফেলোশিপের (এনএস-আইসিএআর আইএফএস) জন্য আবেদনের আহ্বান জানাচ্ছে। এনএস আইসিএআর আইএফ অ্যাগ্রিকালচারে অথবা এর সঙ্গে সম্পর্কিত স্বজাতীয় বিজ্ঞান বিভাগের চিহ্নিত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়ে ডক্টরাল ডিগ্রি ধারণ করতে সাহায্য করে।
(১) ভারতীয় আবেদন প্রার্থীরা বিদেশে চিহ্নিত বৈদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়/ সংস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।
(২) বিদেশি আবেদনপ্রার্থীরা আইসিএআর এইউ সিস্টেমের অন্তর্গত ভারতীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন।
যার দ্বারা তাঁদের বলিষ্ঠ গবেষণার ক্ষেত্র এবং শিক্ষাদানের ক্ষমতা গড়ে উঠবে।
তিন বছরের সময়কালে ত্রিশ (৩০)টি ফেলোশিপ উপলব্ধ থাকবে।
বিস্তারিত নির্দেশিকা, পড়াশোনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় এবং আবেদনের নিয়মাবলি আইসিএআর ওয়েবসাইট www.icar.org.in-এ উপলব্ধ রয়েছে। আবেদনপত্রটি ৩১শে জুলাই ২০২৫-এর মধ্যে adg.hrd.application@gmail.com ইমেলের মাধ্যমে এডিজি (এইআরডি)-এর কাছে। "অ্যাপ্লিকেশন ফর এনএসআইএফ : আবেদনকারীর নাম এবং যোগাযোগের নং"- ইমেলের বিষয় বিভাগে উল্লেখ করার পর জমা করতে হবে।
আবেদনপত্রটি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ :- ৩১ শে জুলাই ২০২৫

CBC-01304/11/0001/2526

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর পেতে পারেন। বৃষ : শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে চিন্তা কাটবে। দূরের কোনও ব্যবসায়ী বন্ধুর সহায়তায় আর্থিক সমস্যা দূর হবে। মিথুন : ব্যবসায়ীদের সারাদিন ভালোমন্দে কেটে যাবে। বকেয়া ঋণ শোধ করার সুযোগ পাবেন। কর্কট : সামাজিক বা ধর্মীয় কাজে অংশ নিয়ে আনন্দে থাকবেন। কর্মপ্রার্থীরা চাকরির সুযোগ পাবেন। সিংহ : স্ত্রীকে মনের কথা বলে স্বস্তি। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। বিদ্যার্থীদের শুভ। কন্যা : কাউকে কোনও সহযোগিতা করে প্রশংসিত হবেন। দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে সুফল পেতে পারেন। তুলা : কর্মক্ষেত্রে মেজাজ হারিয়ে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যায় জেরবার হতে পারেন। বৃশ্চিক : নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ কাজে লাগান। ধনু : কোনও আত্মীয়ের উসকানিতে পারিবারিক অশান্তি বাড়বে। টাকাপয়সা খুব সাবধানে রাখুন। মকর : পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক আলোচনায় সমস্যা মিটবে। বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন। কুম্ভ : বাবা মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণের পরিকল্পনা বাস্তব হবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ একটু বাড়বে। মীন : বুদ্ধির জোরে শেয়ার বাজার থেকে ভালো আয় করতে সক্ষম হবেন। বাবার পরামর্শে ব্যবসায় উন্নতি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১১ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ৫ আষাঢ়, ২৬ জুন ২০২৫, ১১ আহার, সংবৎ ১ আষাঢ় সুদি, ২৯ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৭, অঃ ৬।২৪। বৃহস্পতিবার, প্রতিপদ দিবা ২।৪১। আর্দ্রানক্ষত্র দিবা ১০।২৫। ধ্রুবযোগ রাত্রি ২।২০। ববকরণ দিবা ২।৪১ গতে বালবকরণ রাত্রি ২।০ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ১০। ২৫ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ৩।৫৫ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ১০।২৫ গতে দ্বিপাদদোষ, দিবা ২।৪১ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে দিবা ২।৪১ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৩।২ গতে ৬।২৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪০ গতে ১২।৫৯ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ১০।২৫ গতে যাত্রা শুভ দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১১।৫ গতে পূর্বে উত্তরেও নিষেধ, দিবা ২।৪১ গতে মাত্র দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১০।২৫ গতে ৩।২ মধ্যে পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যস্থাপন ভূমিক্রয়বিক্রয় কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১০।২৫ মধ্যে ধান্যচ্ছেদন, দিবা ৩।২ মধ্যে পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন, রাত্রি ২।২০ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং দ্বিতীয়ার সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৬ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১১।১৬ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৯।১ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।১২ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৪।৫৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মারপিটের অভিযোগে কোন্দল

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে সরগরম মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৫ জুন : দলেরই এক কর্মীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগে মাদারিহাট থানায় এফআইআর দায়ের হল তৃণমূলের মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক কমিটির সহ সভাপতি দীপনারায়ণ সিনহার বিরুদ্ধে। শিশুবাড়ির নিগৃহীত ওই তরুণের পরিজন এবং তৃণমূলের কর্মীরাই মঙ্গলবার রাত ন'টা নাগাদ এই দাবি জানান। অন্যদিকে, পালটা অভিযোগপত্রে দীপনারায়ণ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সাজিদ আলমের নাম লেখেন। এই ঘটনার পর ফের মাদারিহাটে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল সামনে এসেছে।

পরিস্থিতি আঁচ করে অবশ্য দীপনারায়ণ পরে সাজিদের নাম প্রত্যাহার করেন। কিন্তু ততক্ষণে সাজিদের নাম সংবলিত মাদারিহাট থানার রিসিভ করা এফআইআর-এর কপি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। সাজিদ বলেন, 'মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মাদারিহাট চৌপথিতে ঝামেলা হয়। অথচ মঙ্গলবার আমি মাদারিহাটেই

মাদারিহাট থানার সামনে তৃণমূল কর্মীরা। মঙ্গলবার রাতে।

যাইনি। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমার নামে থানায় অভিযোগ করা হয়। পরে নাম প্রত্যাহার করা হলেও আমার সম্মানহানি হয়েছে।' তাঁর অভিযোগ, তিনি পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ হওয়ার পর থেকেই কয়েকজন তাঁর পেছনে লেগেছেন।

ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার সন্ধ্যায়, মাদারিহাট ট্রাফিক চৌপথিতে। শিশুবাড়ির বাসিন্দা পরিবহণকর্মী রোমান আলম আরেকটি বাসে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। রোমান দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। পেছনে ছোট গাড়ি চালিয়ে আসছিলেন দীপনারায়ণ। চৌপথি ট্রাফিকে রেড সিগন্যাল থাকায় বাসটি দাঁড়িয়ে পড়ে। সামনের বাসটির কর্মীদের পথ করে দেওয়ার কথা বলেন দীপনারায়ণ। এ নিয়ে বচসার সূত্রপাত। রোমান বলেন, 'দীপনারায়ণ এবং তাঁর লোকজন আমাকে চড়-ঘুসি, লাথি মারতে থাকে। গোপনাঙ্গেও আঘাত করে।'

দীপনারায়ণ ছাড়াও রোমান সঞ্জয় আর্য এবং নন্তু বর্মন নামে দুজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। অন্যদিকে,

> দীপনারায়ণ এবং তাঁর লোকজন আমাকে চড়-ঘুসি, লাথি মারতে থাকে। গোপনাঙ্গেও আঘাত করে।
>
> **রোমান আলম**
> অভিযোগকারী

দীপনারায়ণের পালটা অভিযোগ, রোমান তাঁর গাড়িতে চড়াও হয়ে ভাঙচুর চালিয়েছেন। বুধবার তিনি বলেন, 'দু'পক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি হয়েছিল। অভিযোগপত্রে সাজিদের নাম থাকার বিষয়টি জানতাম না। পরে সাজিদের নাম প্রত্যাহার করেছি।'

সাজিদ এবং দীপনারায়ণ পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠীর বলেই পরিচিত মাদারিহাটে। এর আগে আরেক ব্লক সহ সভাপতি ইউসুফ আলির সঙ্গেও দীপনারায়ণের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমে উঠেছিল। এদিকে, মঙ্গলবার রাতের এই ঘটনার পর থেকেই ক্ষোভে ফুঁসছে শিশুবাড়ির তৃণমূল কর্মীদের একাংশ। তৃণমূলকর্মী মারুফ আজিজ বলেন, 'দলের একজন দরিদ্র কর্মীকে মারধর করে দীপনারায়ণ এবং তাঁর গুন্ডাবাহিনী। তাঁদের দাপটে স্থানীয়রাও অতিষ্ঠ। দলীয় নেতৃত্বকে দীপনারায়ণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছি।' যদিও গোষ্ঠীকোন্দলের কথা উড়িয়ে দিয়েছেন সাজিদ এবং দীপনারায়ণ দুজনই। দলের ব্লক সভাপতি তথা মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো বলেন, 'কলকাতা থেকে ফিরে এ নিয়ে খোঁজখবর নেব।'

সাজিদের নাম নিয়ে জলঘোলা শুরু হতেই দীপনারায়ণের স্ত্রী শর্মিষ্ঠা সিনহা রোমান আলম এবং শামিম ইসলাম নামে আরেক তরুণের বিরুদ্ধে পৃথক অভিযোগ দায়ের করেন। রোমানের মা কুলসুম বেগম এ বিষয়ে বলছেন, 'দীপনারায়ণকে ভোটে জেতাতে আমার ছেলে দিনরাত পরিশ্রম করেছিল। আমিও প্রচারে নেমেছিলাম। ভেবেছিলাম, দীপনারায়ণ জিতলে আমাদের সুবিধা হবে। পরিশ্রমের এমন প্রতিদান পাব, ভাবিনি।'

পুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে আদি কামাখ্যাধামে

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২৫ জুন : বৃহস্পতিবার কামাখ্যাগুড়িতে আদি কামাখ্যাধামে কামাখ্যাদেবীর পুজো উপলক্ষ্যে মন্দির এলাকা উৎসবমুখর। রীতি অনুযায়ী, প্রতি বছর ১১ আষাঢ় অম্বুবাচী তিথির শেষে আদি কামাখ্যাধামে দেবীর মূল পুজো হয়। পুজোর ১০-১৫ দিন আগে দেবদেবীর নামে রীতিমাফিক 'বাঁশ জাগানো' হয়। ওই বাঁশ নিয়ে গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা ঢোলকাঁসর বাজিয়ে এলাকায় ঘুরে মাগন সংগ্রহ করেন। মন্দিরের নিত্যপূজারি দয়াল রাভা বললেন, 'পুজোর দ্বিতীয়দিন মহাপুজোয় শতাধিক পাঁঠাবলি দেওয়া হয়। এছাড়া বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশে হাঁসমুরগি, পায়রা বলি দেওয়া হয়। পুজোর অন্যান্য উপকরণের মধ্যে রয়েছে ফুল, ফল, তিল, সিঁদুর, ধূপধুনো, আতপ চাল প্রভৃতি। তাছাড়া পুজো সারতে আম, কাঁঠাল, শসা এবং দইচিঁড়ে লাগে। ১৮ জন উপদেবদেবীকেও এদিন মন্দিরে পুজো দেওয়া হয়। মহাপুজোর দিন কামাখ্যাদেবীকে মহাভোগ উৎসর্গ করা হয়।'

এবছর কামাখ্যাদেবীর পুজো করবেন নন্দ রাভা। পুজো কমিটির সম্পাদক ধনঞ্জয় রাভা বললেন, 'এখানে ১০ থেকে ১৫ হাজার মানুষ পুজো উপলক্ষ্যে ভিড় জমান। সারাদিনব্যাপী মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের প্রসাদ বিলি করা হবে। অম্বুবাচি তিথি পর্যন্ত বন্ধ মন্দির কাপড় দিয়ে ঘেরা থাকে।' আদি কামাখ্যাধাম সর্বজনীন

অম্বুবাচি তিথি উপলক্ষ্যে মন্দির কাপড়ে ঘেরা। বুধবার।

তোরজোর শুরু

- প্রতি বছর ১১ আষাঢ় অম্বুবাচি তিথির শেষে আদি কামাখ্যাধামে দেবীর মূল পুজো হয়
- দু'দিনব্যাপী পুজোর দ্বিতীয়দিনে শতাধিক পাঁঠাবলি হয়
- আদি কামাখ্যাধামের পুজো অষ্টাদশ শতকে বারোয়ারি হয়েছে
- অসংখ্য মানুষ পুজো দেখতে ভিড় জমান

পুজো কমিটির সভাপতি সুশীল রাভা বলেন, 'প্রায় পাঁচ কুইন্টাল চাল, ডাল মিশিয়ে তৈরি খিচুড়ি পুণ্যার্থীদের বিতরণ করা হবে। মায়ের পুজো শেষে অপশক্তি বিনাশক মহাকালীর ভেলা এবং বিভিন্ন দেবদেবীর নামে 'জাগানো বাঁশগুলি' নদীতে রীতিমাফিক বিসর্জন দেওয়া হবে।' এলাকার বাসিন্দা সাধন রায় বললেন, 'প্রতিবছর আদি কামাখ্যাধামের ঐতিহ্যবাহী পুজো এবং মেলার জন্য মুখিয়ে থাকি। অসম, কোচবিহার, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি সহ আলিপুরদুয়ার জেলার অসংখ্য বাসিন্দা পুজো দেখতে ভিড় জমান।'

এখন মন্দির সংলগ্ন এলাকার মাঠজুড়ে মেলার প্রস্তুতি তুঙ্গে। পুজো পরিচালনার জন্য একসময় কোচবিহারের রাজারা অর্থ দিতেন। পরে ওই আর্থিক সহযোগিতা কী কারণে বন্ধ হয়েছে, তা অজানা। আদি কামাখ্যাধামের প্রথম পূজারি ছিলেন কোচা হুজুর। অষ্টাদশ শতক থেকে পুজোটি বারোয়ারি হয়েছে। আদি কামাখ্যাধাম এলাকায় একসময় গভীর অরণ্য ছিল। সেখানে কোচবিহারের রাজারা শিকারে আসতেন। রাজার আমলে প্রতিষ্ঠিত কামাখ্যাধাম অতীতে প্রাচীন কামরূপের অন্তর্গত ছিল।

পুরস্কৃত রাজ

আলিপুরদুয়ার, ২৫ জুন : নাবালিকার বিয়ে আটকে পুরস্কৃত হলেন সলসলাবাড়ির রাজীব দাস নামে এক তরুণ। বুধবার বিকেলে পুরস্কার ঘোষণা করে সিডব্লিউসি। এমনকি ওই তরুণের বোনকে সরকারি স্কলারশিপের সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সিডব্লিউসি। সম্প্রতি শামুকতলা এলাকার এক নাবালিকার অমতে বাবা-মা বিয়ে ঠিক করেন। তারপরেই ওই নাবালিকা সামাজিক মাধ্যমে পরিচিত এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছায়। তবে সেই সময় ওই বন্ধু বাইরে কাজে ছিলেন। ফলে নাবালিকাকে নিয়ে শোরগোল তৈরি হয়। তবে প্রতিবেশী রাজ বিশ্বাস নামে এক তরুণের বিষয়টি নজরে পড়তেই সিডব্লিউসিকে ফোন করে সম্পূর্ণ বিষয়টি অবগত করান। তারপরেই ওই নাবালিকাকে সিডব্লিউসি উদ্ধার করে হোমে রাখার ব্যবস্থা করেছে। নাবালিকার বিয়ে আটকানোর বিষয়ে ওই তরুণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছেন সিডব্লিউসির চেয়ারম্যান অসীম বসু। রাজের কথায়, 'সিডব্লিউসির সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় রয়েছে। তাই ওই নাবালিকাকে একা দেখে প্রথমে সিডব্লিউসির কথা মনে পড়ে।'

সচেতনতা

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

২৫ জুন : বিভিন্ন স্কুলে মাদক নিয়ে পুলিশের সচেতনতার প্রচার চলছে। বুধবার শালকুমারহাট হাইস্কুলে, সোনাপুর বিকে হাইস্কুলে ও বারবিশা হাইস্কুলে সচেতনতামূলক শিবির করে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ। নানানভাবে পুলিশের তরফে নেশা সংক্রান্ত বিষয়ে পড়ুয়াদের সচেতন করা হয়। শালকুমারহাট হাইস্কুলে ছিলেন সোনাপুর ফাঁড়ির ওসি অমিত শর্মা। সোনাপুর বিকে হাইস্কুলেও ছাত্রছাত্রীদের পুলিশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দপ্তরের নম্বর দেওয়া হয়।

১৫ দিনে পাঁচ কিশোরী উদ্ধার

অভাবে ঘর ছাড়ছে নাবালিকারা

শামুকতলা ও কুমারগ্রাম, ২৫ জুন : কমবয়সি কিশোরীদের নানা কারণে ঘর ছাড়ার প্রবণতা বাড়ছে। এই নিয়ে বিভিন্ন মহলে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। বুধবার শামুকতলা থানা এলাকার এক কিশোরীকে দিল্লি থেকে উদ্ধার করে আনল শামুকতলা থানার পুলিশ। একইদিনে হরিয়ানার পানিপথ থেকে আরেক কিশোরীকে উদ্ধার করেছে কুমারগ্রাম থানার পুলিশ। শুধু শামুকতলা থানার পুলিশ গত ১৫ দিনে মোট পাঁচ কিশোরীকে বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার করেছে। এর আগে প্রেমের টানে কিশোরীদের ঘর ছাড়ার অনেক ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু শামুকতলা থানা এলাকায় ইদানীং চারটি ঘটনায় পাঁচ কিশোরী সংসারের অভাব মেটাতে কাজের খোঁজে বাইরে চলে গিয়েছিল। এই প্রবণতা নিয়ে রীতিমতো পুলিশ ও প্রশাসনিক মহলেও উদ্বেগ ছড়িয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান অসীম বোস বলেন, 'দুটি মেয়েকেই আপাতত একটি হোমে রাখা হয়েছে।'

দিল্লি থেকে উদ্ধার করা ওই কিশোরী পুলিশকে জানিয়েছে, মায়ের বকুনি খেয়ে রাগ করে দিল্লিতে কাজে চলে গিয়েছিল সে। তাকে দিল্লিতে এক পরিচিতের বাড়ি থেকে উদ্ধার করল পুলিশ। যাঁর বাড়ি থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়েছে সম্পর্কে তার মাসি। নিখোঁজের অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্ত করে জানতে পারে সে দিল্লিতে রয়েছে। এরপরই দিল্লি পুলিশের সাহায্য নিয়ে তাকে উদ্ধার করে এনেছে শামুকতলা থানার পুলিশ। চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে মেয়েটিকে পেশ করা হয়েছে। আদালত এবং চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির নির্দেশে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলে শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, কুমারগ্রাম থানার সংকোশ চা বাগানের এক কিশোরী প্রেমের টানে রাজস্থানে চলে গিয়েছিল। নিখোঁজের অভিযোগ পেয়েই পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে মেয়েটি রাজস্থানে রয়েছে। তবে সেখান থেকে সে হরিয়ানার পানিপথে চলে যায়। সেখান

বাড়ছে উদ্বেগ

- বুধবার শামুকতলা থানার এক কিশোরীকে দিল্লি থেকে উদ্ধার করে পুলিশ
- একইদিনে হরিয়ানা থেকে আরেক কিশোরীকে উদ্ধার করে কুমারগ্রাম পুলিশ
- শুধু শামুকতলা থানার পুলিশ গত ১৫ দিনে পাঁচ কিশোরীকে বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার করেছে

থেকেই তাকে উদ্ধার করে এনে বুধবার আলিপুরদুয়ার জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে পেশ করেছে। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এদিন গোপন জবানবন্দি দিয়েছে মেয়েটি। চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি এবং আদালতের নির্দেশমতো পদক্ষেপ করা হবে।

পুলিশ জানতে পেরেছে ওই কিশোরী কুমারগ্রাম থানা এলাকার এক তরুণের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক করে রাজস্থানে চলে গিয়েছিল। পুলিশ ফোন ট্র্যাক করে তাদের খোঁজ পায়। কিন্তু মেয়েটি গুজরাটের পানিপথে চলে যায়। সেখান থেকেই তাকে উদ্ধার করে আনে পুলিশ।

শামুকতলা থানায় অভিযোগ জানিয়ে বেরিয়ে আসছেন মনোজ দেবনাথ।

সুদের দাবিতে ৩ ভাইকে বেঁধে মার

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৫ জুন : সময়মতো সুদ দিতে না পারায় বুধবার শামুকতলা থানার থানুপাড়া গ্রামে তিন ভাইকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ব্যাপক মারধরের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম দিলীপ রায়। এই ঘটনায় আরও দুজনের নামেও অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রায় ৭-৮ মাস আগে পরিবারের এক সদস্যের চিকিৎসার প্রয়োজনে একই গ্রামের বাসিন্দা দিলীপ রায়ের কাছ থেকে দফায় দফায় এক লক্ষ ধার নেন তিন ভাই- অরুণ দেবনাথ, অভিজিৎ দেবনাথ ও সুরজিৎ দেবনাথ। প্রত্যেক মাসে ১০ হাজার টাকা করে সুদ ধার্য হয়। কিন্তু বিগত তিন মাস তাঁরা সুদ দিতে পারেননি। বকেয়া সুদ নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বিবাদ চলছিল। বুধবার বেশ কয়েকজন লোকজন নিয়ে টাকা আদায় করতে ওই তিন ভাইয়ের বাড়িতে হানা দেয় দিলীপ। ওই দলে মহিলারাও ছিল। দু'পক্ষের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ বাদানুবাদ চলে। টাকা দিতে না পারায় অরুণ, অভিজিৎ ও সুরজিৎকে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায় দিলীপ। সেখানেই তাঁদের মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এরপরই ওই পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনজনকে উদ্ধার করেন ভাটিবাড়ি ফাঁড়ির ওসি দীপায়ন সরকার। তিনি বলেন, 'আমি ঘটনাস্থলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই মূল অভিযুক্ত দিলীপ রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিরা পলাতক। কিন্তু দ্রুত তাদের গ্রেপ্তার করা হবে। কাউকে রেয়াত করা হবে না।' এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য দিলীপকুমার রায় এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বলেন, 'কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। অভিযুক্তদের শাস্তির ব্যবস্থা করুক পুলিশ।'

অভিযোগকারী পরিবারের সদস্য বিশ্বরঞ্জন দেবনাথ বলেন, 'দিলীপ লোকজন নিয়ে এসে আমার তিন কাকাকে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। টাকা না দিতে পারায় তাদের দড়ি দিয়ে বেঁধে মারধর করা হয়। দীর্ঘক্ষণ ধরে তিনজনকে মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করা হয়েছে। এমনকি টাকা না দিলে ছাড়া হবে না বলে ভয় দেখানো হয়। বেশ কয়েকমাস সুদ দিয়েছি আমরা। এখন অসুবিধার কারণে দেওয়া হয়নি। সেটা নিয়ে আলোচনা করা যেত। এভাবে মারধর মানা যায় না। আমরা দোষীদের শাস্তি চাই।' একই দাবি তুলেছেন অরুণের ছেলে মনোজ দেবনাথও।

ফালাকাটার নয়া এসআই অফিস। বুধবার। - সংবাদচিত্র

এসআই অফিসের নয়া ভবন উদ্বোধন

ফালাকাটা, ২৫ জুন : ফালাকাটায় অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের নতুন ভবন উদ্বোধন করা হল। বুধবার এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুন ভবন উদ্বোধন করা হয়। ওই নতুন ভবনের সামনে এদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা আবক্ষ মূর্তির আবরণও উন্মোচন করা হয়। এদিন নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন। ফালাকাটা সদর সার্কেলের এসআই (প্রাথমিক) রাজা ভৌমিক বলেন, 'স্কুল শিক্ষা দপ্তরের প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আমাদের নতুন ভবনটি বানানো হয়েছে। ভবনের নীচের তলায় থাকবে বই রাখার গোডাউন। উপরতলায় থাকবে আমাদের অফিস। নয়া ভবন চালু হওয়ায় কাজের সুবিধা হবে।'

এদিন প্রথমে পুরোনো বিল্ডিংয়ের সামনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়। ফালাকাটা সার্কেলের শিক্ষক উত্তম দে ওই মূর্তিটির খরচ বহন করেছেন। পরে পুরোনো ভবনের পাশেই নতুন ভবনের উদ্বোধন করা হয়। এসআই অফিসের আগের ভবনটি অনেক বছরের পুরোনো। একে তো ঘিঞ্জি তার উপর ভবনের ছাদ দিয়ে জলও পড়ে। কর্মীরা ঠিকমতো বসে কাজও করতে পারেন না। এই অবস্থায় করোনা পরিস্থিতির আগেই নতুন গোডাউন ও ভবনের কাজ শুরু হয়। ভবন নির্মাণ চলে দীর্ঘদিন ধরে। অবশেষে এদিন নতুন ভবনের উদ্বোধন হয়। এসআই অফিসের কর্মী সুজিত দে বলেন, 'পুরোনো ভবনে

ফালাকাটা

জল পড়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। নতুন ভবন তৈরির এখন আর এই সমস্যা হবে না।'

এদিন ভবন উদ্বোধন ও রবীন্দ্রমূর্তির আবরণ উন্মোচন উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়। ফালাকাটা জুনিয়ার বেসিক, ফালাকাটা ২ নম্বর এসপি প্রাইমারি স্কুলের পড়ুয়ারা অংশ নেয়। উপস্থিত ছিলেন ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষ রায়, ডিআই (প্রাইমারি) সুজিত সরকার সহ অন্যরা।

যোগ্য শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ফের প্রশ্ন

পুরোনো চাকরি পেতে আবেদন

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৫ জুন : ভবিষ্যতে কী হবে, জানা নেই! হতাশ হয়ে পুরোনো চাকরিতে ফিরতে চাইছেন চাকরিহারাদের একটা অংশ। আলিপুরদুয়ারেও ছবিটা একই। আলিপুরদুয়ার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসে দু'দিন ধরে আবেদনপত্র জমা নেওয়া হচ্ছে। পুরোনো চাকরি ফিরে পেতে চেয়ে প্রায় পঞ্চাশটি আবেদন জমা পড়েছে। এদিকে, বিষয়টি নিয়ে ফের তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

অভিযোগ, পুরোনো চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের নাম অযোগ্যদের তালিকায় রয়েছে। এরপরেও তাঁদের কাছে একটা কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকছে। কিন্তু যোগ্য হয়েও যাঁদের আগে কোনও চাকরি ছিল না, তাঁরা তো পথে বসবেন।

আলিপুরদুয়ার ডিআই অফিস।

> নিয়ম নির্দেশিকা মেনে আবেদনপত্রগুলো জমা নেওয়া হয়েছে। পরে সেগুলো শিক্ষা দপ্তরে পাঠানো হয়।
>
> – রবিনা তামাং *জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক)*

আলোচনার কেন্দ্রে

- আলিপুরদুয়ারে দুশোর বেশি চাকরিহারা শিক্ষক রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে
- তাঁদের মধ্যে জনা পঞ্চাশেক পুরোনো চাকরি ফিরে পেতে আবেদন করেছেন
- অভিযোগ, একাংশের নামই রয়েছে অযোগ্যদের তালিকায়
- প্রশ্ন উঠছে, এবার তাহলে যোগ্যদের কী হবে

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ার জেলায় দুশোর বেশি চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে পঞ্চাশজন পুরোনো চাকরিতে ফেরার আবেদন করেছেন। এই আবেদনপত্রগুলো শিক্ষা দপ্তরে পাঠানোর ব্যবস্থা করছেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) রবিনা তামাং বলেন, 'নিয়ম নির্দেশিকা মেনে আবেদনপত্রগুলো জমা নেওয়া হয়েছে। পরে সেগুলো শিক্ষা দপ্তরে পাঠানো হয়।'

কয়েকজন চাকরিহারা শিক্ষক এদিন বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসে গিয়েছিলেন পুরোনো চাকরি ফিরে পাওয়ার আবেদন জানাতে। কথা হচ্ছিল তাঁদেরই মধ্যে একজনের সঙ্গে। তিনি আগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। ২০১৬ সালের এসএসসিতে চাকরি পাওয়ার পর প্রাথমিকের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবে আদালতের নির্দেশিকা অনুযায়ী, হাইস্কুলে তাঁর শিক্ষকতার চাকরি চলতি বছরের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পুরোনো চাকরি ফিরে পেতে চাইছেন তিনি। বললেন, 'প্রাথমিকের চাকরি ছেড়ে হাইস্কুলের শিক্ষকতার চাকরি পাই। এখন মন না চাইলেও সেই পুরোনো চাকরিতেই ফিরে যেতে হবে।'

আরেকজন শিক্ষক মাদ্রাসায় চাকরি করতেন। দূরত্বের জন্য চাকরি বদল করেছিলেন। তিনিও এসেছিলেন একই আবেদন করতে। ওই শিক্ষকের কথায়, 'প্রথমে মাদ্রাসা বোর্ডে চাকরি করতাম। তারপর এসএসসির মাধ্যমে নতুন স্কুলে চাকরিতে যোগ দিই। এখন যা পরিস্থিতি, তাতে ভয় লাগছে।'

অন্যদিকে, বাকি চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরিতে পুনর্বহাল সহ একাধিক দাবিতে বৃহস্পতিবার কোচবিহার এবং পরে শিলিগুড়িতে আন্দোলন করার কথা রয়েছে। যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী অধিকার মঞ্চের আলিপুরদুয়ার জেলা শাখার তরফে মৌমিতা পাল এবং প্রজেশ সরকার এ বিষয়ে জানালেন, সবটাই বিচারাধীন রয়েছে। তার মধ্যে পুরোনো চাকরিতে ফিরে যাওয়ার প্রক্রিয়াটিও অনেকটাই জটিল। তাঁদের কথায়, এখন এই তালিকায় অযোগ্যদের একাংশ থাকলে তার প্রমাণ মিলবে কী করে। অযোগ্যদের কেউ কেউ হয়তো পুরোনো চাকরি ফিরে পাবেন। কিন্তু আদালতের রায়ে যোগ্যদের অনেকে চাকরি হারাবেন। কারণ তাঁদের কাছে আগে কোনও চাকরিতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ নেই।

জলকাদা পেরিয়ে যাতায়াত। রাঙ্গালিবাজনা পাঁচ মাইল রোডে।

১৪ কিমি রাস্তা বেহালে দুর্ভোগ

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ২৫ জুন : মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের রাঙ্গালিবাজনা চৌপথি থেকে ফালাকাটার পাঁচমাইল পর্যন্ত ১৪ কিমি পাকা রাস্তাটির বিভিন্ন অংশ বেহাল। সবচেয়ে সঙ্গিন দশা রাঙ্গালিবাজনা চৌপথি থেকে মাদ্রাসা মোড় পর্যন্ত আড়াই কিমি অংশের। এতে দুই ব্লকের কমবেশি ১ লক্ষ মানুষ সমস্যায় পড়েছেন। অথচ রাস্তাটি পুনর্নির্মাণ এমনকি সংস্কারের উদ্যোগও নেই। এতে ক্ষুব্ধ ভুক্তভোগীরা। রাস্তার বেহাল দশায় রাঙ্গালিবাজনা এবং ফালাকাটার মধ্যে যাত্রীবাহী যানবাহন চলাচল কমছে।

এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের স্থানীয় সদস্য দীপনারায়ণ সিনহার বক্তব্য, 'কিছুদিন আগে রাস্তাটি পুনর্নির্মাণের আবেদন সহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে জমা দেওয়া হয়। তবে সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট দপ্তর বেশ কয়েকটি রাস্তার কাজের টেন্ডার করলেও রাঙ্গালিবাজনা পাঁচ মাইল রোডের পুনর্নির্মাণে টেন্ডার করেনি দপ্তরটি। তাই অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় দফার টেন্ডারের দিকে তাকিয়ে রয়েছি।'

ওই রাস্তা দিয়ে রাঙ্গালিবাজনা এবং ফালাকাটার মধ্যে ১৩টি যাত্রীবাহী গাড়ি চলাচল করত। বর্তমানে চলছে গোটা দশেক। গাড়ি মালিক প্রবীর চন্দ বলছেন, 'বেহাল রাস্তায় গাড়ির যন্ত্রাংশ বিগড়ে যাচ্ছে। তাই কয়েকজন ওই রাস্তায় গাড়ি চালানোই বন্ধ করে দিয়েছেন। অন্ততপক্ষে রাস্তার বড় গর্তগুলি বজরি দিয়ে ভরাট করা প্রয়োজন।'

আবার ওই গাড়িগুলির কয়েকটি ফালাকাটা থেকে রাঙ্গালিবাজনা পর্যন্ত না গিয়ে ফালাকাটা থেকে দেওগাঁওয়ের গোবিনহাট পর্যন্ত চলাচল করছে। কারণ রাঙ্গালিবাজনা এলাকায় রাস্তাটির দশা সবচেয়ে বেহাল। ফেব্রুয়ারি মাসে ওই এলাকায় রাস্তার গর্তগুলি মাটি দিয়ে ভরাট করেছিল খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। তবে বৃষ্টি শুরু হতেই রাস্তায় ফেলা মাটি কাদায় পরিণত হয়। এতে রাস্তাটি আরও বেহাল হয়ে পড়ে।

বাড়ছে ক্ষোভ

- পাঁচ মাইল পর্যন্ত ১৪ কিমি পাকা রাস্তাটির বিভিন্ন অংশ বেহাল
- সবচেয়ে সঙ্গিন দশা রাঙ্গালিবাজনা চৌপথি থেকে মাদ্রাসা মোড় পর্যন্ত আড়াই কিমি অংশের
- রাস্তার বেহাল দশায় রাঙ্গালিবাজনা এবং ফালাকাটার মধ্যে যাত্রীবাহী যানবাহন চলাচল কমছে
- ফেব্রুয়ারি মাসে ওই এলাকায় রাস্তার গর্ত মাটি দিয়ে ভরাট করেছিল গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ
- বৃষ্টি শুরু হতেই মাটি কাদায় পরিণত হওয়ায় রাস্তাটি আরও বেহাল

১৪ কিমি রাস্তাটির ১২ কিমি পিচ ও ২ কিমি কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে পুনর্নির্মাণের জন্য প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা প্রকল্পে ২০১৭ সালে ৬ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। ২০১৯ সালে কাজ শেষ হয়। রাস্তা মেনটেনান্স বাবদ বরাদ্দ করা হয়েছিল ৫২ লক্ষেরও বেশি টাকা। তবে মেইনটেনান্সের মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০২৪ সালের ২৩ অগাস্ট। ফলে ১০ মাস ধরে কার্যত 'অভিভাবকহীন' রাস্তাটি। বৃষ্টির জলে রাস্তার গর্তগুলি ভরাট হয়ে আরও বিপজ্জনক আকার নিয়েছে। টোটোচালক কার্তিক দেব বলছেন, 'মাঝে মাঝেই গর্তে উলটে পড়ছে টোটো। বিগড়ে যাচ্ছে যন্ত্রপাতি।' আরেক টোটোচালক শাহনুর মোমিনের বক্তব্য, 'বেহাল রাস্তাটি এড়াতে অনেক সময় রায়পাড়া হয়ে রাঙ্গালিবাজনা এবং মাদ্রাসা মোড়ের মধ্যে যাত্রী পরিবহণ করছি।'

রাস্তাটির ওপর ফালাকাটার দেওগাঁও, মাদারিহাটের খয়েরবাড়ি এবং রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা নির্ভরশীল। রাঙ্গালিবাজনা মোহনসিং হাইস্কুল, খয়েরবাড়ি হাই মাদ্রাসা, দেওগাঁও হাইস্কুল, পাঁচমাইল গোপ্পু মেমোরিয়াল হাইস্কুলের পড়ুয়ারা ওই রাস্তা দিয়েই চলাচল করে। ইসলামাবাদের বাসিন্দা তাহের আলি বলছেন, 'বর্ষাকালে রাস্তাটি আরও বেহাল হয়ে পড়েছে। মাঝেমাঝেই দুর্ঘটনা ঘটছে।'

এক বছর পরেও চালু হয়নি বর্জ্য প্রকল্প

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ২৫ জুন : ধনীরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সরুগাঁও চা বাগানে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পটির পরিকাঠামো আনুমানিক ১ বছর হল তৈরি হয়েছে। প্রকল্পটির ঘর তৈরি হলেও সেখানে এখনও বর্জ্য নিষ্কাশন প্রক্রিয়া চালু হয়নি বলে অভিযোগ। অভিযোগ, সরুগাঁওয়ে অবস্থিত প্রকল্পটি হচ্ছে, হবে করেই দিন পার করছে প্রশাসনিক মহল। এর ফলে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দ্রুত প্রকল্পটি চালু করা গেলে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা আবর্জনামুক্ত হবে।

সরুগাঁও চা বাগানের বাসিন্দা স্বদেশ ওরাওঁ বলেন, 'বাগানে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পটি চালু করা হবে শুনেছি। এখনও কোনও চালুর চেষ্টা দেখছি না।' জৈব সার তৈরির প্রক্রিয়াকরণের ঘরটিকে পরিষ্কার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সাধনী ওরাওঁ। বিডিওর সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত প্রকল্পটি উদ্বোধন করা হবে বলে আশ্বাস দেন।

সংঘ নেত্রী মিনতি রায়ের বক্তব্য, 'কোনও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা ওই প্রকল্পটির দায়িত্ব নিতে রাজি নয়। গ্রাম পঞ্চায়েত সরাসরি চালাবে শুনেছি।'

বেশিরভাগ গ্রাম পঞ্চায়েতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পগুলির দায়িত্ব সামলান গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাধীন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। তাঁরাই দায়িত্ব নিয়ে বাছাই, প্যাকিং, বর্জ্য পদার্থ আনয়ন করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ধনীরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পটির ঘর তৈরি হলেও সেখানে কোনও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা দায়িত্ব নিতে চাননি। ফলে প্রকল্পটি মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। এখনও প্রকল্পটির জন্য বর্জ্য আনার পলি ব্যাগ, ডাস্টবিন এবং ভ্যান দেওয়া হয়নি। গ্রাম পঞ্চায়েতে সেগুলি কতদিনে দেওয়া হবে তাও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানে না বলে অভিযোগ।

> অন্য গ্রাম পঞ্চায়েতে বাড়ির আবর্জনা, বাজারের আবর্জনা সবকিছু স্থান পায় সলিড ওয়েস্টে। কিন্তু এখানে এখনও চালু হয়নি ওই প্রকল্পটি। যার ফলে আবর্জনা বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে থাকছে।
>
> **রিতা দাস** *খগেনহাটের বাসিন্দা*

সরুগাঁও চা বাগানের ওই প্রকল্পটি শুরু না হওয়ায় খগেনহাট বাজার, হরির বাজার, গদিখানা মোড় সহ চা বাগান এলাকায় বিভিন্ন স্থানে আবর্জনা গলে পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, ওই আবর্জনার স্তূপ এখন মশার আঁতুড়। রাস্তায় যাতায়াত করতেও তাঁদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

খগেনহাটের রিতা দাসের কথায়, 'অন্য গ্রাম পঞ্চায়েতে বাড়ির আবর্জনা, বাজারের আবর্জনা সবকিছু স্থান পায় সলিড ওয়েস্টে। কিন্তু এখানে এখনও চালু হয়নি ওই প্রকল্পটি। যার ফলে আবর্জনা বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে থাকছে।' দ্রুত সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পটি চালু করার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

আর যেন ক'দিন... আলিপুরদুয়ারের কুমোরটুলিতে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

হাতির হামলার ভয়ে মাঝরাতে দৌড়

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা ও শালকুমারহাট, ২৫ জুন : ফালাকাটায় মঙ্গলবার ফের হাতির দল হানা দেয়। ব্লকের সিমেন্টপুল এলাকায় ওইদিন রাতে জহরলাল সরকারের বাড়িতে হানা দেয় বুনোর দল। ১ কিলোমিটার দূরে গিয়ে অন্যের বাড়িতে জহরলালের পরিবার আশ্রয় নেয়। এদিকে ২৫-৩০টি হাতির হানায় ঘর, সুপারি গাছ ভেঙে তছনছ হয়ে গিয়েছে।

অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাটের অযোধ্যানগরেও ৪টি হাতি ঢুকে পড়ে। সেখানেও সুপারি, কলা গাছ ভাঙে বুনোর দল। বন দপ্তর অবশ্য ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিয়েছে। হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত দুটি এলাকাই জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের অন্তর্গত। রেঞ্জ অফিসার অয়ন চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'বনকর্মীরা রোজ নজরদারি চালাচ্ছেন। হাতির গতিবিধি সম্পর্কেও গ্রামের মানুষকে অবগত করা হচ্ছে। সবাইকে সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে। তারপরও হাতি বের হচ্ছে।' ক্ষতিগ্রস্তরা আবেদন করলে নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এখন তো সর্বত্র বিপদ। রাতে ফালাকাটা ব্লকের শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের সিমেন্টপুল এলাকায় ২৫-৩০টি হাতির একটি দল ঢোকে। কয়েকটি হাতি ঘিরে ফেলে জহরলাল সরকারের বাড়ি। জহরলালের স্ত্রী রেখার কথায়, 'ঘুম ভেঙে দেখি ঘরের বেড়া ভাঙছে হাতি। তখন কাঁপতে থাকি। দরজা খুলে দেখি উঠোনে অপর একটি হাতি। তখন আমরা দুই জা কোনওভাবে ঘর থেকে বের হয়ে ছেলেদের ঘরে পৌঁছাই। ওদেরকে ডাকি।'

ঘর ভেঙে ভুট্টা সাবাড় হাতির। ফালাকাটার সিমেন্টপুলে।

বাড়ির ৩ দিকেই হাতি ছিল বলে জানিয়েছেন জহরলাল। তিনি বললেন, 'একমাত্র পূর্বদিকে দেখি হাতি নেই।' প্রায় ১ কিলোমিটার পথ দৌড়ে তাঁরা আবদুল জামালের ছাদে আশ্রয় নেন। গ্রামে হাতি সহজে আসে না বলে জানিয়েছেন জহরলাল। কিন্তু মঙ্গলবার রাতে হাতির হানার ফলে ভীষণ আতঙ্কে রয়েছেন গ্রামবাসীরা।

ফাঁকা বাড়ি পেয়ে ঘরের বেড়া ভেঙে মজুত রাখা ভুট্টা সাবাড় করে বুনোর দল। সুপারি বাগানও তছনছ করে। তবে বন দপ্তরের গাড়িতে লাগানো সাইরেন বাজানো হয়। বনকর্মীদের চেষ্টায় হাতির দলটি বুধবার ভোরে জঙ্গলে ঢোকে।

অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অযোধ্যানগর গ্রামে একটি শাবক সহ ৪টি হাতি ঢুকে পড়ে। কিছুক্ষণ পর ২টি হাতি এমনিতেই জঙ্গলে ফিরে যায়। আর ২টি হাতি গ্রামের এক নীচু জমিতে লুকিয়ে থাকে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সেই হাতি ২টি গভীর রাতে রবীন্দ্রনাথ রায়ের কলা বাগান, পাটখেত, আমনের বীজতলা তছনছ করে। কালীদাস রায়ের কলা গাছও ভাঙে। অনেকের গাছের কাঁঠাল সাবাড় করে। স্থানীয় তরুণ সমীর রায়ের অভিযোগ, 'খবর দেওয়া হলে একজন বনকর্মী জানান গাড়ি বিকল। আসতে দেরি হবে। অনেক পরে ১ জন বনকর্মীই এলাকায় আসেন।' তাই অযোধ্যানগরে সার্চলাইট দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

টুকরো খবর

পুলিশ হেপাজত

বারবিশা, ২৫ জুন : বারবিশা লস্করপাড়ায় পণের দাবিতে বধূ খুনের অভিযোগে তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্ত স্বামী সুজিত বিশ্বশর্মাকে ৩ দিনের জন্য নিজেদের হেপাজতে নিল কুমারগ্রাম থানার বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশ। বুধবার অভিযুক্ত ৩ জনকে আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে তোলা হয়। বিচারক অভিযুক্ত শ্বশুর নৃপেন বিশ্বশর্মা ও শাশুড়ি সুচিত্রা বিশ্বশর্মার বিচারবিভাগীয় হেপাজত এবং স্বামীর পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

সেমিনার

আলিপুরদুয়ার, ২৫ জুন : ৫০ বছর আগে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল। সেই দিনটিকে গণতন্ত্র হত্যা দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে বিজেপির পক্ষ থেকে। বুধবার এই নিয়ে আলিপুরদুয়ার শহরের কোর্ট মোড় এলাকায় বিজেপির জেলা কার্যালয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। জরুরি অবস্থা চলাকালীন কী কী ঘটেছিল, তা সেই প্রদর্শনীতে তুলে ধরা হয়েছে।

বাগান চলো

সোনাপুর, ২৫ জুন : চা বাগানের শ্রমিকদের সমস্যার কথা শ্রমিকদের কাছ থেকে সরাসরি শুনতে আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেসের তরফে চা বাগান চলো কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। বুধবার ওই কর্মসূচি পালনে জেলা কংগ্রেস নেতারা পৌঁছান আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মথুরা চা বাগানে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি শান্তনু দেবনাথ।

সাধারণ সভা

সোনাপুর, ২৫ জুন : বুধবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাটকাপাড়া গ্রামে বন দপ্তরের পক্ষ থেকে জয়েন্ট ফরেস্ট প্রোটেকশন কমিটির সাধারণ সভা করা হয়। এদিন চিলাপাতা রেঞ্জের পাটকাপাড়া বানিয়া কোনা জয়েন্ট ফরেস্ট প্রোটেকশন কমিটির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ছুটি ছুটি।। জিৎপুর-২ প্রাথমিক স্কুলে ছবিটি তুলেছেন ভাস্কর সরকার।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ধর্মঘটের সমর্থনে

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

২৫ জুন : চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, জমির অধিকার, চা বাগানের জমি হস্তান্তর বন্ধ, পিএফ ও গ্রাচুইটির টাকা আত্মসাৎকারী মালিকদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ একাধিক দাবি আদায়ে ৯ জুলাই দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের যৌথমঞ্চ। এই সাধারণ ধর্মঘট সফল করতে বুধবার কুমারগ্রাম চা বাগানে গেট মিটিং করা হয়। চা শ্রমিকরা ১ ঘণ্টা কর্মবিরতি রেখে কর্মসূচিতে অংশ নেন। ধর্মঘটের সমর্থনে কামাখ্যাগুড়িতে কৃষকসভা ও সিআইটিইউ-এর তরফে মিছিল করা হয়।

প্লাস্টিকমুক্ত

কুমারগ্রাম, ২৫ জুন : প্লাস্টিকমুক্ত সমাজ গড়ার উদ্যোগ নিল কুমারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। এইব্যাপারে জনসচেতনতা বাড়াতে বুধবার কুমারগ্রাম সাপ্তাহিক হাটে মাইকিং করা হয়। যেখানে সেখানে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ এবং প্লাস্টিকজাত দ্রব্য না ফেলে নির্দিষ্ট জায়গায় বসানো প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহের খাঁচার মধ্যে সেসব ফেলার আহ্বান জানানো হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সৌভিক দাস বলেন, 'উত্তর হলদিবাড়ি ডাহারু চৌপথিতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট বসানো হয়েছে। সেখানেই প্লাস্টিক বর্জ্য রিসাইকেল করা হবে। সেজন্য কুমারগ্রামের কুলকুলিহাট, দুর্গাবাড়ি সহ বিভিন্ন জায়গায় বর্জ্য সংগ্রহের খাঁচা বসানো হচ্ছে।'

প্রতিবাদ মিছিল

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

২৫ জুন : কালীগঞ্জে তৃণমূলের বিজয় মিছিল থেকে ছোড়া বোমায় নাবালিকার মৃত্যুর প্রতিবাদ জানান হল আলিপুরদুয়ারে। বুধবার মধ্য পারোকাটা পুলপাড় এলাকায় সিপিএমের পারোকাটা এরিয়া কমিটির তরফে ধিক্কার মিছিল হয়। কুমারগ্রামেও পথসভা করে সিপিএম।

দুর্ঘটনা

শামুকতলা, ২৫ জুন : শামুকতলা থানার টটপাড়া এলাকায় মোটর সাইকেলের ধাক্কায় জখম এক ব্যক্তি চিকিৎসাধীন ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে। মঙ্গলবার রাতে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম মলয়কুমার দেবনাথ।

মেলার আগে চাঁদা তোলাতেই আনন্দ পড়ুয়াদের

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২৫ জুন : আর বাকি ১ দিন। মেলার আনন্দও চলে বেশ কয়েকদিন ধরে। ফালাকাটার বংশীধরপুর গ্রামের প্রশান্ত বর্মন, অধীর রায়, বিক্রম দাসরা এখন রথের মেলার জন্য চাঁদা তোলাতেই বেশি আনন্দে রয়েছে। সেজন্য পড়ুয়াদের কেউ কেউ স্কুলেও এখন যাচ্ছে না। বরং রাস্তায় বাঁশ ফেলে চাঁদা তুলছে অধিকাংশ। একই সঙ্গে গ্রামের মাঝবয়সি ও প্রবীণ বাসিন্দারাও প্রস্তুতি নিচ্ছেন মেলার।

রথের মেলার জন্য রাস্তায় বাঁশ ফেলে চাঁদা সংগ্রহ। বুধবার বংশীধরপুরে।

ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বংশীধরপুরে রথের মেলা অবশ্য বেশি পুরোনো নয়। ২০২২ সালে এখানে রথের মেলা শুরু হয়। আর আশপাশের কালীপুর, শিশাগোড়, বালুরঘাট, রাইচেঙ্গা গ্রামে অবশ্য রথের মেলা হয় না। তাই বংশীধরপুরের পাশাপাশি আশপাশের গ্রামের বাসিন্দারাও বংশীধরপুরের রথের মেলায় আসে। আর নিজেদের গ্রামের মেলা বলে কথা। তাই আগেভাগেই ওই গ্রামের পড়ুয়ারা মেলার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত।

বংশীধরপুর গ্রাম হয়ে পিডব্লিউডির ১টি পাকা রাস্তা চলে গিয়েছে শালকুমারহাট। সেই রাস্তাতেই বাঁশ ফেলে চাঁদা তুলছে ওই গ্রামের কিশোররা। তবে সেই চাঁদার জুলুমও নেই, শুধু যেন আনন্দ ভাগ করে নেওয়া। ১০ থেকে ২০ টাকা দিলেই পথ ছেড়ে দিচ্ছে কিশোররা। একাদশ শ্রেণির প্রশান্ত বর্মনের কথায়, 'কয়েক বছর আগেও আমরা ফালাকাটা শহরে গিয়ে রথের মেলা দেখতাম। এখন আর শহরে যাই না। এখন নিজের গ্রামেই বড় মেলা হয়। তাই মেলার কয়েকদিন আগে থেকেই রাস্তায় চাঁদা তুলছি।'

> কয়েক বছর আগেও আমরা ফালাকাটা শহরে গিয়ে রথের মেলা দেখতাম। এখন আর শহরে যাই না। এখন নিজের গ্রামেই বড় মেলা হয়। তাই মেলার কয়েকদিন আগে থেকেই রাস্তায় চাঁদা তুলছি।
>
> **প্রশান্ত বর্মন** *একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া*

মেলা শুরু হওয়ার আগে এতেই বেশি আনন্দ বলে আরেক পড়ুয়া অধীর রায় জানাল। বাকি কিশোররা জানিয়েছে, এখন রাস্তায় আর তো কোথাও চাঁদা নেই। তাই সবাই ১০ টাকা বা ২০ টাকা করে চাঁদা দিয়েও দিচ্ছেন। পথচলতি মানুষ বিরক্ত হচ্ছেন না। রাইচেঙ্গার ব্যবসায়ী পার্থ সরকার বলেন, 'বাইক নিয়ে ওই রাস্তায় যাতায়াত করি। রথের মেলার চাঁদা দিয়েছি। কেউ জুলুম করেনি।'

তিথি মেনে ২৭ জুন বংশীধরপুরের আশ্রম থেকে সাজানো রথ পৌঁছাবে আনুমানিক ১ কিলোমিটার দূরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাঠে। সেখানেই হবে মেলা। মেলা কমিটির সভাপতি অমলকৃষ্ণ গোস্বামীর বক্তব্য, 'এবারের মেলা চতুর্থতম। অল্প দিনেই এই মেলায় প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। এরপর হবে উলটো রথ। আর এই মেলা পরিচালনায় গ্রামের সবার আর্থিক সহযোগিতা রয়েছে। পাশাপাশি পড়ুয়ারাও চাঁদা তুলে সাহায্য করছে। ওদের আনন্দটা আরও বেশি।'

রিপোর্ট প্রকাশ

হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী পাবলিক ডোমেনে ষষ্ঠ পে কমিশনের রিপোর্ট পেশ করা হল। রিপোর্টে উল্লেখ, কেন্দ্রীয় সরকারের পে কমিশন মেনে ডিএ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। রাজ্য তহবিল অনুযায়ী দিতে পারে।

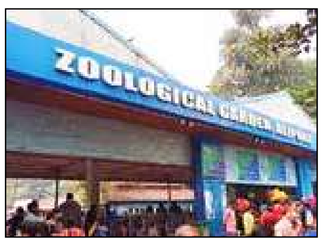

জমি বিক্রি

আলিপুর চিড়িয়াখানার জমি বেআইনিভাবে বিক্রি করার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। বিষয়টি নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ভর্ৎসনা

কামারহাটির ‘ত্রাস’ জয়ন্ত সিংয়ের চারতলা বাড়ি ভাঙার জন্য পুরসভার নোটিশ খারিজের নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। পুরসভার আইনজীবীর উদ্দেশ্যে বিচারপতির মন্তব্য, ‘আপনাদের কমিশনার ইংরেজি বোঝেন না?’

স্ত্রীকে মারধর

মদ্যপ অবস্থায় স্ত্রীকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূল কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তাঁর স্ত্রী। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

‘জরুরি অবস্থার সমর্থক মমতা’

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৫ জুন : পশ্চিমবঙ্গে জরুরি অবস্থার মতো পরিস্থিতি। বুধবার সল্টলেকের পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রে বিজেপির ‘সংবিধান হত্যা দিবস’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর দাবি, এরাজ্যেও সংবিধান প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে আক্রান্ত হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন তৃণমূলের ক্যাডার বাহিনী এবং একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে কাজে লাগিয়ে রাজ্যে এই পরিস্থিতি তৈরি করেছে তৃণমূল। সম্প্রতি জরুরি অবস্থা জারির ঘটনাকে ‘সংবিধান হত্যা দিবস’ বলে চিহ্নিত করার তীব্র প্রতিবাদ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন জরুরি অবস্থার জন্য যাঁরা দায়ী তাঁদের বিরুদ্ধে লড়ুন। রাজনৈতিক মহলের মতে, জরুরি অবস্থা নিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিজেপির অভিযোগ থেকে দূরত্ব তৈরি করতেই এই কৌশল মমতার।

কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের ১১ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী যেসব কর্মসূচি পালন করছে বিজেপি তার অন্যতম হল এই সংবিধান হত্যা দিবস। ১৯৭৫-এর ২৫ জুন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন। সেই ঘটনার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে এরাজ্যেও তৃণমূল সরকার ও তার প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ তুলেছে বিজেপি।

সম্প্রতি বিধানসভার অধিবেশনে শুভেন্দু বলেন, ‘বিধানসভার অভ্যন্তরে বিধায়কদের নিগৃহীত হতে হয়। বিরোধী দলনেতাকে হাম্পিং ডাম্পিং লায়ার বলে অশালীন মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। শিখা চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পলের মতো বিজেপির মহিলা বিধায়কদের ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী।’ শুভেন্দু আরও বলেন, ‘ভোট রাজনীতির স্বার্থে বিশেষ একটি সম্প্রদায়কে তুষ্ট করতে রাজ্যজুড়ে চূড়ান্ত নৈরাজ্য তৈরি করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।’ বরাবরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দলকে কংগ্রেসের উত্তরাধিকার বলেই মনে করে বিজেপি। সংবিধান হত্যা দিবস প্রসঙ্গে এদিন এক্স হ্যান্ডেলে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার থেকে শুরু করে শুভেন্দু অধিকারীরা জরুরি অবস্থার সময় রাজ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণের সফরে অপ্রীতিকর ঘটনার অভিযোগকে ফের

জরুরি অবস্থার পক্ষেই ছিলেন মমতা। জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো নেতার গাড়ির ওপর চড়ে সেদিন যে অসভ্যতা করেছিলেন এই মুখ্যমন্ত্রী তা সকলের জানা। সেই অপসংস্কৃতিকে (মমতার সংস্কৃতি) এরাজ্যে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

শুভেন্দু অধিকারী

হাতিয়ার করেছেন। শুভেন্দু বলেন, ‘জরুরি অবস্থার পক্ষেই ছিলেন মমতা। জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো নেতার গাড়ির ওপর চড়ে সেদিন যে অসভ্যতা করেছিলেন এই মুখ্যমন্ত্রী তা সকলের জানা। সেই অপসংস্কৃতিকে (মমতার সংস্কৃতি) এরাজ্যে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।’ যদিও জয়প্রকাশ নারায়ণের ওই ঘটনার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে জুড়ে যে প্রচার, তা সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয় বলেই দাবি করে তৃণমূল।

পঞ্চাশ আসনও নয় পদ্মের

ছাব্বিশের ভোটে অভিষেকের আগাম টার্গেট

কলকাতা, ২৫ জুন : আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির আসন ৫০-এর নীচে নামিয়ে আনার হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৪ সালে প্রথমবার ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন অভিষেক। গত ১১ বছরে তিনি কী কী কাজ করেছেন, তা নিয়ে এদিন একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। এই কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে ‘নিঃশব্দ বিপ্লব’। সেই অনুষ্ঠান থেকেই অভিষেক আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের ‘ভবিষ্যদ্বাণী’ করে বলেন, ‘গতবার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৭৭টি আসন পেয়েছিল। যদিও এখন তাদের হাতে ওই আসন নেই। আমি আজ বলে যাচ্ছি, আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৫০টি আসনও পাবে না।’

যদিও পালটা দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ‘আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ১৬টি আসনই তৃণমূল হারবে। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে পাড়ায় পাড়ায় এসে ঘুরেছিল। এবার আর কোনও লাভ হবে না।’

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের জয়ের কারণও ব্যাখ্যা করেন অভিষেক। বলেন, ‘আমি সচরাচর কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করি না। আর করলেই ঈশ্বরের কৃপায় তা অল্প হলেও মিলে যায়। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এই ভবিষ্যদ্বাণী করছি। কারণ, মানুষের প্রতি, কর্মীদের প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস আছে। বছরভর যদি মানুষের পাশে কেউ থাকেন তাহলে তাঁরা তৃণমূল কর্মী।’ বিজেপিকে কেন বাংলা বিরোধী বলা হয়, তার ব্যাখ্যাও এদিন দিয়েছেন অভিষেক। বলেন, ‘কেন্দ্রীয় সরকারের কী করা উচিত? উন্নয়নে রাজ্যকে সাহায্য করা। কিন্তু বিজেপি সরকার কী করছে? বাংলার ভোটে জিততে পারেনি। তাই তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা করতে গিয়ে বাংলার মানুষকে বঞ্চিত করছে। ওরা তৃণমূলকে টাইট দিতে গিয়ে বাংলার মানুষকে টাইট দিয়েছে। তাহলে বাংলা বিরোধী কারা? বাংলার টাকা কারা আটকে রেখেছে?’

২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় ‘অপারেশন সিঁদুর’ অভিযানের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বঙ্গ বিজেপির নেতারা। সেই প্রসঙ্গ তুলে অভিষেক বলেন, ‘অন্যান্য রাজ্যের মতো এখানেও ওরা বিধায়ক কেনাবেচা করতে চায়। কিন্তু এটা বাংলা। এখানে বিজেপির এই চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।’ মহেশতলার সাম্প্রতিক ঘটনাকে সামনে রেখে অভিষেক বলেন, ‘মহেশতলায় বিজেপি লাশের রাজনীতি করতে চেয়েছিল। মহিলারা তাড়া করতেই ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়েছে। আমি এই ধরনের কথা বলতে চাই না। কিন্তু আমাদের নেত্রীকে যেভাবে ক্রমাগত আক্রমণ করছেন, বলতে বাধ্য হচ্ছি।’ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নাম না করে অভিষেক বলেন, ‘তুমি দাদা থেকে কাকা, কাকা থেকে জেঠু, জেঠু থেকে দাদু হয়ে যাবে। কিন্তু আগামী ৫০ বছর তৃণমূলকে মানুষের হৃদয় থেকে সরাতে পারবে না। দম থাকলে আমার চ্যালেঞ্জ ভেঙে দেখাও। যতই ইডি, সিবিআই আনো। তৃণমূল কংগ্রেস লোহা। লোহাকে যত আঘাত করবে লোহা ততই শক্তিশালী হবে।’

শ্রীকৃষ্ণপুরের একটি স্কুলের ফুটবল ময়দানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

হুমায়ুনকে প্রত্যাখ্যান মৃত নাবালিকার পরিবারের

কলকাতা, ২৫ জুন : কালীগঞ্জে মৃত নাবালিকা তামান্না খাতুনের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হলেন ডেবরার তৃণমূল বিধায়ক প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীর। এই ঘটনায় কবীর ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে টাকা দিয়ে তামান্না কাণ্ড ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে বিরোধীরা। অভিযোগ, তামান্নার মৃত্যুতে তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন কবীর। যদিও কবীরের সেই প্রস্তাব পত্রপাঠ ফিরিয়ে দিয়েছেন নাবালিকার পরিবার।

সোমবার কালীগঞ্জ উপনির্বাচনে জয়ের খবরে উল্লসিত তৃণমূলের বিজয় মিছিল থেকে ছোড়া বোমায় প্রাণ হারায় ১৩ বছরের নাবালিকা তামান্না খাতুন। এই ঘটনায় এপর্যন্ত মোট ৫ জন গ্রেপ্তার হলেও ক্ষোভের আগুন নেভেনি। এই আবহে মৃত নাবালিকার পরিবারকে আশ্বস্ত করতে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক দলের আনাগোনা। গত ৪৮ ঘণ্টায় শাসকদল বাদে সব বিরোধীই নাবালিকার বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে। সেই সূত্রেই এদিন নাবালিকার বাড়িতে যান ডেবরার তৃণমূল বিধায়ক প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীর। যদিও কবীরের দাবি, তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে যাননি। একটি এনজিও-র প্রতিনিধি হিসেবে দেখা করতে গিয়েছিলেন।

কবীরকে সামনে পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃত নাবালিকার মা সাবিনা। তাঁকে আশ্বস্ত করতে কবীর বলেন, ‘প্রত্যেক মানুষেরই উচিত এই নৃশংস ঘটনার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা। কে কোন দলের তা না দেখেই অভিযুক্তকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া উচিত।’ যদিও হুমায়ুনের এসব কথায় চিঁড়ে ভেজেনি। মৃত নাবালিকার জন্য পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলতেই তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন সাবিনা। হুমায়ুনকে তিনি জানিয়ে দেন, ‘আমার মেয়ের বিকল্প টাকা নয়। টাকা দিয়ে আমার মেয়েকে কি ফিরিয়ে দিতে পারবেন?’

বিএলও পদে এবার শিক্ষকরা

কলকাতা, ২৫ জুন : এবার বুথ লেভেল আধিকারিকের দায়িত্ব সামলাতে হবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও। সরকারের গ্রুপ সি বা তার উর্ধ্বের কর্মচারীদেরই এই পদে নিয়োগ করা যাবে। কোনওভাবেই গ্রুপ ডি পদের কর্মীদের নিয়োগ করা যাবে না। নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের। কমিশনের সাম্প্রতিক এই নির্দেশিকা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক, প্রতিবাদ। শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের তরফে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য দাবি জানানো হয়েছে।

দিঘায় পৌঁছানোর পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার।

রথযাত্রার আগেই দিঘায় মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৫ জুন : রথযাত্রা উপলক্ষ্যে বুধবার দিঘা পৌঁছে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী দিঘায় রথের রশি টেনে রথযাত্রার সূচনা করবেন। সৈকত শহর দিঘায় এখন সাজো সাজো রব। সাজিয়ে তোলা হয়েছে সমুদ্রতীরের মাসির বাড়িও। জগন্নাথদেবের রথ সমুদ্র তীরের পাশের রাস্তা দিয়ে মাসির বাড়ি পৌঁছোবে। বৃহস্পতিবার জগন্নাথ মন্দিরে নেত্র উৎসব। এদিন সড়কপথেই মুখ্যমন্ত্রী দিঘায় পৌঁছোন। ইতিমধ্যেই দিঘায় পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়ছে। মন্দিরের চারটি কোণে চারটি ওয়াচ টাওয়ার তৈরি করা হয়েছে।

জগন্নাথ মন্দির থেকে মাসির বাড়ি পর্যন্ত সম্পূর্ণ রাস্তা সিসিটিভিতে মুড়ে ফেলা হয়েছে। জ্ঞানবন্ত সিং, সিদ্ধিনাথ গুপ্তা, ডিপি সিং সহ পুলিশের পদস্থ কর্তারা সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন। রথের দিন মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে সোনার ঝাঁটা দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করবেন। তারপরই রথের চাকা গড়াবে। ওই সোনার ঝাঁটাটি মুখ্যমন্ত্রী নিজেই দিয়েছেন। পর্যটকরা যাতে রথের রশি ধরতে পারেন তার জন্য রশি অনেক লম্বা করা হয়েছে। ফলে ভক্তদের অসুবিধা হবে না বলেই আশা করছেন মন্দির কর্তৃপক্ষ।

যদিও দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরে ভিড় উপচে পড়ায় এক ধাক্কায় হোটেল ভাড়া বেড়ে গিয়েছে। এক হাজার টাকার রুমের ভাড়া কোথাও ২ হাজার টাকা, কোথাও ২৫০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। একটু ভালো হোটেলের ভাড়া আকাশছোঁয়া। এই ঘটনায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছে নবান্নে। দ্রুত হোটেল ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করতে দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান তথা পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তম বারিক বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী হোটেল ভাড়া নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা হোটেল মালিকদের সেকথা জানিয়ে দিয়েছি। প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ দিঘায় জগন্নাথ দেবের দর্শনে আসছেন। তাঁরা রথের রশি টানবেন। পুরো বিষয়টি আমরা নজরে রাখছি। প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।’

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অবশ্য মমতার দিঘা সফরকে কটাক্ষ করেছেন। তিনি বলেন, ‘দিঘা যাচ্ছেন, যান। ওটা মন্দির নয়, ভাস্কর্য। হিন্দু হতে গেলে গেরুয়া লাগে।’ দিঘায় মুখ্যমন্ত্রীর যাত্রা উপলক্ষ্যে রাস্তার দু-ধারে হলুদ পতাকা টাঙিয়েছিল তৃণমূল। তাকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, ‘আসলে গেরুয়াকে ভয় পান মমতা। সেই কারণেই গেরুয়ার বদলে হলুদ পতাকা লাগিয়েছে তৃণমূল।’

ভর্তির পোর্টালে ভিনরাজ্যের ছাত্ররা

কলকাতা, ২৫ জুন : রাজ্যের স্নাতক স্তরে ভর্তির পোর্টালে ভিনরাজ্যের পড়ুয়াদের আবেদন ক্রমশ বাড়ছে। ইতিমধ্যেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬০০। কর্ণাটক, কেরল, গুজরাট, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশ সহ উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি থেকে প্রতিনিয়ত এই রাজ্যের কলেজগুলিতে ভর্তির আবেদন জমা পড়ছে। শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের দাবি, ক্রমশই আবেদনকারীদের সংখ্যা বাড়ছে। প্রথম পাঁচদিনে ২.৩ লক্ষ আবেদন করেছেন। এখনও পর্যন্ত মোট ১১.৪ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে ১৬০০ প্রার্থী ভিন রাজ্যের।

কিছু রাজ্যের ক্ষেত্রে পেপার অনুযায়ী নম্বর দেওয়ার পদ্ধতি বা পরীক্ষা পরিচালনার নম্বর আলাদা। কর্ণাটকের আবেদনকারীদেরও সেই সমস্যা তৈরি হয়েছিল। তাঁদের ১২৫ নম্বরের পরীক্ষা পদ্ধতির বিষয়টি সামনে আসতেই রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর ভর্তির পোর্টালটিতে যথাযথভাবে সামঞ্জস্য এনেছে। তারা পোর্টালটি যথাযথভাবে পরিচালনা করছে। শিক্ষা দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, ‘গত বছরও বিভিন্ন রাজ্য থেকে আবেদন জমা পড়েছিল। এবছরও আমরা আশা করেছিলাম, ভিনরাজ্য থেকে আবেদন আসবে। তবে দক্ষিণের রাজ্যগুলি থেকে এত বিপুল পরিমাণ আবেদন জমা পড়বে তা আশা করা যায়নি।’ ১৮ তারিখ থেকে অনলাইন ভর্তির পোর্টালটিতে আবেদন করা শুরু হয়ে যায়। এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে ১৫ লক্ষ মানুষের কাছে তা পৌঁছে যায়। জানা গিয়েছে, আগে খ্যাতনামা কিছু কলেজে বাইরের রাজ্যের পড়ুয়ারা ভর্তির জন্য আবেদন করত। কিন্তু গত বছর থেকে সেই সংখ্যাটা বেড়েছে। বাইরের রাজ্যের পড়ুয়ারা বিভিন্ন কলেজে আবেদনের জন্য উৎসাহী হয়েছে। তবে অধ্যক্ষদের একাংশের বক্তব্য, এক্ষেত্রে আবেদনকারী ও ভর্তি হওয়া প্রার্থীর সংখ্যায় পার্থক্য থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বিকাশভবন সূত্রে খবর, বিশেষ করে কমার্স কলেজগুলির দিকে নজর বাইরের পড়ুয়াদের। শিক্ষা মহলের ধারণা, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্যে উচ্চশিক্ষার খরচ খানিকটা কম বলেই ভিন রাজ্যের পড়ুয়ারা আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

মিড-ডে মিল রান্নায় ধর্মের ভাগ নিয়ে অভিযোগ

কলকাতা, ২৫ জুন : ধর্মের ভিত্তিতে মিড-ডে মিলে ভাগাভাগি। দুই সম্প্রদায়ের জন্য স্কুলে রান্না হয় আলাদাভাবে। বর্ধমানের পূর্বস্থলীর ১ নম্বর ব্লকের নসরতপুর পঞ্চায়েতের অধীন কিশোরগঞ্জ মনমোহনপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা। সম্প্রতি বিষয়টি সামনে আসতেই তা নিয়ে হইচই শুরু হয়। ঘটনার প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় অবিলম্বে পৃথক রান্না বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন মহকুমা শাসক। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের কাছে এই বিষয়ে চিঠি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বিগত ৫ বছর ধরে এমন ঘটনা ঘটে আসছে কিশোরগঞ্জ মনমোহনপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মিড-ডে মিলে দুই সম্প্রদায়ের পড়ুয়াদের জন্য আলাদা আলাদা খেতে বসার ব্যবস্থা। এমনকি রাঁধুনিও দুই সম্প্রদায়ের। এক সম্প্রদায়ের জন্য হিন্দু রাঁধুনি আর এক সম্প্রদায়ে মুসলিম রাঁধুনি। এমনকি রান্নার সামগ্রীও দুই সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন ছিল।

আজ টিভিতে

কমলিনী-চন্দ্রর সংসার জুড়তে কী সিদ্ধান্ত নিল স্বতন্ত্র ?
চিরসখা রাত ৯.০০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ দাদু নাম্বার ওয়ান, দুপুর ১.০০ জীবন নিয়ে খেলা, বিকেল ৪.০০ মন মানে না, সন্ধে ৭.০০ সেজ বউ, রাত ১০.০০ শিবা, ১.০০ নেটওয়ার্ক
জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ বলো না তুমি আমার, বিকেল ৪.০৫ অমানুষ, সন্ধে ৭.২৫ স্বামীর ঘর, রাত ১০.৪০ বস্তির মেয়ে রাধা
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ কমলার বনবাস, দুপুর ১.০০ তিনমূর্তি, বিকেল ৪.৩০ অন্যায় অত্যাচার, রাত ১০.৩০ বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না, ১.৩০ শিবপুর
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ এক চিলতে সিঁদুর
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বাজি- দ্য চ্যালেঞ্জ
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জীবন সঙ্গী
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.৩০ জলি এলএলবি, ২.৪৫ দিল বেচারা, বিকেল ৪.৩০ পঙ্গা, সন্ধে ৬.৪৫ দ্য জোয়া ফ্যাক্টর, রাত ৯.০০ আ থার্সডে, ১১.১৫ বালা
জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.১৭ মিস্টার জু কিপার, ২.২৭ রিয়েল টেভর, বিকেল ৫.১৫ নাগপঞ্চমী, রাত ৮.০০ কটিরা, ১১.১৯ মিশন মজনু
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৪৫ করণ অর্জুন, বিকেল ৫.১০ মার্কেট রাজা এমবিবিএস, রাত ৯.৩৭ ওয়েলকাম ব্যাক
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৩৩ গোল্ড, দুপুর ২.০৯ তমাশা, বিকেল ৪.৩২ মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে, সন্ধে ৬.৪৫ ফিতুর, রাত ৯.০০ খো গ্যায়ে হম কহাঁ, ১১.১৭ এনএইচ ১০

অমানুষ বিকেল ৪.০৫
জলসা মুভিজ

মিস্টার জু কিপার দুপুর ১২.১৭
জি সিনেমা এইচডি

ওয়াইল্ড তানজানিয়া সন্ধে ৭.০৬ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

স্থগিতাদেশ নয়

কলকাতা, ২৫ জুন : আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম তিন প্রতিবাদী মুখ চিকিৎসক দেবাশিস হালদার, চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়া, চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোর বদলির নির্দেশে বুধবার স্থগিতাদেশ জারি হল না। রাজ্যের জারি করা বদলির নির্দেশিকার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁরা। এদিন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু নির্দেশ দেন, মামলার পরবর্তী শুনানির দিন রাজ্যকে বদলির সংশ্লিষ্ট নোটিফিকেশন ও নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য আদালতে পেশ করতে হবে। আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী জানান, নিয়োগ শব্দটির অর্থ নিয়ে আপত্তি রয়েছে। পরিষেবা দেওয়া আর নিয়োগ হওয়ার বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা।

শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি। কলকাতার কুমোরটুলিতে। - আবির চৌধুরী

কেষ্টর অনুমতি নিয়ে প্রশ্ন, মমতাকে নালিশ

কলকাতা, ২৫ জুন : একসময় তাঁর কথাতেই বীরভূম জেলার তৃণমূল রাজনীতিতে বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খেত। এবার সেই বীরভূম জেলা তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্টর বিরুদ্ধে ৭ জন তৃণমূল বিধায়ক ও প্রাক্তন বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিলেন।

তাঁদের অভিযোগ, কেষ্ট জেলা সভাপতি থাকাকালীন বিধায়ক হিসেবে বিধানসভায় কোনও প্রশ্ন করতে গেলে তাঁর অনুমতি নিতে হত। তাঁর অনুমতি ছাড়া কোনও প্রশ্ন করা হলে পরে কেষ্টর কাছে তাঁদের মুখ ঝামটা খেতে হত। এমনকি কলকাতার কোনও নেতার সঙ্গে এলাকা উন্নয়নের কাজে দেখা করতে গেলেও কেষ্টর গোঁসা হত। তা নিয়ে দলের জেলা কমিটির বৈঠকে ওই বিধায়ককে সরাসরি কেষ্টর প্রশ্নের মুখে পড়তে হত। এই মুহূর্তে নখদন্তহীন কেষ্ট যে একসময় বীরভূমে একনায়কতন্ত্র চালিয়েছেন, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন ওই বিধায়করা।

বিধানসভার চলতি অধিবেশন চলাকালীনই ওই ৭ বিধায়ক ও প্রাক্তন বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ওই লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, জেলার সমস্ত রাশ নিজের হাতে রাখতে দলীয় বিধায়কদের কড়া নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করতেন বোলপুরের কেষ্ট। তৃণমূল সূত্রের খবর, জেল থেকে বেরোনোর পর বীরভূম জেলা রাজনীতিতে কেষ্টর গুরুত্ব আর আগের মতো নেই। তার ওপর বোলপুর থানার আইসিকে কদর্য ভাষায় গালিগালাজ করার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী

৭ তৃণমূল বিধায়কের চিঠি নিয়ে হইচই

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। বরং বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখের ওপর বিশেষ ভরসা রাখছেন মমতা। সেই মতো দলের বৈঠকেও কাজলকে জেলা সংগঠন দেখার দায়িত্ব দিয়েছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। একইভাবে বীরভূম জেলা রাজনীতিতে সমীকরণও বদলেছে। রামপুরহাটের বিধায়ক তথা বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা ওরফে রানা, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা একসময় কেষ্টর অনুগামী বলেই পরিচিত ছিলেন। তাঁরা এখন কেষ্টর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখছেন। আবার সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী দোটানায় রয়েছেন। তিনি দু-পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।

দুবরাজপুরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নরেশচন্দ্র বাউড়ি বলেন, ‘বিধানসভায় আমরা কেষ্টদার অনুমতি ছাড়া কোনও প্রশ্ন করতে গেলে সমস্যা হত। কেষ্টদা আমাদের নানাভাবে হেনস্তা করার চেষ্টা করতেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া কলকাতার কোনও নেতার সঙ্গে এলাকার উন্নয়নের জন্য কথা বলার অনুমতি ছিল না। বিষয়টি আমরা দলনেত্রীকে জানিয়েছি।’ যদিও কেষ্ট বলেন, ‘আমি কোনওদিন কোনও বিধায়ক বা নেতার ওপর চাপ দিইনি। অসত্য কথা বলা হচ্ছে।’ বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা কেষ্টর ঘোর বিরোধী হিসাবে পরিচিত কাজল শেখ বলেন, ‘আমি কোনওদিন বিধায়ক ছিলাম না। যাঁরা বিধায়ক ছিলেন বা আছেন তাঁরা বলতে পারবেন।’

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩৯ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১১ আষাঢ় ১৪৩২

নিশানায় যখন বাংলা

বাংলা ভাষায় কথা বলা কি ভারতে অপরাধ? পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের কি এদেশের নাগরিক বলে মানতে রাজি নয় অবাঙালি রাজ্যগুলি? প্রশ্ন দুটি ওঠার কারণ, রাজস্থানে কর্মরত পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার ব্লকের পরিযায়ী শ্রমিকদের যে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে, তা বাংলা ও বাঙালির পক্ষে অত্যন্ত অসম্মানজনক এবং লজ্জাজনক।

শুধু রাজস্থানে নয়, এরকম ঘটনা ইতিপূর্বে মহারাষ্ট্রেও হয়েছে। কেউ যদি ধরে নেন যে বাংলা ভাষাভাষী মাত্রই বাংলাদেশি, তাহলে তার থেকে চিন্তার আর কিছু হতে পারে না। ভারতের সংবিধানে অষ্টম তফশিলভুক্ত ভাষাগুলির অন্যতম বাংলা। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারি ভাষাও বাংলা। অসমের বরাক উপত্যকাতেও বাংলা চালু আছে।

প্রশ্ন উঠবেই যে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুদের বাংলা ভাষাকে হিন্দিভাষী রাজ্যগুলিতে বাঁকা চোখে দেখা হবে কেন? বারবার বিশেষ করে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকরা হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাভাবিক কারণেই জানতে চেয়েছেন, বাংলা ভাষায় কথা বলা কি অপরাধ?

বিষয়টি নিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর নির্দেশে রাজস্থান সরকারের সঙ্গে বাংলার মুখ্যসচিব কথা বলার পর ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তা থেকে রেহাই মিলেছে। কিন্তু তাতে বাংলাভাষীদের বাংলাদেশি বলে সন্দেহের চোখে দেখা বন্ধ হবে, এমন নিশ্চয়তা কিন্তু নেই। ভাষা নিয়ে বিবাদ এদেশে নতুন ঘটনা নয়। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে হিন্দি আগ্রাসনের অভিযোগ উঠেছে তামিলনাড়ু, কর্ণাটকের মতো দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে।

যদিও কেন্দ্রের দাবি, মোটেও হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। বরং ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র্যকে সম্মান করা হচ্ছে। একথা সত্য হলে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে গিয়ে বাংলায় কথা বলে বিপদে পড়ার প্রসঙ্গ আসত না। পশ্চিমবঙ্গেও একশ্রেণির মানুষ মাঝে মাঝে শাসানি দেয়, বাংলা ভাষায় কথা বললে বাংলাদেশে চলে যেতে হবে। এই ধরনের শাসানি যে বা যাঁরা দেন, তাঁরা হয় ইতিহাস জানেন না নয়তো সত্যের অপলাপ করেন।

এমন কার্যকলাপের আসল লক্ষ্য, হিন্দি ভাষার একাধিপত্য স্থাপন। সেই লক্ষ্যে হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তানের ধারণা প্রচার। ভারত বহু ভাষাভাষীর দেশ হলেও উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার ব্লকের বাসিন্দা ২৫০ জন বাঙালির রাজস্থানে অহেতুক হেনস্তার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অথচ যাঁরা বাংলায় কথা বলেন, তাঁরা সবাই বাংলাদেশি নন। পশ্চিমবঙ্গে কয়েক পুরুষ ধরে বসবাসকারী বহু অবাঙালি মাতৃভাষা হিন্দি হলেও দিব্যি বাংলায় কথা বলেন। বুঝতে পারেন।

তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগে ভাষাগত সমস্যা হয় না। মানুষ পেটের দায়ে স্থানান্তরে যান। এক শহর থেকে অন্য শহরে, এক জেলা থেকে অন্য জেলায়, আবার এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যান। সেক্ষেত্রে রুজিরুটিই মুখ্য কারণ থাকে। বাকি সব গৌণ। ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়া এবং পেটের দায়ে পশ্চিমবঙ্গে আসা অবাঙালি- প্রত্যেকের কাছে দু'মুঠো অন্নের খোঁজই প্রধান।

তাই যে পরিযায়ী শ্রমিকরা ভিনরাজ্যে কর্মরত, তাঁদের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের দায়িত্ব হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা ভারতের নাগরিক। তাঁরা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী নন। শুধুমাত্র কাঁটাতারের দুই পারের ভাষা এক বলে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বাসিন্দাদের সমদৃষ্টিতে দেখা একধরনের অপরাধ। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ধরার অছিলায় পশ্চিমবঙ্গের বৈধ বাসিন্দাদের নিশানা করাটা সমর্থনযোগ্য নয়।

সীমান্তে অনুপ্রবেশ বন্ধ করার দায়িত্ব বিএসএফের। সেই কাজে খামতি থাকলে তার কৈফিয়ত দেওয়ার দায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং বিএসএফের। তাদের গাফিলতির কারণেই অনুপ্রবেশ পুরোপুরি বন্ধ হয় না। পশ্চিমবঙ্গের বৈধ নাগরিকদের কাঠগড়ায় তুলে সেই গাফিলতির মাশুল গোনা উচিত নয়।

অমৃতধারা

মনের শক্তি সূর্যের কিরণের মতো, যখন এটি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় তখনই এটি চকচক করে ওঠে। যেই রকম আপনি ভাববেন ঠিক সেইরকমই আপনি হয়ে যাবেন। যদি আপনি নিজেকে দুর্বল হিসাবে বিবেচনা করেন তাহলে আপনি দুর্বল হয়ে যাবেন, আর আপনি যদি নিজেকে শক্তিশালী মনে করেন, তাহলে আপনি শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। শক্তিই জীবন, দুর্বলতা মৃত্যু, বিস্তার জীবন, সংকোচন মৃত্যু, প্রেম জীবন, ঘৃণা মৃত্যু। প্রত্যেকটি ধারণা যা আপনাকে দৃঢ় করে সেটাকে আপন করে নেওয়া উচিত এবং যে ধারণা আপনাকে দুর্বল করে তা প্রত্যাখান করা উচিত। সব শক্তিই আপনার মধ্যে আছে সেটার উপর বিশ্বাস রাখুন, এটা বিশ্বাস করবেন না যে আপনি দুর্বল।

-স্বামী বিবেকানন্দ

রেল-বিমানে স্বাগত, যাত্রা শুভ হোক!

আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনার আগে হয়েছে রেলের অনেক দুর্ঘটনা। তাতেও ট্রেন বা প্লেন যাত্রায় অব্যবস্থা কমে না।

কৃষ্ণা শবরী দাশগুপ্ত

'উঠল বাই তো কটক যাই'। এই চালু প্রবচনটা উচ্চারণ করতে গেলে এখন কিন্তু একটু দম লাগে। কারণ কোথাও যেতে হলে আজকাল দু'মাস আগে টিকিট কাটতে হয়, অন্যথায় ফসকানো এবং পস্তানো অবধারিত। টিকিটের স্ট্যাটাস দেখাবে WL, অর্থাৎ কিনা ওয়েটিং লিস্ট, অপেক্ষার সুতোয় দোল খাওয়া। বরাত ভালো হলে কোনও মহানুভব টিকিটধারী যদি হাঁচি, টিকটিকির বাগড়ায় নিজের কনফার্মড টিকিটটি বাতিল করেন, তবেই হয়তো টুপ করে বসে পড়তে পারেন একখানি আস্ত নিশ্চিত আসনের ওপর।

ধরা যাক বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে অজ্ঞাতকুলশীল কোনও ট্রেনে টিকিটও জুটে গেল। তুরীয় আনন্দে টেনিদার মতো 'ডি-লা-গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস' বলে হুংকার দিয়ে রওনা দিলেন স্টেশনের দিকে। পিছন পিছন চলল হাবুল আর প্যালারামের দল, মিহিসুরে 'ইয়াক-ইয়াক' বলতে বলতে। কিন্তু তারপর?

ভারতীয় রেল যে নির্ধারিত সময়ের তোয়াক্কা করে না, এই সার সত্যটা জানা সত্ত্বেও ট্রেনের সময়ের অন্তত এক ঘণ্টা আগে হাঁফাতে হাঁফাতে স্টেশনে পৌঁছোনো মধ্যবিত্ত বাঙালির মুদ্রাদোষ। সেখানে ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ডে হরেক ট্রেনের আসা-যাওয়ার খবর আলোর অক্ষরে ভেসে বেড়াচ্ছে। তাকিয়ে দেখলেন আপনার ট্রেনটির ঠিক সময়ই দেখাচ্ছে বটে, শুধু প্ল্যাটফর্ম নম্বরটা দিচ্ছে না। আপনার চোখ তখন ইতিউতি বসার জায়গা খুঁজছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আস্ত চেয়ার কিছু আছে বটে, কিন্তু যাত্রী আন্দাজে তা নস্যি। কেউ আবার একাধিক চেয়ারজুড়ে ঘুমিয়েও থাকতে পারেন। মেঝেতে খবরের কাগজ, চাদর বা পিচবোর্ড বিছিয়ে নিপাট ঔদাসীন্যে যাঁরা গল্প করছেন বা তাস খেলছেন, তাঁদের বরং হিংসে করুন, ওঁদের উচ্চাসন কিংবা আর্থ্রাইটিস, কোনওটারই তোয়াক্কা নেই।

ইতিমধ্যে ঘড়ি ঘুরছে। কিন্তু ডিসপ্লে বোর্ডে 'আপডেট' কই? ডিজিটাল ইন্ডিয়ায় যাঁরা বোর্ডের পরোয়া করেন না, তাঁদের স্মার্ট ফোনে ডাউনলোড করা আছে রেলের অ্যাপ। কিন্তু সেও যদি নীরব হয়ে থাকে! অগত্যা ভরসা আসা যাওয়ার পথের ধারে রোজ বসতে বসতে ত্রিকালজ্ঞ হয়ে ওঠা প্ল্যাটফর্মের কেক-বিস্কুটের পসারি। আশ্চর্য প্রশান্তি নিয়ে বললেন, 'কোথায় যে দেবে বলা শক্ত। অ্যানাউন্স করবে তো। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?' কিন্তু সে 'অ্যানাউন্সমেন্ট'টি যদি শেষমুহূর্তে হয়, বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে ওভারব্রিজ পেরিয়ে হুড়োহুড়ি করে যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা!

নাছোড় যাত্রী দূর থেকে এক উর্দিধারী রেলকর্মীকে আসতে দেখে আকুল হয়ে পড়েন, 'দাদা, সম্বলপুর এক্সপ্রেস লেট আছে নাকি আজ?' দাদার মুখে বোধহয় পান কিংবা খইনি, তাই বৃথা বাক্যব্যয় না করে চলতে চলতেই আঙুল তুলে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনটিকে দেখিয়ে দেন। জ্ঞানেশ্বরী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। গত একঘণ্টা ধরে নট- নড়নচড়ন দাঁড়িয়ে আছে শালগ্রামশিলার মতো। মাঝেমাঝে শুধু ঘোষণা হয়ে চলেছে যে, ট্রেনটি এই প্ল্যাটফর্ম থেকেই ছাড়বে। যদিও তার নির্ধারিত সময় পেরিয়েছে ঘণ্টাখানেক আগে। অর্থাৎ ভারতীয় রেলের সেই সনাতন দর্শনটিকেই চোখে আঙুল দিয়ে মনে করিয়ে গেলেন ওই কর্মী-যাত্রী সাধারণ, দেখে শিখুন এবং ধৈর্য ধরা অভ্যেস করুন। জীবন যতটা অনিত্য, আমাদের রেলগাড়ির যাতায়াতও ততটাই অনিশ্চিত।

এরপর যখন সত্যি সত্যি কাঙ্ক্ষিত ট্রেনটি সামনে এসে দাঁড়ায় এবং এক ঘণ্টা পরে এক সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে দুলেও ওঠে, উদ্বিগ্ন যাত্রী ততক্ষণে বেমালুম ভুলে গিয়েছেন শুরুতেই তাঁরা পিছিয়ে রইলেন কতটা। এখন খাবার বয়ে আনার দরকার নেই, রেল কোম্পানির দেওয়া খাবারেও যদি রুচি না থাকে, চিন্তা নেই। আপনার ফোনে রেলের অ্যাপ সাজিয়ে রেখেছে পছন্দসই দোকান বা ফুড-চেনের তালিকা। বেছে নিয়ে আগাম অর্ডার দিয়ে রাখুন। সামনের স্টেশনে গরম খানা পৌঁছে যাবে আপনার হাতে। তবে প্রযুক্তির সেই সুবিধে নেওয়ার ক্ষেত্রে রেলের বেহাল পরিষেবা যে কতটা বাধা হতে পারে সে অভিজ্ঞতা হয়েছিল একবার শতাব্দী এক্সপ্রেসে উত্তরবঙ্গ যাওয়ার পথে।

দুপুর আড়াইটের ট্রেন সেবার হাওড়া থেকে ছেড়েছিল সন্ধে সাড়ে সাতটার পর। মালদায় রাত আটটায় যাঁদের খাবার ডেলিভারি দেবার কথা, তাঁরা বিনীতভাবে ফোন করে জানিয়েছিলেন রাত দেড়টায় সেটি দিতে তাঁদের অক্ষমতার কথা। আবার ট্রেনের শৌচাগারের আতঙ্কে খাদ্য-পানীয় দুটিকেই বয়কট করে রাত কাটিয়ে দেন এমন মানুষও আছেন। যাত্রী পরিষেবার আর এক চূড়ান্ত ঝকমারির নাম 'শর্ট টার্মিনেশন'। অর্থাৎ রেল তাদের বিশেষ কোনও অসুবিধের জন্যে নির্ধারিত স্টেশনের বদলে কাছাকাছি অন্য স্টেশনেও যাত্রা শেষ করে দিতে পারে। স্রেফ ছোট্ট একটি বার্তা আসবে ফোনের এসএমএস-এ। এখনই বলা হচ্ছে, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস বাদে কিছুতেই নজর দেন না রেলকর্তারা। রাজধানী, শতাব্দী, দুরন্তের অবস্থা শোচনীয়।

ফরাসি বিপ্লবের সময়ে প্রাসাদ থেকে বুভুক্ষু প্রজাদের দেখে রানি মেরি আঁতোয়ানেত নাকি বলেছিলেন, 'আহা, রুটি পায় না তো বেচারারা কেক খায় না কেন?' তেমনই রেল পরিষেবায় বীতশ্রদ্ধ কেউ বলে বসতে পারেন, রেল যদি মন্দ তবে আকাশযানে যাও না কেন? একথা অবশ্য মানতেই হবে, শুধু বিদেশযাত্রায় নয়, অন্তর্দেশীয় যাতায়াতেও প্লেনে চড়ার অভ্যেস কয়েক দশকে আমাদের সত্যিই বেড়েছে। আগে এরোপ্লেন ছিল ধনীর চলনযান। সেখানেও ক্রমশ জমা হচ্ছে অসন্তোষ। এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার বিমানের সাম্প্রতিক ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর একদিকে যেমন মানুষ আতঙ্কিত, তেমনই তার সূত্র ধরে ক্রমাগত সামনে আসছে উড়ান পরিষেবার অজস্র ত্রুটির কথা। প্রাণ হাতে করে এ যেন এক অস্বাচ্ছন্দ্য আর নিরানন্দের যাত্রা।

দুর্ঘটনার বেশ কয়েকদিন আগে ওই সংস্থারই অন্য বিমানে আমেরিকা থেকে নয়াদিল্লিতে ফিরে বন্ধু শুনিয়েছিলেন তাঁর দুর্বিষহ অভিজ্ঞতার কথা। প্রথম বিরক্তি ছিল খাবারের মান ও পরিমাণ, দুটো নিয়েই। ১৬/১৭ ঘণ্টার উড়ানে দুপুরের পর তাঁদের খাবার দেওয়া হয় সন্ধে সাড়ে সাতটায়। এর মাঝে আবহাওয়া খারাপ থাকার জন্যে নাকি চা-কফি পর্যন্ত দেওয়া যায়নি। সাড়ে সাতটায় যে আধখানা রোল জাতীয় কিছু এবং আধকাপ চা দেওয়া হয়, যেটিকে তিনি সান্ধ্য জলখাবার বলেই ভেবেছিলেন। ডায়াবিটিক বলে রাতে খাওয়ার পরে ইনসুলিন নিতে হয়। কিন্তু ওই রোল আর চায়ের পর হঠাৎ আলো নিভিয়ে দেওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি বুঝতে পারেননি যে, এটিই ছিল ডিনার এবং ওই অবস্থায় তাঁর আর সেদিন ইনসুলিন নেওয়া হয়নি। এরপর জল চেয়ে একাধিকবার বোতাম টিপেও বিমানসেবিকার দেখা না পেয়ে শেষে উঠে গিয়ে রাগারাগি করাতে জলের ব্যবস্থা হয়।

পরদিন উড়ান দিল্লির মাটি ছোঁওয়ার পর অন্য বিপত্তি। হুইলচেয়ার পাওয়া মুশকিল, কারণ যাঁরা নিয়ে যাবেন, তাঁরা ডলার-পাউন্ডে বকশিশ পাওয়ার লোভে বিদেশিদের নিয়ে যেতে যতটা আগ্রহী, দেশের লোকের প্রতি ততটাই উদাসীন। এদিকে কলকাতার উড়ানের সময় হয়ে আসছে। তখন ব্যাটারিচালিত গাড়িতে লিফট অব্দি ছেড়ে দিয়ে তাঁরা যাত্রীদের বলে যান, নেমে মালপত্র নিয়ে তাঁরা যেন নিজেরাই চলে যান। বন্ধুর সঙ্গে আর যে দুজন বয়স্ক মানুষ ছিলেন, তাঁদের একজন ক্যানসার রোগী। এই নিয়ে ইমিগ্রেশনে অভিযোগ জানালে তাঁরা এয়ার ইন্ডিয়ার ডেস্কে জানাতে বলে ঘাড় থেকে নামাতে চেষ্টা করেন। বরাতজোরে ইমিগ্রেশনের দুজন অফিসার এসে টিকিট স্ক্যান করে দেখে হুইলচেয়ার ইত্যাদির ব্যবস্থায় তৎপর হন। বেগতিক বুঝে তখন চেয়ার বাহকদেরও অন্য মূর্তি, বর্ষীয়ান যাত্রীরা অভিযোগ জানালে তাদের চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে, অতএব.... দয়া করে যেন কিছু লিখবেন না, ম্যাডাম।

গত সপ্তাহজুড়ে কাগজে প্রতিদিন চোখে পড়েছে কোনও না কোনও উড়ানের আপৎকালীন অবতরণ, যান্ত্রিক গোলযোগের খবর, এয়ার ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে প্রচুর মার্জনাভিক্ষা এবং সহানুভূতি। যাত্রীরা যাতে বিমানযাত্রা থেকে মুখ না ফেরান, তার জন্যে পাল্লা দিয়ে ভাড়া কমাচ্ছে কোম্পানিগুলো। লক্ষ লক্ষ যাত্রীর প্রাণভোমরা সত্যি যাঁদের হাতে তাঁরা যদি একটু যত্নবান হন, তাহলে তো এই দুঃস্বপ্নগুলো আমরা অচিরে কাটিয়ে উঠতে পারি। নির্বিঘ্ন যাত্রাপথের আনন্দগান বেজে উঠতে পারে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে।

(লেখক প্রবন্ধকার)

আজ

১৮৩৮

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৯১২

স্বাধীনতা সংগ্রামী জীবন ঘোষালের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

'২৬-এর ভোটে বিজেপি নাকি বাংলার ক্ষমতা দখল করবে বলছে। গতবারও ৭৭টা আসন পেয়েছিল। এবার ওরা ৫০-এর নীচে আটকে যাবে। আমি সচরাচর কোনও বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করি না। আর করলে ঈশ্বরের কৃপায় অল্প হলেও তা মিলে যায়।

- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

হরিয়ানার এক বাসিন্দা সপরিবারে মানালিতে ছুটি কাটাতে গিয়ে গাড়ি পার্কিং নিয়ে বচসায় জড়ান। গোলমালে তাঁর স্ত্রী ও ৪ মাসের সন্তান আহত হয়। তিনি বলেন, 'মানালি পাকিস্তানের চেয়ে খারাপ। এখানে আসা উচিত নয়'।

ভাইরাল/২

দিল্লির দিকে এগোচ্ছে বন্দে ভারত। হঠাৎ ট্রেনের এসি ভ্যান থেকে জল পড়তে থাকে। যাত্রীদের সুটকেস, আসন ভিজে যায়। জল থেকে বাঁচতে এক যাত্রী রেইনকোট পরে নেন। অভিজাত ট্রেনের দৈন্যদশা দেখে হতাশ নেটদুনিয়া।

জনমন
জনমত

অকেজো পুলিশের ১০০ নম্বর

অতি সম্প্রতি শিলিগুড়ির চম্পাসারিতে ডাকাতদলের এটিএমে হানা এবং বিনা বাধায় প্রচুর টাকা লুটের ঘটনা জনমানসে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। ১০০ নম্বরে যোগাযোগ করতে না পেরে সচেতন জনগণ সঠিক সময়ে পুলিশকে খবর দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। শিলিগুড়িতে এই ঘটনা প্রথম নয়।

সাধারণত ১০০ নম্বরে যে কোনও অভিযোগ ২৪ ঘণ্টার ভেতরে যে কোনও সময় পুলিশকে জানানো যেতে পারে। কিন্তু শিলিগুড়িতে এই নম্বরে ফোন করলে অন্যরকম কিছু হয়। প্রথমত ফোনটা বাজবে না, বাজলেও কেউ ধরবেন না। যদি ধরেও ফেলেন প্রথমে তীব্র আওয়াজ আসবে। কিছু পরে একজন ভদ্রলোক গলায় একটা জমিদার জমিদার ভাব এনে আপনার নাম, ফোন নম্বর জানতে চাইবেন। অথচ তিনি টেকনিকালি সবটাই জানেন কলার আইডির সৌজন্যতে। যাইহোক, ধীরে ধীরে সবটা জানার পরে বিরক্তি নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে কী হয়েছে জানতে চাইবেন। ঠিক তারপরেই আপনাকে কোনও কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে, 'ঠিক আছে বলে দেওয়া হল, গাড়ি যাবে'- এই বলে ফোন কেটে দেবেন।

এবারে আপনি হয়তো ভেবেছিলেন আপনার নামটা যাতে গোপন রাখা হয় সেটি বলবেন, কিন্তু সুযোগই পাবেন না। এবার হবে কী, পুলিশ লোকেশনে গিয়েই আপনার নাম, ঠিকানা সবার সামনে বলতে শুরু করবে। ওখানেই আপনার শেষের শুরু। ভেবে দেখুন তারপরেও কেউ ১০০ নম্বরে ফোন করে কি অভাব-অভিযোগ জানাবেন?

এবার হল সার্ভারের গল্প। ফোন না ধরার কারণ হিসাবে ওই সার্ভার খারাপ হওয়ার কথা পুলিশ সবাইকে বলে। কীভাবে সেটা খারাপ হল, কে করল, কেন হল, কে সারাল- কিছুই বুঝতে বা জানতে পারবেন না। এসবের গল্প পুলিশ জানে না, বলার ঝুঁকিও নেয় না। কিন্তু এর ফলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক যে তলানিতে ঠেকেছে, সেটা পুলিশ খুব ভালোই জানে। ফলে পুলিশ কোনও খবর পায় না, মানুষজনও আর তেমন বিশ্বাস করেন না।

আমার মতে, হয় এই ১০০ নম্বর সঠিকভাবে নিয়ম মেনে চালু করুন। ভদ্রলোকদের ওখানে ডিউটি দিন। আর নয়তো ১০০ নম্বরের ল্যাটাই চুকিয়ে দিন। দিনের শেষে নিজের আয়টাকে একবার জাস্টিফাই করুন।

রথীন ঝা, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

স্বাস্থ্য নিয়ে খেলা কবে বন্ধ হবে

রাজ্যের কিছু নার্সিংহোমে কিছু রহস্যজনক কাজকর্ম চলে! সুস্থ রোগী অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিল বাড়ে, প্রাণ বাঁচে না।

সুব্রতা ঘোষ রায়

সম্প্রতি আলিপুরদুয়ারের কিছু নার্সিংহোমে লাগামহীন সিজারের ঘটনা উত্তরবঙ্গ সংবাদে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ হয়েছে। পড়লাম, যেখানে জেলায় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত সিজারের অনুমতি মেলে, সেখানে আলিপুরদুয়ারে হচ্ছে ৪০ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ।

সরকারি হাসপাতাল নিয়মনির্দেশিকা মেনে চললেও নার্সিংহোমগুলো এসবের তোয়াক্কা করে না। প্রশাসনেরও নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ কম। এই সুযোগে কিছু নার্সিংহোম প্রাণপণ চেষ্টা চালায় উপার্জন বাড়াতে। তাদের উপার্জনের অধিকাংশই আসে সিজার বেবির কেসে। নার্সিংহোমগুলো অবশ্য এই দাবি মেনে নেয় না। তারা সিজারের জন্য আগেই বাড়ির লোকের সম্মতিপত্র নিয়ে রাখে।

শুধু সিজার নয়, শুধু আলিপুরদুয়ার নয়। সব শহরের কিছু নার্সিংহোমে দীর্ঘদিন ধরেই চলছে নানা রহস্যময় ঘটনা। সোডিয়াম পটাসিয়ামের অনুপাতের কমবেশির জন্য ভর্তি হওয়া প্রবীণকে পরদিন দেখতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, তাঁর কপালে ঘন কালো দাগ। ফুলে আছে। অথচ এটা রাজ্যের অন্যতম বিখ্যাত নার্সিংহোম। কীভাবে হল, কেন হল, রাতের নার্স বা আয়া কেউ বলতে পারেন না!

আবার কোথাও বাড়ির মানুষটির সাময়িক হাত-পা জ্বলার সমস্যায় স্ত্রী কাছাকাছি নামী নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়েছেন। তাঁকে তৎপরতায় নেওয়া হয় আইসিইউতে। এবার একজন অমায়িক ইউরোলজিস্ট, যিনি একাধারে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত, বাড়ির লোককে বলেন, রোগীর সিস্টোস্কপি করে নিলে ভালো। যে মেশিন ডাক্তারের সঙ্গেই আছে। আনাড়ি পরিবার সম্মতি দেয়। ডাক্তারবাবু তখন বলেন, 'এই বিল নার্সিংহোমের সঙ্গে করবেন না। এটা আমাকে আলাদা দেবেন।'

পরে জানা যায়, তা খুব ব্যথাদায়ক পরীক্ষা, যার রেশ বেশ কিছুদিন থাকে। শেষমেশ রোগ শনাক্ত হয়- ভিটামিন বি-১২'এর স্বল্পতা। বাড়ির লোককে বোকা বানিয়ে এথিকসের তোয়াক্কা না করে পরিবারের মানসিক দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে চলে নানা ফন্দিফিকির!

হাওড়ার ঘটনা। সদ্যোজাত সন্তানকে রাতে কিছুক্ষণের জন্য নার্স কোথাও নিয়ে যান। তারপর দিয়ে যান মায়ের কাছে। শিশুটি কাঁদতে থাকে। মাকে বলা হয়, ব্রেস্টফিড করান। এবার শিশুটির নাকমুখ থেকে রক্ত বেরোতে থাকে। নার্সিংহোমে চিকিৎসা চলে, কিন্তু শিশুটি বাঁচে না!

বর্ধমানের ঘটনা। শ্বাসকষ্টজনিত অসুবিধেয় নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অক্সিজেন দিয়ে মোটামুটি ঠিক। নার্সিংহোমের তরফে বলা হয়, একটা রাত থাক, কাল ছুটি। রাত দুটোয় বাড়িতে ফোন আসে। ইমার্জেন্সি, শিগগির আসুন, ভেন্টিলেশনে দিতে হবে, সই করে যান। ভেন্টিলেশনে যাওয়ার আগে রোগী বলেন, 'ওরা আমার সঙ্গে কী করেছে, আমি পরে বলব। আমি এত অসুস্থ ছিলাম না।'

ক'দিন ভেন্টিলেশনে থেকে তিনি চিরতরে চলে যান। পরিবার পরে জানতে পারে, এরকম মধ্যরাতে ফোনের ঘটনা এই নার্সিংহোমে মাঝে মাঝেই হয়। মোটামুটি সুস্থ হয়ে ওঠা এমন রোগীকে কিছু ইনজেকশন দিয়ে অবস্থা খারাপ করে দেওয়া হয়। শুধু ভেন্টিলেশন বা আইসিইউতে নিতে। ডাক্তাররা করেন না, করে নার্সিংহোমের রাতের কিছু ট্রেনিং প্রাপ্ত মানুষ। এদের কিছু বলতে গেলে ভবিষ্যতে নানা অশান্তির মুখোমুখি হতে হবে। এই বিষয়টি প্রশাসন ভাবুক তাঁদের মস্তিষ্ক, মনন ও অনুভব দিয়ে। দরকারে এই বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি টাস্ক ফোর্স হোক। যাতে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের জন্য চিকিৎসার মতো মহান পরিষেবা কালিমালিপ্ত না হয়।

(লেখক শিলিগুড়ির ভূমিকন্যা। সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৭৬

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। বিবর্ণ হয়নি, এখনও উজ্জ্বল ৩। চৈতন্যের সহধর্মিণী ৪। সম্মান বা খ্যাতি ৫। শ্রীকৃষ্ণের তৃতীয় স্ত্রী ৭। পরিমাণবাদক শব্দ ১০। এমিল জোলার বিখ্যাত উপন্যাস ১২। পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাওয়া ১৪। তাল ও লয়ের সংগতিহীন ১৫। স্পেনের কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার ১৬। লাল ডাঁটা শাক।

উপর-নীচ : ১। পুরোনো গাড়িকে নিয়ে বিখ্যাত বাংলা সিনেমা ২। পার্বত্য এলাকা বা পাহাড়িয়া ৩। ভয়বিহ্বলতা বা সাড়হীনতা ৬। বোনের ছেলে ৮। যে টাকাপয়সা চুরি করেছে ৯। এই ফলের ইংরেজি নাম উড অ্যাপেল ১১। ঋত্বিক ঘটকের প্রথম সিনেমা ১৩। শিবের গাজন উপলক্ষ্যে লোকগান।

সমাধান ■ ৪১৭৫

পাশাপাশি : ২। বনবিবি ৫। মাদক ৬। বেগরবাই ৮। সাধ ৯। দানা ১১। অমৃতসর ১৩। বিলয় ১৪। কানখাড়া।

উপর-নীচ : ১। হুমায়ুন ২। বক ৩। বিরাগ ৪। বিলাই ৬। বেধ ৭। রমনা ৮। সাবুত ৯। দার ১০। নারায়ণী ১১। অব্যর্থ ১২। সজ্জন ১৩। বিড়া।

বিন্দুবিসর্গ

গগনযানে চোখ রেখে শুভাংশুর অগ্নিপরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : রাকেশ শর্মাকে ছুঁয়ে মহাকাশে দ্বিতীয়বার ইতিহাস গড়লেন শুভাংশু শুক্লা। ভারতের মহাকাশচর্চায় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মানব মহাকাশ অভিযানের তকমা পেল অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশন। এই অভিযানের অংশ হিসাবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (আইএসএস) একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কথা রয়েছে শুভাংশুর। এই পরীক্ষাগুলির ফলাফল ভারতের প্রস্তাবিত গগনযান অভিযানের প্রস্তুতিতেও কাজে লাগবে।

ইসরোর গগনযান ভারতের প্রথম স্বদেশি মানব মহাকাশ মিশন। এই মিশনে মাটি থেকে ৪০০ কিমি উচ্চতায় পৃথিবীর কক্ষপথে ৩ জন ভারতীয়কে পাঠানো হবে। ২০২৬ সালে এই অভিযান হবে। গগনযান অভিযানের দিকে চোখ রেখে শুভাংশু যে পরীক্ষাগুলি চালাবেন তা হল -

মাইক্রোগ্র্যাভিটিতে ফসল উৎপাদন

মহাকাশে মুগ ডাল ও মেথির মতো ভারতীয় ‘সুপারফুড’ চাষ করবেন শুভাংশু। মহাকর্ষশূন্য পরিবেশে বীজ অঙ্কুরোদ্গম ও গাছের বৃদ্ধিতে কী প্রভাব পড়ে, তা বিশ্লেষণ করা হবে। এর মাধ্যমে ভারতের জন্য উপযোগী মহাকাশ খাদ্যব্যবস্থা তৈরি করা ও টেকসই খাদ্য উৎপাদনের উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে, যা চাঁদ বা মঙ্গলে দীর্ঘমেয়াদি অভিযানে কাজে লাগবে।

শরীরে পেশি ক্ষয় ও শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন

এই পরীক্ষায় দেখা হবে মহাকাশে মানুষের কোষ কীভাবে বয়স ধরে বা পেশির ক্ষয় হয়। এই তথ্য মহাকর্ষহীন পরিবেশে মহাকাশচারীদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও ভবিষ্যতের গগনযান অভিযানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক দক্ষতা

মহাকাশে কম্পিউটারের সামনে দীর্ঘসময় কাটালে মানসিক স্বাস্থ্য ও চিন্তাশক্তিতে কী প্রভাব পড়ে তা জানতে গবেষণা চালানো হবে। ফলে মহাকাশচারীদের জন্য আরও ভালো মানসিক সহায়তা ও কাজের পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হবে।

জীবাণুর আচরণ ও জীবনধারণ ব্যবস্থা

মহাকাশে ক্ষুদ্র জীবাণু কীভাবে আচরণ করে ও সেগুলি দিয়ে কীভাবে খাবার হিসেবে শৈবাল চাষ করা যায়, তা নিয়ে পরীক্ষা হবে। এর মাধ্যমে মহাকাশযাত্রীদের পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ ও জীবনধারণের ব্যবস্থা আরও উন্নত করা সম্ভব হবে।

টার্ডিগ্রেডের (জলভালুক) টিকে থাকার কৌশল

টার্ডিগ্রেড নামের ক্ষুদ্রপ্রাণী মহাকাশের চরম পরিবেশেও বেঁচে থাকতে পারে। তাদের ওপর গবেষণা করে মানুষের শরীরে কীভাবে জৈবিক সহনশীলতা বাড়ানো যায়, তা বোঝার চেষ্টা হবে। এই পরীক্ষা ভবিষ্যতে মহাকাশ অভিযানে সহায়ক হবে।

গর্বের মুহূর্তে চোখে জল শুভাংশুর বাবা-মায়ের। বুধবার লখনউতে।

জরুরি অবস্থা জারির ৫০ বছর, বিজেপি-কংগ্রেস চাপানউতোর

সংবিধান হত্যা দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সরকার। সেই ঘটনার ৫০ বছর পূর্তিতে বুধবার দেশজুড়ে ‘সংবিধান হত্যা দিবস’ পালন করে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার এক বৈঠকে জরুরি অবস্থার নিন্দা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে মোদির লড়াইয়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে এদিন একটি বই-ও প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। ‘দ্য এমার্জেন্সি ডায়ারিস : ইয়ার্স দ্যাট ফর্জড এ লিডার’ নামে ওই বইয়ে তরুণ বয়সে মোদির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের বক্তব্য রয়েছে। মোদি কীভাবে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছিলেন, গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে তিনি কী কী কাজ করেছেন, সেই আখ্যানও রয়েছে ওই বইয়ে। স্বাভাবিকভাবেই জরুরি অবস্থা জারির ৫০ বছরে বিজেপির এহেন আগ্রাসী প্রচারের বিরুদ্ধে স্বাভাবিকভাবেই তোপ দেগেছে কংগ্রেস। ‘সংবিধান হত্যা দিবস’ নামের যুক্তি নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

এদিন প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘আজ ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসের অন্ধকারতম অধ্যায়গুলির অন্যতম জরুরি অবস্থা জারির ৫০ বছর হল। ভারতের মানুষ এই দিনটিকে সংবিধান হত্যা দিবস বলে চিহ্নিত করেছে। এই দিনে ভারতের সংবিধানে বর্ণিত মূল্যবোধগুলিকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল, মৌলিক অধিকারগুলিকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং একাধিক রাজনৈতিক নেতা, সমাজকর্মী, পড়ুয়া ও সাধারণ নাগরিকদের জেলবন্দি করা হয়েছিল। তৎকালীন কংগ্রেস সরকার গণতন্ত্রকে গ্রেপ্তার করেছিল।’ যাঁরা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে নেমেছিলেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাও জানান মোদি। অপরদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র তোপ, ‘জরুরি অবস্থার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেইজন্য তার স্মৃতিকে সবসময় বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তবেই দেশের তরুণ প্রজন্ম সংস্কৃতিমনা এবং সংগঠিত হতে পারবে।’ বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেন, ‘কংগ্রেসের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ হয়েছিল, তা নিছক রাজনৈতিক ছিল না। সেটি ছিল ভারতের আত্মা ও সংবিধান রক্ষার এক গণ আন্দোলন, যেখানে বহু দেশপ্রেমিক তাঁদের জীবন বিপন্ন করে লড়েছিলেন।’

মোদি-শা-র আক্রমণের জবাবে গত ১১ বছরে দেশে কীভাবে অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে তা জানিয়ে একটি বিবৃতি জারি করেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। পরে ইন্দিরা ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, ‘দেশে এখন অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে। যে সরকার নিজের বিরোধিতা সহ্য করতে পারে না, ভিন্নমতের জায়গা রাখে না, তারা কীভাবে সংবিধান রক্ষার কথা বলছে? সংবিধান হত্যা দিবস’ আসলে শাসকদলের অপশাসন ও ব্যর্থতা আড়াল করার রাজনৈতিক নাটক।’ খাড়গে বলেন, ‘মোদি সরকার দেশে অভিব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করেছে এবং মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার মতো প্রকৃত সমস্যাগুলি থেকে মানুষের নজর ঘোরাতেই জরুরি অবস্থা ইস্যুকে সামনে আনছে।’ তাঁর কটাক্ষ, ‘যে সরকার মণিপুরের মতো সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, তারা কীভাবে গণতন্ত্র রক্ষার দাবি করে?’

এর আগে ‘সংবিধান হত্যা দিবস’ নাম নিয়ে আগেই আপত্তি তুলেছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশে অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে বলেও তোপ দেগেছিলেন তিনি। এদিকে শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাউত বলেন, ‘সংবিধানকে পূর্ণ সম্মান জানিয়েই ইন্দিরা গান্ধি সেদিন জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন। গণতন্ত্রে জরুরি অবস্থার সাংবিধানিক স্বীকৃতি আছে। কাজেই একে কিছুতেই সংবিধান হত্যা দিবস বলা যায় না।’

মোদি সরকার দেশে অভিব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করেছে এবং মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার মতো প্রকৃত সমস্যাগুলি থেকে মানুষের নজর ঘোরাতেই জরুরি অবস্থা ইস্যুকে সামনে আনছে।
মল্লিকার্জুন খাড়গে

ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসের অন্ধকারতম অধ্যায়গুলির অন্যতম জরুরি অবস্থা জারির ৫০ বছর হল। তৎকালীন কংগ্রেস সরকার গণতন্ত্রকে গ্রেপ্তার করেছিল।
নরেন্দ্র মোদি

সংবিধানকে পূর্ণ সম্মান জানিয়েই ইন্দিরা গান্ধি সেদিন জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন। গণতন্ত্রে জরুরি অবস্থার সাংবিধানিক স্বীকৃতি আছে। কাজেই একে কিছুতেই সংবিধান হত্যা দিবস বলা যায় না।
সঞ্জয় রাউত

অভিনন্দনের আটককারী সেই পাক অফিসার হত

ইসলামাবাদ, ২৫ জুন : ২০১৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের বালাকোটে জঙ্গিশিবির ধ্বংসে ভারতীয় বায়ুসেনা অভিযান চালিয়েছিল। পালটা হামলায় ভারতের আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছিল পাক বিমান। পাকিস্তানের একটি এফ-১৬ বিমানের পিছু ধাওয়া করেছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমান। পাক ফাইটার জেট থেকে গুলি করে তাঁর মিগ-২১ বাইসন বিমানকে নামানো হয়। তিনি পড়েন জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ন্ত্রণরেখার ওপারে। পাক সেনার মেজর মোইজ আব্বাস শাহ অভিনন্দনকে বন্দি করেন। সেই মেজরই জঙ্গিদের সঙ্গে মোকাবিলায় নিহত হলেন। পাকিস্তানের নিষিদ্ধ

সংগঠন তেহরিক-ই তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)-এর সঙ্গে লড়াইয়ে মারা গিয়েছেন মেজর আব্বাস। ঘটনাটি ঘটেছে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে।

মঙ্গলবার পাক সেনা জানিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলে অভিযানে নামে সেনাবাহিনী। তাদের কাছে খবর ছিল, ওয়াজিরিস্তানে লুকিয়ে রয়েছে কয়েকজন জঙ্গি। সেইমতো সেনাবাহিনী তল্লাশি শুরু করে। দু’তরফের গুলির লড়াইয়ে ১১ জন জঙ্গি মারা পড়েছে। মৃত্যু হয়েছে দুই পাক সেনার। তাঁদেরই একজন হলেন মেজর মোইজ আব্বাস শাহ। তদানীন্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান অবশ্য ‘শান্তির ইঙ্গিত’ হিসেবে অভিনন্দন বর্তমানকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

জম্মুর তবী নদীতে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। বুধবার।

বছরে ২ বার বোর্ড পরীক্ষায় বসার সুযোগ

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে সংগতি রেখে দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার্থীদের জন্য বিধি বদল করল সিবিএসই। এর ফলে একটি শিক্ষাবর্ষে ২ বার পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবেন সিবিএসই-র দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা। ২০২৬ থেকে নতুন নিয়ম কার্যকর হবে। বুধবার বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, ২টি পরীক্ষার মধ্যে প্রথমটি হবে বাধ্যতামূলক এবং দ্বিতীয়টি ঐচ্ছিক। আগামী বছর থেকে চালু হওয়া নিয়মে ফেব্রুয়ারিতে আয়োজিত

সিবিএসই

বোর্ড পরীক্ষায় দশম শ্রেণির সব পরীক্ষার্থীর অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। ওই পরীক্ষায় যারা বসবে তাদের মধ্যে কেউ আরও ভালো ফল করতে চাইলে দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় বসতে পারবে। দ্বিতীয় ধাপের ঐচ্ছিক পরীক্ষা হবে মে মাসে। সিবিএসই-র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সান্যম ভরদ্বাজ বলেন, ‘প্রথম ধাপটি ফেব্রুয়ারিতে এবং দ্বিতীয় ধাপটি মে মাসে অনুষ্ঠিত হবে। দুটি ধাপের ফলাফল যথাক্রমে এপ্রিল এবং জুনে প্রকাশ করা হবে।’ তাঁর বক্তব্য, ‘প্রথম ধাপে পরীক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। দ্বিতীয় ধাপটি ঐচ্ছিক। শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান, গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান এবং ভাষাগুলির মধ্যে যে কোনও তিনটি বিষয়ে ফল উন্নত করার অনুমতি দেওয়া হবে।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগ, আয়ুর্বেদ, দক্ষতা উন্নয়ন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের ৩টি প্রথমসারির বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেছে পতঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পতঞ্জলি গবেষণা সংস্থা। এই অনুষ্ঠানে মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়াড়ার রাজা শংকর শাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ইন্দ্রপ্রসাদ ত্রিপাঠী, ছত্তিশগড়ের দুর্গস্থিত হেমচাঁদ যাদব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাদার্য সঞ্জয় তিওয়ারি এবং মধ্যপ্রদেশের মহাত্মা গান্ধি চিত্রকুট গ্রামোদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ভরত মিশ্র উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে পতঞ্জলির ইতিহাস, উদ্ভিদবিদ্যা, রোগ নির্ণয়, বিশ্ব ভেষজ সংহিতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন পতঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আচার্য বালকৃষ্ণ। তিনি বলেন, ‘আমরা আত্মবিশ্বাসী যে, কৃষি বিপ্লব, যোগ বিপ্লব এবং শিক্ষা বিপ্লবের লক্ষ্যে শুরু হওয়া এই যাত্রা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের উপকার করবে।’

বাজার উর্ধ্বমুখী

মুম্বই, ২৫ জুন : ইরান-ইজরায়েল সংঘাত স্তিমিত হতেই ফের ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় শেয়ার বাজার। বুধবার বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ৭০০.৪ পয়েন্ট উঠে ৮২৭৫৫.৫১ পয়েন্টে পৌঁছেছে। একইভাবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ২০০.৪ পয়েন্ট উঠে থিতু হয়েছে ২৫২৪৪.৭৫ পয়েন্টে।

চোর সন্দেহে তরুণকে জুতোর মালা পুলিশের

জম্মু, ২৫ জুন : পুলিশের কাজ কী? দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন। পুরোটাই তাদের করতে হয় আইন মেনে। কিন্তু ক্যাঙারু কোর্টের ধাঁচে পুলিশই যদি অপরাধীদের বিচার করা শুরু করে তাহলে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। অথচ জম্মুর বক্সীনগরে পুলিশ যা করেছে তাতে উর্দিধারীদের কর্তব্যপরায়ণতা এখন কাঠগড়ায়। মঙ্গলবার চোর সন্দেহে এক কাশ্মীরি তরুণকে আটক করে তার গলায় জুতোর মালা পরিয়ে, গাড়ির বনেটের সঙ্গে বেঁধে গোটা বক্সীনগরে ঘোরানো হয়। সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরালও হয়েছে।

ওই তরুণই যে চোর সেটা প্রমাণিত হওয়ার আগেই বক্সীনগরের স্টেশন হাউস অফিসার (এসএইচও) আজাদ মানহাসের এমন আচরণ ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে। ইতিমধ্যে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২০১৭ সালে ঠিক এমনটাই ঘটেছিল কাশ্মীরে। বুদগামে পাথরছোড়া বিক্ষোভের মুখে ফারুক আহমেদ দার নামে এক ব্যক্তিকে মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন ভারতীয় সেনার মেজর লিটুল গগৈ।

মানহাস বলেছেন, ‘৬ জুন একটি হাসপাতাল থেকে ৪০ হাজার টাকা ডাকাতি হয়েছিল। সেই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল ওই তরুণ। আমি তাকে ধরে টাকা ফেরত দিতে বলি। কিন্তু সেই কথা শুনে সে আমার হাতে ছুরি বা ব্লেড দিয়ে আঘাত করে। পালানোর চেষ্টা করে। আমি পিছু ধাওয়া করে তাকে ধরে ফেলি।’ পুলিশকর্মীরা ওই তরুণকে বেধড়ক মারধরও করে। জামাকাপড় খুলে দেওয়া হয়।

আইনের রক্ষকরা যেভাবে একজনকে শ্রেফ অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করে ক্যাঙারু কোর্টের মতো বিচার করেছে তাতে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। আইনজীবী মহসিন দার বলেন, ‘বিষয়টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল। অভিযুক্তের সঙ্গে যদি এরকম আচরণ করা হয় তাহলে পুলিশের থাকার দরকার কী। এই ধরনের ব্যাপার তো সাধারণ জনতার হাতে ছেড়ে দিলেই হয়। এটা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়।’ ল্যাংগেটের বিধায়ক শেখ খুরশিদ জানিয়েছেন, যে পুলিশ আধিকারিকরা এই ঘটনার সঙ্গে তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হোক। সূত্রের খবর, ওষুধ কিনতে গিয়ে ৪০ হাজার টাকা চুরি করার অভিযোগ উঠেছিল ওই তরুণের বিরুদ্ধে।

খাড়গের টিপ্পনী শুনে পালটা থারুরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : কংগ্রেসের আপত্তি উড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আহ্বানে বিদেশে একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শশী থারুর। দল সতর্ক করার পরও প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে শোনা গিয়েছে তিরুবনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদকে। বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তির পর বুধবার থারুরের নাম না করে তাঁকে লক্ষ্মণরেখা দেখিয়ে দিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। কংগ্রেসের সদর দপ্তরে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, ‘আমাদের কাছে দেশ প্রথম। কিন্তু কারও কারও কাছে মোদিই প্রথম, দেশ তারপর। এতে আমাদের কী করার আছে?’ থারুর অবশ্য খাড়গের এই বক্তব্যকে পাত্তা দিতে নারাজ। উলটে কৌশলী জবাব দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি স্বাধীনচেতা। কাজেই তিনি কী করবেন আর কী করবেন না তার জন্য দলের হাইকমান্ডের অনুমতি নেবেন না।

সম্প্রতি একটি উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধে মোদির প্রশংসা করে থারুর লিখেছিলেন, মোদির ঐক্যের শক্তি, স্পষ্ট যোগাযোগের কার্যকারিতা এবং সুগঠিত কূটনৈতিক চিন্তাভাবনা ভারতকে ক্রমশ সমৃদ্ধ করছে। প্রধানমন্ত্রীর কাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন তিনি। খাড়গের বক্তব্যের জবাবে এদিন এক্স হ্যান্ডেলে থারুর একটি পাখির ছবি পোস্ট করেছেন। তাতে তিনি লিখেছেন, ‘ওড়ার জন্য কারও অনুমতি চেয়ো না। ডানাগুলি তোমার। আর আকাশটা কারও একার নয়।’ থারুরের কথায় স্পষ্ট, কংগ্রেস হাইকমান্ডের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব আরও বাড়ছে। খাড়গেকে এদিন থারুরের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ‘কীভাবে ইংরেজি পড়তে হয় আমি তা জানি না। ইংরেজির ওপর ওঁর খুব ভালো দখল আছে। সেই কারণেই আমরা ওঁকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য করেছি।’ খাড়গের সপাট জবাব, ‘মানুষ যা খুশি লিখতে পারেন। এসবের মধ্যে আমরা নাক গলাতে চাই না। আমরা দেশের ঐক্য চাই। দেশের জন্য আমাদের লড়াই চলবে। ওয়ার্কিং কমিটিতে ৩৪ জন সদস্য আছেন, ৩০ জন বিশেষ আমন্ত্রিত আছেন। প্রত্যেকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে। উনি (থারুর) যা বলেছেন, সেটা ওঁর ব্যক্তিগত মতামত। আমরা দেশসেবায় নিয়োজিত। কেউ যদি অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তাহলে সেটা তাঁর কাছ থেকেই জানা যাবে।’ কংগ্রেস নেতা কেসি বেণুগোপাল বলেন, ‘আপনারা যেভাবে খুশি ব্যাখ্যা করতে পারেন। আপনারা চান দল থেকে যেন ওঁকে বের করে দেওয়া হয়। ভিন্ন মত থাকা সত্ত্বেও ওঁকে সিডবলিউসি-তে রাখা হয়েছে। এটাই কংগ্রেসের বিশেষত্ব।’

এসসিও-তে রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : গালওয়ান সংঘর্ষের পর এই প্রথম চিনে পা পড়ছে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের। সীমান্ত নিয়ে চিনের সঙ্গে ভারতের বিরোধ থাকলেও বর্তমানে পরিস্থিতি অনেকটা স্থিতিশীল।

এই আবহে বিশ্ব থেকে সন্ত্রাস উপড়ে ফেলে শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য যৌথ, ধারাবাহিক ও বিভিন্ন দেশের সমন্বিত পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তায় জোর দিচ্ছে ভারত। তাঁর দেশের এই দৃষ্টিভঙ্গী সাংহাই সম্মেলনে রাজনাথ তুলে ধরবেন বলে জানিয়েছেন। চিনের কিংডাওয়ে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) সম্মেলনে বিশ্বের ১০ দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী যোগ দিচ্ছেন।

পাকিস্তানের মদতপুষ্ট আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ইসলামাবাদকে নতুন করে কূটনৈতিক চাপের মুখে ফেলতেও তৎপর রাজনাথ। তিনি জানিয়েছেন, এসসিও-র মঞ্চে সন্ত্রাসদমনে জোরদার চেষ্টা চালানোর ডাক দেবেন।

রাজনাথ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘এসসিও-র প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দিতে কিংডাওয়ের উদ্দেশে রওনা হচ্ছি। ওখানে বিভিন্ন দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের কাছে নানা ইস্যু তুলে ধরার সুযোগ রয়েছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিয়ে ভারতের চিন্তা-ভাবনা তুলে ধরব।’

এসসিও বৈঠক চলবে ২৭ জুন পর্যন্ত। ভারতের পাশাপাশি আয়োজক চিনের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নিচ্ছে রাশিয়া, বেলারুশ, ইরান, পাকিস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরঘিজস্তান, কাজাখস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীরা।

ধ্বংস নয়, মাসকয়েক পিছিয়েছে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি

গোয়েন্দা রিপোর্ট মানতে নারাজ ট্রাম্প, ‘পাশে’ তেহরান

ওয়াশিংটন ও তেহরান, ২৫ জুন : ইজরায়েলের ধারাবাহিক হামলা এবং মার্কিন সেনার বাংকার বাস্টার বোমার আঘাত সহ্য করেও টিকে গিয়েছে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি। গত ১২ দিন ধরে চলা সংঘাত সেই কর্মসূচিকে কয়েক মাস পিছিয়ে দিয়েছে মাত্র। মোটের ওপর অক্ষত রয়েছে ইরানের মূল পারমাণবিক পরিকাঠামো। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার প্রাথমিক রিপোর্টে এমনটাই জানানো হয়েছে। সংবাদমাধ্যমে রিপোর্টের কথা প্রকাশিত হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। মঙ্গলবার তিনি দাবি করেছিলেন আমেরিকার বাংকার বাস্টার ইরানের পরমাণু কর্মসূচিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। বুধবারও সেই অবস্থানে অনড় রয়েছেন তিনি।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে ট্রাম্পের বক্তব্যেই সিলমোহর দিয়েছে ইরান। মার্কিন গোয়েন্দা রিপোর্টের বিপরীতে ইরান সরকার জানিয়েছে, আমেরিকার হামলায় তাদের পরমাণুকেন্দ্রগুলির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ইরানের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই বলেন, ‘আমাদের পারমাণবিক পরিকাঠামো যে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা নিয়ে সন্দেহ নেই।’

ন্যাটো বৈঠকের ফাঁকে ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার দ্য হেগে।

ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, ‘ইজরায়েল ও ইরান দু-পক্ষই যুদ্ধ বন্ধ করার ব্যাপারে সমানভাবে আগ্রহী ছিল। সবকটি পারমাণবিক পরিকাঠামো ধ্বংস করার পর যুদ্ধে রাশ টানা আমার কাছে খুব সম্মানের ব্যাপার।’ এদিন এক সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘ইরান যদি পরমাণু বোমা বানানোর চেষ্টা করে তাহলে আমেরিকা কি সেখানে ফের হামলা চালাবে?’ জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘অবশ্যই। তবে এত কিছুর পর ওরা (ইরান) কি বোমা তৈরির চেষ্টা করবে?’ তিনি আরও বলেন, ‘ওরা কিছুতেই বোমা বানাতে পারবে না। ইউরেনিয়াম শোধন করতেও দেওয়া হবে না।’ ইজরায়েল, ইরানকে নিয়ে তাঁর মূল্যায়ন, ‘ওরা স্কুলপড়ুয়া বাচ্চাদের মতো। ওদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়েছে। স্কুলের উঠোনে দুটো বাচ্চার মতো ওরা ঝগড়া-মারামারি করছে। তুমি ওদের থামাতে পারবে না। দু-তিন মিনিট ঝগড়া করতে দাও। তাহলে ওদের থামানো সহজ হবে।’

কৃতিত্ব দাবি

- সবকটি পারমাণবিক পরিকাঠামো ধ্বংস করার পর যুদ্ধে রাশ টানা আমার কাছে খুব সম্মানের ব্যাপার
- ওরা (ইরান) কিছুতেই বোমা বানাতে পারবে না। ইউরেনিয়াম শোধন করতেও দেওয়া হবে না
- ওদের (ইজরায়েল-ইরান) মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়েছে। স্কুলের উঠোনে দুটো বাচ্চার মতো ওরা ঝগড়া-মারামারি করছে

সংবাদমাধ্যমে উল্লিখিত ৫ পাতার গোয়েন্দা রিপোর্ট নিয়ে একটি বিবৃতি জারি করেছে হোয়াইট হাউস। সেখানে আমেরিকার ২টি সংবাদ সংস্থার নাম করে বলা হয়েছে, ‘সংস্থাগুলি বিভ্রান্তিকর খবর পরিবেশন করছে। এই ধরনের প্রতিবেদন আমেরিকাকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্রের অংশ। সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমগুলি মার্কিন সেনাবাহিনীর সবচেয়ে সফলতম অভিযানগুলির একটিকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করেছে। ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্রগুলি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।’ ট্রাম্প সরকারের অবস্থানকে সমর্থন করেছে ইজরায়েল। সেদেশের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ বলেন, ‘হামলায় ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তবে এর পরিমাণ নির্ধারণ করতে কয়েকদিন সময় লাগবে।’

গোয়েন্দা রিপোর্টটি সম্পর্কে অবগত ট্রাম্প সরকারের এক শীর্ষস্থানীয় গোয়েন্দা কর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে আমেরিকার একটি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ইরানের ফোর্দো, নাতাঞ্জ এবং ইসফাহান পরমাণুকেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে মার্কিন ও ইজরায়েলি ফৌজ। এর ফলে ফোর্দো ও নাতাঞ্জের প্রবেশপথগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রগুলির ভালো রকম ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে। কিন্তু সবকটি কেন্দ্রের ভূগর্ভস্থ মূল ভবনগুলি অক্ষত রয়েছে। সেগুলি এখনও ব্যবহার করা যেতে পারে। পাশাপাশি ইরানের বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ামের ভাঁড়ারও অক্ষত রয়েছে। পরমাণু কর্মসূচিকে সাম্প্রতিক সংঘাতের আগের অবস্থায় নিয়ে যেতে ইরানের বড়জোর ৬ মাস সময় লাগবে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

মার্কিন গোয়েন্দাদের মতে, ইরানের পরমাণুকেন্দ্রগুলি মাটির অন্তত ৩০০ ফুট গভীরে অবস্থিত। বাংকার বাস্টার বোমা দিয়ে সেগুলি ধ্বংস করা একরকম অসম্ভব। ইরানের কাছে অন্তত ৪০০ কেজি বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম রয়ে গিয়েছে। ৬ মাস নয় ৩ মাসের মধ্যেই পরমাণু বোমা তৈরি করতে পারে ইরান।

এদিকে ইজরায়েল ও পশ্চিমী দেশগুলির উদ্বেগ বাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে পাশ করেছে ইরানের পার্লামেন্ট।

মঙ্গলবার প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাকের কালিবাফ বলেন, ‘পরমাণু বোমা বানানোর ইচ্ছা নেই ইরানের। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা নিজেদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। সংস্থাটি একটি আন্তর্জাতিক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।’

বেঁচে থাকার কৌশল অভিযোজন

শুভময় খান কর্মকার, *শিক্ষক*
বটতলী কেএম উচ্চবিদ্যালয়
ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

১) ইথোলজি (ethology) কী?
উঃ জীববিদ্যার যে শাখায় বিভিন্ন প্রকার প্রাণীদের আচার-আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে আচরণবিদ্যা বা ইথোলজি বলে।

২) অভিযোজন কাকে বলে?
উঃ পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কোনও জীবের গঠনগত, শারীরবৃত্তীয় এবং আচরণগত স্থায়ী পরিবর্তনকে সেই জীবের অভিযোজন বলে।

৩) দ্বি-অভিযোজন কী?
উঃ কোনও জীবদেহে দুটি ভিন্ন পরিবেশে বাস করার জন্য অনেক সময় দুই প্রকার উপযোগী অভিযোজন দেখা যায়, একে দ্বি-অভিযোজন বলে। যেমন- পায়রা ডানার সাহায্যে বায়বীয় পরিবেশে উড়তে পারে, আবার পশ্চাৎপদের সাহায্যে মাটিতে হাঁটতে পারে।

৪) অপসারী বা ডাইভারজেন্ট অভিযোজন কী?
উঃ একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত জীবেরা ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বসবাস করার জন্য একই অঙ্গের কার্যগত পরিবর্তন ঘটে। এমন একই গোষ্ঠীভুক্ত জীবদের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বসবাসের উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অভিযোজনকে অপসারী অভিযোজন (Divergent adaptation) বলে। যেমন - স্তন্যপায়ী শ্রেণির প্রাণী বাদুড়ের খেচর অভিযোজন, তিমির জলজ অভিযোজন, ইঁদুরের ফোসোরিয়াল অভিযোজন, বানরের স্ক্যানসোরিয়াল অভিযোজন প্রভৃতি।

৫) গৌণ অভিযোজন কী?
উঃ কোনও নির্দিষ্ট পরিবেশে কোনও জীবের উদ্ভব বা বিকাশ ঘটলেও কোনও বিশেষ কারণে সেই জীবকে অন্য কোনও প্রাকৃতিক পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য ওই পরিবেশের উপযোগী যে অভিযোজন ঘটে, তাকে গৌণ অভিযোজন বলে। উদাহরণ- স্তন্যপায়ী প্রাণী তিমির জলজ অভিযোজন।

৬) মুখ্য ও গৌণ জলজ প্রাণীর উদাহরণ দাও।
উঃ মুখ্য জলজ প্রাণী হল মাছ এবং গৌণ জলজ প্রাণী হল তিমি, কুমির, কচ্ছপ ইত্যাদি।

৭) অভিযোজনগত বিকিরণ (Adaptive radiation) কাকে বলে?
উঃ কোনও সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে উৎপত্তি লাভ করে বিভিন্ন জীবগোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অভিযোজিত হলে তাকে অভিযোজনগত বিকিরণ বলে। যেমন - একই পূর্বপুরুষ বা উদবংশীয় স্তন্যপায়ী জীব থেকে উৎপত্তি লাভ করে তিমি জলে, বাদুড় আকাশে, ইঁদুর গর্তে, শ্লথ গাছে থাকার জন্য অভিযোজিত হয়।

৮) পায়রার দেহে বায়ুথলির গুরুত্ব উল্লেখ করো।
উঃ পায়রার ফুসফুসের সঙ্গে নয়টি বায়ুথলি (air sacs) যুক্ত থাকে যা পায়রার খেচর অভিযোজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বায়ুথলি ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে এবং ওড়ার সময় অতিরিক্ত অক্সিজেন জোগানে সাহায্য করে। বায়ুথলিগুলি বায়ুপূর্ণ হলে দেহ সামগ্রিকভাবে হালকা হয় এবং বাতাসে ভাসতে সুবিধা হয়।

৯) পর্ণকাণ্ড বা ফাইলোক্লেড (Phylloclade) কী?
উঃ ক্যাকটাসের কাণ্ড স্থূল, চ্যাপ্টা, রসালো এবং সবুজ হয়। উষ্ণ পরিবেশে জল সংরক্ষণ ও সালোকসংশ্লেষের জন্য এরূপ অভিযোজন হয়েছে। ক্যাকটাসের এরকম কাণ্ডকে পর্ণকাণ্ড বা ফাইলোক্লেড বলে।

১০) পত্রকণ্টকের অভিযোজনগত গুরুত্ব লেখো।
উঃ ক) বাষ্পমোচন হার রোধ– কিছু ক্ষেত্রে ক্যাকটাসের পাতাগুলি কাঁটায় রূপান্তরিত হয়েছে যা পত্রকণ্টক নামে পরিচিত। এই পত্রকণ্টকগুলি পত্ররন্ধ্রবিহীন ও ক্ষুদ্র আকৃতির হওয়ার জন্য ক্যাকটাসের বাষ্পমোচনের হার অনেকাংশে হ্রাস করে।
খ) আত্মরক্ষা – কাঁটার উপস্থিতির জন্য তৃণভোজী প্রাণীরা ক্যাকটাসকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে না। এই সকল জাঙ্গল উদ্ভিদে কাঁটা আত্মরক্ষায় সাহায্য করে।

১১) ওয়াগল (Waggle) নৃত্য কী?
উঃ মৌচাক থেকে খাদ্যের অবস্থানের দূরত্ব ১০০ মিটারের বেশি হলে কর্মী মৌমাছিরা চাকের সামনে উল্লম্ব তলে ইংরেজি '8' সংখ্যার মতো নৃত্যের ভঙ্গিতে উড়তে থাকে, যা দেখে অন্য কর্মী মৌমাছিরা খাদ্যের অবস্থান নির্ণয় করতে পারে। একে ওয়াগল নৃত্য বলে।

১২) শ্বাসমূল কী?
উঃ লবণাম্বু উদ্ভিদ যে মাটিতে জন্মায় সেই মাটিতে লবণের পরিমাণ বেশি থাকে এবং অক্সিজেনের পরিমাণ অত্যধিক কম হওয়ায় লবণাম্বু উদ্ভিদের শাখামূলগুলি পরিবর্তিত হয়ে অভিকর্ষের বিপরীতে বৃদ্ধি পেয়ে মাটি ভেদ করে খাড়াভাবে মাটির ওপরে উঠে আসে। এই শাখা মূলের অগ্রভাগে অসংখ্য ছিদ্র থাকে, এদের নিউম্যাটোফোর বলে যা বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে শ্বাসকার্যে সাহায্য করে। শ্বাসকার্যে অংশগ্রহণকারী এই বিশেষ অভিযোজিত বায়ব

মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান

শাখামূলগুলিকে শ্বাসমূল বলে।

১৩) সুন্দরী গাছ কীভাবে অতিরিক্ত লবণ মোচন করে?
উঃ সুন্দরী গাছ জলের মাধ্যমে শোষিত লবণ পাতার লবণ গ্রন্থি ও মূলের মাধ্যমে দেহ থেকে বের করে দেয়। কিছু পরিমাণ অতিরিক্ত লবণ পাতা ও বাকলে জমা করে রাখে এবং পাতা ও বাকল মোচনের মাধ্যমে লবণ ত্যাগ করে।

১৪) জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম কী?
উঃ সমুদ্র উপকূলবর্তী অতিরিক্ত লবণাক্ত মাটিতে অঙ্কুরোদগম বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই অসুবিধা দূর করার জন্য লবণাম্বু উদ্ভিদ গাছে থাকাকালীন ফলের মধ্যে বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটে। একে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম বলে। এক্ষেত্রে ফলত্বক ফাটিয়ে ভ্রূণমূল ও বীজপত্রাবকাণ্ডটি বাইরে বেরিয়ে আসে। বীজ পত্রাবকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়ে গদার আকৃতি ধারণ করে এবং দীর্ঘ বীজপত্রাবকাণ্ড সহ অঙ্কুরিত বীজ মাটিতে পড়ে ও ভ্রূণমূলটি খাড়াভাবে নরম মাটিতে গেঁথে যায়। এর ফলে জোয়ারের জলে বীজটি ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এবং ভ্রূণের বেশিরভাগ অংশ নোনা জলের উপরে থাকায় শিশু উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় না। উদাহরণ- রাইজোফোরা (Rhizophora)।

১৫) মাছের পটকার কাজ কী?
উঃ পটকার সাহায্যে অস্থিযুক্ত মাছ জলের মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন গভীরতায় বিচরণ করতে পারে। পটকা বায়ুর পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধির মাধ্যমে মাছের দেহের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমিয়ে বা বাড়িয়ে মাছকে জলে ভাসতে ও জলে ডুবতে সাহায্য করে।

১৬) রেড গ্রন্থি কী?
উঃ অস্থিযুক্ত মাছের পটকার অগ্রপ্রকোষ্ঠে অবস্থিত গ্যাস উৎপাদনকারী গ্রন্থির নাম রেড গ্রন্থি। যেমন- রুই মাছ।

১৭) উটের কুঁজ-এর কাজ কী?
উঃ উট মরুভূমির প্রাণী। উটের কুঁজ জল সঞ্চয় করে রাখে না। এতে চর্বি জমা থাকে। এই চর্বি জারিত হলে বিপাকীয় জল উৎপন্ন হয় এবং এই জল তার শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজন মেটায়। জারণ ক্রিয়ায় নির্গত শক্তি উটের নানাবিধ কাজ সম্পন্ন করে। ১০০ গ্রাম ফ্যাট জারিত হলে ১১০ গ্রাম জল উৎপন্ন হয়।

১৮) উটের RBC-এর বৈশিষ্ট্য লেখো।
উঃ উটের RBC নিউক্লিয়াসবিহীন, ক্ষুদ্র ও ডিম্বাকার হয়। এর জন্য এগুলি উটের দেহে জল কম থাকার সময় ঘন

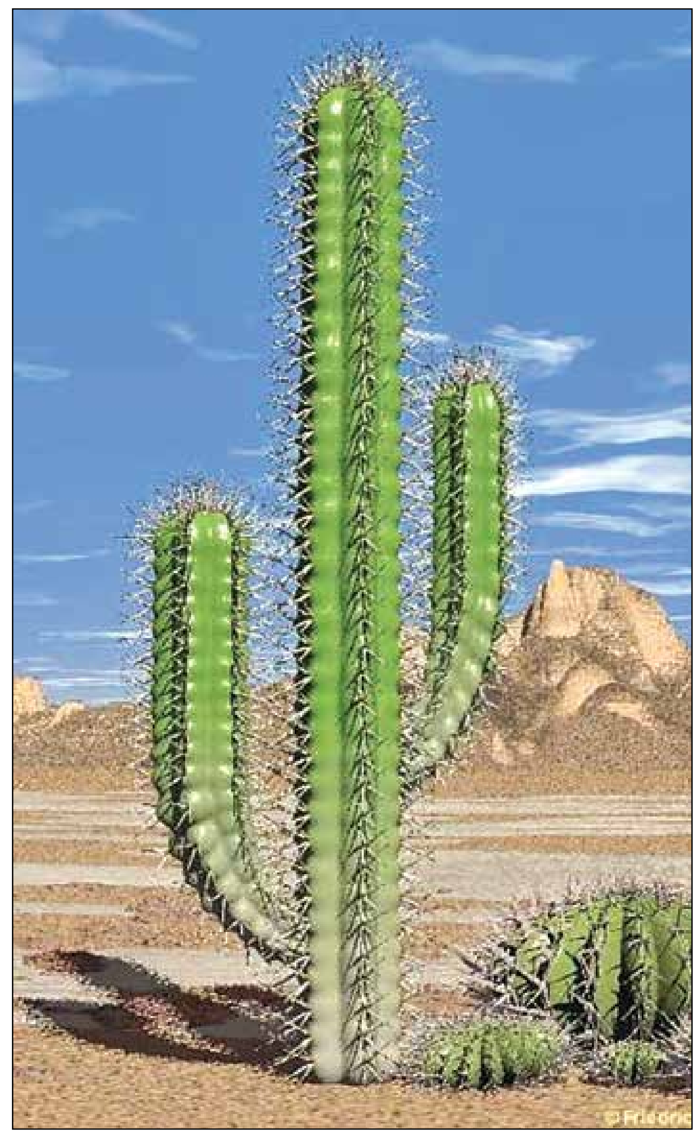

রক্তের মধ্যে দিয়ে সহজে যেতে পারে। RBC-র মধ্যে জল প্রবেশ করলেও হিমোলাইসিস ঘটে না কারণ উটের RBC অনেক বেশি (প্রায় ২৪০%) প্রসারিত হতে পারে। ফলে উট যখন অধিক মাত্রায় জল পান করে তখন তা বিদীর্ণ হয় না। উটের দেহে জলাভাব ঘটলে জল আবার RBC থেকে বেরিয়ে যায়।

১৯) উটের দেহে জলের মাত্রা কে নিয়ন্ত্রণ করে?
উঃ রক্তে উপস্থিত বিশেষ একপ্রকার অ্যালবুমিন।

২০) জলথলি বা ওয়াটার স্যাক কী?
উঃ উটের পাকস্থলীতে জলথলি বা ওয়াটারস্যাক (Water sac) থাকে। এখানে উট অতিরিক্ত জল শোষণ করে রাখে, যা প্রয়োজনে জলের চাহিদা পূরণ করে।

২১) জাঙ্গল উদ্ভিদ কী?
উঃ যে সকল উদ্ভিদ শুষ্ক মরু অঞ্চলে বা শুষ্ক বালুকাময়, শিলাযুক্ত মাটিতে ও অল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত উষ্ণ আবহাওয়ায় জন্মায় তাদের জাঙ্গল উদ্ভিদ বা জেরোফাইট বলে। যেমন ফণীমনসা, তেসিরা মনসা, বাবলা ইত্যাদি।

২২) পেকটেন কোথায় থাকে?
উঃ পায়রার চোখে।

২৩) লবণাম্বু উদ্ভিদ বা হ্যালোফাইট কাকে বলে?
উঃ সমুদ্র উপকূলবর্তী শারীরবৃত্তীয় শুষ্ক মাটিতে (অত্যন্ত বেশি লবণ ঘনত্বযুক্ত মাটি) যে সমস্ত উদ্ভিদ জন্মায় এবং বিশেষ অঙ্গসংস্থানিক ও শারীরবৃত্তীয় অভিযোজনের মাধ্যমে বেঁচে থাকে তাদের লবণাম্বু উদ্ভিদ বা হ্যালোফাইট (Halophyte) বলে। এদের ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদও বলা হয়। যেমন- সুন্দরী, গরান, গেঁওয়া প্রভৃতি উদ্ভিদ।

পর্দা নয়, পাতাই হোক শেষ কথা

শ্রাবণী দত্ত, *প্রধান শিক্ষক*
কালীচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়,
রাঙাপানি , শিলিগুড়ি

অভ্যাস হল এমন আচরণ যা নিয়মিতভাবে বা বারবার করার ফলে স্বয়ংক্রিয় বা স্বাভাবিক হয়ে যায় অজান্তেই। ছোটবেলা থেকে নিয়মিত বই পড়ার অভ্যাস একদিকে যেমন বুদ্ধি ও চিন্তার বিকাশ ঘটায়, অন্যদিকে কল্পনাশক্তি

বিকাশের জন্যও খুব কার্যকর। বৃহৎ জগৎকে সম্পূর্ণ দেখার সুযোগ কম হলেও অধরা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় আনতে পারে একমাত্র বই। অনেকক্ষেত্রে এমন কিছু কথা যা লোকমুখে শুনে বিশ্বাস করা যায় না, সেই একই তথ্য বই থেকে পড়লে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়।

তাই পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অভ্যাস করো তোমার ভালোলাগা অন্যান্য বিষয়ের বই পড়ার।

* মেনে চলো কিছু সহজ কৌশল

১) আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলো, নিজের ওপর বিশ্বাস তৈরি করাটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ।
২) ছোটরা শুরুতে উজ্জ্বল রং, টেক্সচার, ছবিযুক্ত বই বেছে নাও।
৩) নিজস্ব পছন্দকে বুঝতে শেখো, যে বিষয় তোমার কাছে বেশি আকর্ষণীয়, সেই বই পড়তে শুরু করো।
৪) পড়ার জন্য আরামদায়ক কর্নার তৈরি করো। নিরিবিলি, আলোপূর্ণ স্থান যেখানে সময় কাটানো উপভোগ করবে।
৫) ছোট গল্প দিয়ে শুরু করো।
৬) সময় নিয়ে বই পড়ো। তাড়াহুড়ো করলে আগ্রহ হারাবে।
৭) প্রতিদিন অল্প করে পড়ার অভ্যাস করো। রাতে ঘুমানোর আগে বা নির্দিষ্ট একটি সময়ে কয়েক পাতা পড়ো।
৮) জোর করে নয়, আনন্দ নিয়ে জানার জন্য বই পড়বে।
৯) মনোযোগহীনতা হল বই এর প্রতি আগ্রহ হারানোর প্রধান কারণ। বই পড়ার সময় যে সমস্ত জিনিস মনোযোগ নষ্ট করে সেসব থেকে দূরে থাকো। যেমন টিভি, মোবাইল প্রভৃতি।
১০) যখন মনোযোগ সবচেয়ে বেশি থাকে তখন বই পড়ো।
১১) সক্রিয় থাকো। নিজের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সঙ্গে ধারণাগুলো সংযুক্ত করে নিজেকে প্রশ্ন করো।
১২) পড়ার শেষে সারাংশ লেখো, তাতে মূল বিষয় সহজে মনে রাখতে পারবে।
১৩) রিডিং চ্যালেঞ্জ নিতে হবে। পড়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করো। সপ্তাহে, মাসে অথবা বছরে নির্দিষ্ট সংখ্যক বই পড়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করলে নিজের অগ্রগতি বুঝতে পারবে।

সবশেষে সবাইকে বলব, প্রযুক্তির উন্নতির যুগে বই বাক্সবন্দি উপন্যাস। আপডেটেড ডিজিটাল ডিভাইস বা গ্যাজেটের পরিবর্তে বই উপহার দেওয়া বর্তমানে ভীষণভাবে জরুরি ও অনস্বীকার্য, কারণ জ্ঞান আহরণ ও বিনোদনে বই-এর মতো সঙ্গী নেই।

বই পড়ার অভ্যাস কেন প্রয়োজন

- নতুন শব্দ ও শব্দার্থ জানবে, শব্দভাণ্ডার বাড়বে।
- ভাষার প্রতি আগ্রহ বাড়বে।
- তোমাদের কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতা বাড়বে।
- নিজের মনোযোগ বাড়বে।
- দেশীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সমাজকে চেনার আগ্রহ বাড়বে।
- বই পড়ার ব্যস্ততায় নেতিবাচক কাজ এড়াতে পারলে নিজেকে বিভিন্ন অসামাজিক কাজের কুপ্রভাব থেকে দূরে রাখতে পারবে।

উচ্চমাধ্যমিক পদার্থবিদ্যায় প্রস্তুতির পরামর্শ

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

একাদশ শ্রেণিতে সিমেস্টার-১ ও সিমেস্টার-২ এর পর এবার পালা দ্বাদশ শ্রেণির সিমেস্টার-৩ পরীক্ষা। পুরোদমে তৃতীয় সিমেস্টারে ফিজিক্স বিষয়ের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দাও। একাদশ শ্রেণিতে ফিজিক্সে সিমেস্টার-১ পরীক্ষায় যেরকম MCQ টাইপ প্রশ্ন ছিল দ্বাদশ শ্রেণিতে সেরকমই হবে সিমেস্টার-৩ পরীক্ষা। যেহেতু ইতিমধ্যেই একবার সিমেস্টার-১-এ ফিজিক্সে MCQ টাইপ প্রশ্নে পরীক্ষা দিয়েছ সেহেতু দ্বাদশ শ্রেণিতে সিমেস্টার-৩-এ MCQ টাইপ পরীক্ষায় খুব বেশি অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তবে সিমেস্টার-৩ পরীক্ষায় ফিজিক্সে ভালো কিছু করতে হলে মানসিক চাপ কাটিয়ে উঠে এখনই লেগে পড়ো সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিতে। সঠিকভাবে সিমেস্টার-৩ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিলে ফিজিক্স পরীক্ষায় অবশ্যই ভালো ফল করতে পারবে।

সিমেস্টার-৩-এ ফিজিক্স পরীক্ষায় মোট ৫টি ইউনিট আছে। প্রতিটি ইউনিটের বিভিন্ন অধ্যায় থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে। ৩৫ নম্বরের MCQ প্রশ্ন হবে। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ (WBCHSE) কর্তৃক প্রদত্ত সিলেবাস অনুযায়ী Question format অনেকটা এরকম হবে-

1) General MCQ ধরনের প্রশ্ন থাকবে ১৭টির মতো।
2) Conceptual প্রশ্ন থাকবে ৮টির মতো।
3) Standard প্রশ্ন থাকবে ১০টির মতো।

General MCQ টাইপে Open Ended, Fill in the blanks, True/False থাকবে। Conceptual টাইপে Close Ended, Numerical, Diagram ভিত্তিক প্রশ্ন থাকবে ও Standard টাইপে Column matching, Assertion/Reason, Case Based (Daily life Based) প্রশ্ন থাকবে।

WBCHSE দ্বাদশ শ্রেণির সিমেস্টার-৩-এ ফিজিক্সের যে পাঠ্যসূচি তৈরি করেছে তা সর্বভারতীয় পাঠ্যসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করা হয়েছে। খুবই বিজ্ঞানসম্মতভাবে

তৈরি করা হয়েছে এই পাঠ্যসূচি। দ্বাদশ শ্রেণির পর বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভালো ফল করতেও এই পাঠ্যসূচি সুবিধাজনক হবে। দ্বাদশ শ্রেণিতে সিমেস্টার-৩-এ ফিজিক্স পরীক্ষায় প্রতিটি MCQ-এ ১ নম্বর করে থাকবে। সিমেস্টার-৩-এ ফিজিক্সে যে ইউনিটগুলো থাকবে সেগুলো হল -

ইউনিট-১ : স্থির তড়িৎ
ইউনিট-২ : প্রবাহী তড়িৎ
ইউনিট-৩ : তড়িৎপ্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া ও চৌম্বকত্ব
ইউনিট-৪ : তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ ও পরিবর্তী প্রবাহ
ইউনিট-৫ : তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ

সিমেস্টার-৩ পরীক্ষায় ইউনিট-১ থেকে ইউনিট-৪ পর্যন্ত এই চারটি ইউনিটের প্রতিটি ইউনিট থেকে ৮টি করে MCQ থাকবে এবং ইউনিট-৫ থেকে ৩টি MCQ থাকবে। যেহেতু সিমেস্টার-৩ পরীক্ষা MCQ টাইপ হবে তাই ইউনিট ধরে ধরে পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়তে হবে। ৫টি ইউনিট থেকে কোন কোন টপিক পড়বে ও কীভাবে প্রস্তুতি নেবে সে বিষয়ে আলোকপাত করলাম।

ইউনিট-১ এর অন্তর্গত অধ্যায়গুলো হল 'তড়িৎক্ষেত্র','তড়িৎবিভব' এবং 'ধারকত্ব ও ধারক'। 'তড়িৎক্ষেত্র' অধ্যায় থেকে কুলম্বের সূত্র, আধানের রৈখিক ঘনত্ব, আধানের তলমাত্রিক ঘনত্ব, আধানের আয়তন ঘনত্ব, বিন্দু আধানের জন্য তড়িৎক্ষেত্র, তড়িৎ বলরেখা, তড়িৎ-দ্বিমেরু, তড়িৎ ফ্লাক্স ও গাউসের উপপাদ্য ভালোমতো পড়তে হবে। 'তড়িৎবিভব' অধ্যায় থেকে যে টপিকগুলো পড়তেই হবে সেগুলি হল তড়িৎক্ষেত্র প্রাবল্য ও তড়িৎবিভবের মধ্যে সম্পর্ক, বিন্দু আধানের জন্য তড়িৎবিভব, সমবিভব তল ও তড়িৎ স্থিতিশক্তি। 'ধারকত্ব' অধ্যায় থেকে পরাবৈদ্যুতিক পদার্থ ও বৈদ্যুতিক মেরুবর্তিতা, ধারকের শ্রেণি ও সমান্তরাল সমবায়, সমান্তরাল পাত ধারকের ধারকত্ব, গোলীয় ধারকের ধারকত্ব এবং ধারকের মধ্যে সঞ্চিত শক্তি – এই টপিকগুলো ভালোভাবে বুঝে নিয়ে পড়ে ফেলবে।

(চলবে)

ভাবতে শেখো প্রকাশ করো

বিষয় : বিশ্ব উষ্ণায়নের গ্রাসে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়ে আগামী প্রজন্মের অস্তিত্ব। রক্ষা পাওয়ার একটি অন্যতম উপায় বৃক্ষরোপণ। তোমার এলাকায় আগামী দিনে তুমি কীভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করতে চাও লিখে জানাও।

গাছের রোপণ ও যত্ন দুটোই প্রয়োজন

সেলিনা পারভিন
দ্বিতীয় বর্ষ
শিলিগুড়ি কলেজ

বর্তমান সময়ে বিশ্ব উষ্ণায়ন একটি বড় সমস্যা। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে আগামী প্রজন্মের অস্তিত্ব এখন প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়ে। তবে আমরা মানুষরাই পারি পরিবেশকে রক্ষা করতে, নিজেদের সুজলা-সুফলা বসুন্ধরাকে বাঁচিয়ে রাখতে।

বিশ্ব উষ্ণায়নের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার অন্যতম উপায় হল বৃক্ষরোপণ। আমরা সকলেই জানি 'একটি গাছ, একটি প্রাণ।' গাছই পারে আমাদেরকে বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে রক্ষা করতে।

৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে প্রায় সারা বিশ্বে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। কিন্তু বৃক্ষরোপণের জন্য সেই একটি দিনই কি যথেষ্ট? নিশ্চয় নয়।

একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের প্রত্যেককে বৃক্ষরোপণ করা উচিত। কোনও বড় কিছুর শুরু প্রথমে ক্ষুদ্র পদক্ষেপেই হয়- 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা

বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল।' সেইজন্য নিজের এলাকা থেকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন শুরু করা উচিত।

নিজেদের এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করার প্রথম পদক্ষেপ হল এলাকার মানুষদের বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করা। এর জন্য সোশ্যাল মিডিয়াও ব্যবহার করা যেতে পারে।

আমার এলাকায় রাস্তার ধার, পুকুরপাড় এবং অন্যান্য ফাঁকা জায়গা চিহ্নিত করা হবে, যেখানে বৃক্ষরোপণ করা সম্ভব। কিন্তু শুধুমাত্র গাছ লাগালেই হবে না। গাছকে সঠিকভাবে যত্ন করতে হবে, বড় করতে হবে। গাছকেও প্রয়োজনীয় পরিবেশ দিতে হবে এবং এলাকাবাসীদের সচেতন করতে হবে।

বৃক্ষরোপণ সম্পর্কে মানুষদের এখনই সচেতন করে তুলতে হবে নাহলে হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে, কারণ- 'প্রকৃতি রহস্যময়ী, নাই তার কুল, মানুষ তাহার হাতে খেলার পুতুল।'

আমার বিশ্বাস, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সফল হবে এবং আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ ও সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

একটি গাছ, একটি প্রাণ

অরিজিৎ সরকার
দ্বিতীয় বর্ষ, যামিনী মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সংকট হল বিশ্ব উষ্ণায়ন। তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বরফ গলা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়ে চলেছে। এ অবস্থায় পরিবেশ রক্ষা করা আমাদের সবার দায়িত্ব। বৃক্ষরোপণ হল এ সংকট মোকাবিলার একটি সহজ ও কার্যকর উপায়। গাছ আমাদের জীবনদাতা। এটি কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে, অক্সিজেন দেয়, পরিবেশ ঠান্ডা রাখে এবং মাটির ক্ষয় রোধ করে। তাই সকলের উচিত গাছ লাগানো ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া।

আমার এলাকায় একটি সংগঠিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির পরিকল্পনা নিয়েছি। প্রথমে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে। আলোচনা সভা ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হবে।

এরপর রাস্তার ধারে, খালি জমি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশপাশে উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করা হবে। স্থান ও পরিবেশ অনুযায়ী ফলজ, বনজ ও ঔষধি নির্বাচন করে স্থানীয় নার্সারি ও বন বিভাগ থেকে সংগ্রহ করা হবে।

একটি নির্দিষ্ট দিন 'বৃক্ষরোপণ দিবস' হিসেবে উদযাপন করে স্বেচ্ছাসেবীদের সহযোগিতায় গাছ লাগানো হবে। পরে গাছের যত্ন ও সংরক্ষণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে এবং শিশু-কিশোরদের এতে সম্পৃক্ত করা হবে।

আমি বিশ্বাস করি, সক্রিয় অংশগ্রহণে আমরা একটি সবুজ, নির্মল ও বাসযোগ্য সমাজ গড়ে তুলতে পারি। একটি গাছ মানেই একটি প্রাণ- এই উপলব্ধি আমাদের পথ চলার প্রেরণা হোক।

হলুদ জলের রূপকথা

'ইয়েলো গ্লো ওয়াটার।' চেনা চেনা লাগছে? কথাটা না চিনলেও ভিডিওটা নিশ্চয়ই দেখেছেন! এক চিমটে হলুদগুঁড়ো মিশে যাচ্ছে এক গ্লাস জলে... সেই কাচের গ্লাসটি আবার বসানো মোবাইল ফোনের ফ্ল্যাশের উপর। আর তাতেই মনে হচ্ছে যেন হলুদ 'অভ্র' ছড়িয়ে পড়ছে জলে। কেউ বলছেন সায়েন্স শো, কেউ আবার শুধুই ট্রেন্ডে গা ভাসাচ্ছেন। কমবেশি সব রান্নায় ব্যবহার করা হয় হলুদ। রান্নাঘরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এটি। সেই হলুদই আজ 'সেলেব্রিটি'। ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুকজুড়ে শুধুই রিল, শর্টসে হলুদ জলের বাহার। ট্রেন্ডে গা ভাসাতে গিয়ে কী হচ্ছে অপচয়? খোঁজ নিলেন **দামিনী সাহা**

ভিউ পেতে নষ্ট

এই হলুদের আবার ট্রেন্ড! আমাদের সময় তো অ্যান্টিসেপটিক, গা জ্বালা, গলা ব্যথা, সবেতেই হলুদ লাগত বা খেতে হত। এখন সবাই সেটাকে খেলনার মতো ব্যবহার করছে। জিনিসটার অপচয় হচ্ছে শুধু 'ভিউ' পাওয়ার জন্য। রান্নার জিনিস দিয়ে যদি আলো বানাতে হয়, তবে ভাবার সময় এসেছে।

জয়িতা মহন্ত, *গৃহশিক্ষিকা*

আগ্রহ জন্মালেই হল

সরস্বতীপুজোর সকালে আমরা গায়ে হলুদ মাখতাম, সেটা ছিল এক ধরনের পবিত্রতা। এখন দেখছি সেই হলুদই গ্লাসে ভরে রিল বানানো হচ্ছে। তবে যদি এইভাবে হলুদের গুণ নিয়ে আবার আগ্রহ জন্মায়, তাতেও তো ভালো।

ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য, *নার্স*

বিজ্ঞান কী বলছে?

আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক দীপাঞ্জন পাল বলেন, 'হলুদ গুঁড়ো মেশানো জলে আলো পড়লে টিন্ডাল এফেক্টে তা ছড়িয়ে পড়ে, তাই উজ্জ্বল আভা দেখা যায়। পাশাপাশি, কণাগুলোর এলোমেলো নড়াচড়া আসলে ব্রাউনিয়ান মোশন, যা জলের অণুর সঙ্গে ক্রমাগত সংঘর্ষের ফল। ট্রেন্ড হলেও এর পেছনে রয়েছে সত্যিকারের বিজ্ঞান।'

পুষ্টিগুণ বোঝে না

আমাদের সময় কাঁচা হলুদ ঘষে ব্যবহার করতাম। এখন বাজার থেকে কেনা রং মেশানো গুঁড়ো হলুদ শুধু রিল বানাতে লাগছে। পুষ্টিগুণ না বুঝেই ফেলে দিচ্ছে অনেকে। এটা একধরনের অপচয় বই কিছু নয়।

জলি দে, *প্রাক্তন শিক্ষিকা*

শুধুই ভাইরাল হওয়া

আমি রিল বানিয়েছি, বন্ধুদেরও বানাতে দেখেছি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, বেশিরভাগ মানুষ জানেই না এটা কেন আলো দেয়। সায়েন্স, হলুদের উপকারিতা এসব কারও মাথায় নেই। সবাই শুধু ভিডিও ভাইরাল করতে চায়।

দিয়া রায়, *ছাত্রী*

ট্রেন্ডে গা ভাসানো

যাদের দেখছি রিল করছে, তারা শুধু ট্রেন্ডে উঠেছে। কেউ জানে না এটা টিন্ডাল এফেক্ট, কেউ জানে না হলুদ কেন কাজে লাগে। এটা নিছক সোশ্যাল মিডিয়া স্টারডম পাওয়ার দৌড়।

কৌশিকী গোস্বামী, *ছাত্রী*

যারা করছে করুক

আমি এই ধরনের ট্রেন্ড ফলো করি না। কিন্তু যারা করছে, করুক। প্রত্যেকেই আলাদাভাবে আনন্দ খোঁজে-কারও সেটা রিল বানানো, কারও রান্না, কারও পড়াশোনা।

মেহেক সরকার, *ছাত্রী*

হলুদের গুণ

হলুদের অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য ব্যথা কমাতে সাহায্য করে।

হলুদ ত্বককে উজ্জ্বল করে, ব্রণের সমস্যা কমায় এবং ক্ষত ও পোড়া দাগ দূর করতে সাহায্য করে।

হলুদ রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং ইনসুলিনের কার্যকারিতা উন্নত করে

১) খুদেদের সঙ্গে কেক কাটছেন জেলা শাসক। ২) আলিপুরদুয়ার শহরে জেলার ১১ বছর পূর্তি উপলক্ষে শোভাযাত্রা। ৩) ফলক উন্মোচন করছেন জেলা শাসক আর বিমলা। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

'জন্মদিনে' অভিনব উপহার

সরকারি অফিসেই লাইব্রেরি

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২৫ জুন : জন্মদিন মানেই উপহার। কিন্তু নিজের জন্মদিনে অন্যকে উপহার দেওয়ার মতো অভিনব বিষয় দেখা গেল বুধবার। এদিন ছিল আলিপুরদুয়ার 'জেলা' হওয়ার ১১ বছর পূর্তির অনুষ্ঠান, এককথায় বলতে গেলে 'জেলা'র 'জন্মদিন'। এবার জেলাবাসীকে উপহার দিল আলিপুরদুয়ার প্রশাসন। মহকুমা শাসকের অফিসে তৈরি হয় অভিনব এক 'লাইব্রেরি'। উদ্বোধন করলেন জেলা শাসক আর বিমলা। সেই লাইব্রেরির নাম দেওয়া হয় 'নালন্দা।' এই গ্রন্থাগারের আলমারিতে গল্পের বই, কম্পিটিটিভ পরীক্ষার বই সাজানো রয়েছে। তাছাড়া দেওয়ালের একপাশে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সকলেই ব্যবহার করতে পারবেন লাইব্রেরিটি।

মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়ের কথায়, 'অনেকেই আমাদের দপ্তরে আসেন নানা কারণে। অপেক্ষাও করেন। তাঁদের জন্যই ওয়েটিং রুমে এই গ্রন্থাগার তৈরি করা হয়েছে। কেউ গল্প পড়তে পারবেন, কেউ চাকরির প্রস্তুতি নিতে পারবেন। লাইব্রেরি কার্ডও চালু করার পরিকল্পনা আছে।'

জেলা শাসক বলেন, 'জেলার জন্মদিনে এমন একটি উদ্যোগ সত্যিই গর্বের।'

জেলার জন্মদিন উপলক্ষ্যে সকাল থেকেই ছিল উৎসবের আমেজ। ডিএম অফিস, ডুয়ার্সকন্যায় আয়োজিত হয় বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের। সেখানেই উন্মোচিত হয় বিশেষ একটি স্মারকফলক। সেখানে রয়েছে জেলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কবিতা। জেলার তথ্যও রয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক আর বিমলা, মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়, জেলা পরিষদের মেন্টর দেবাশিস গোস্বামী, পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, ভাইস চেয়ারম্যান মাম্পি অধিকারী, বঙ্গরত্ন প্রমোদ নাথ সহ অন্যরা।

এরপর কাটা হয় জন্মদিনের কেক। হয় আবৃত্তি, নাচ, গান। উপস্থিত ছিল ২০২৫ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের কৃতীরা। তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সৃষ্টিশ্রী স্টলের কর্মীদের জন্য অফিশিয়াল টি-শার্ট প্রকাশ করা হয়। 'এটি শুধু পোশাক নয়, এটি তাদের সম্মানের প্রতীক', বলেন জেলা শিল্প দপ্তরের এক আধিকারিক। এদিন জেলার থিমকে কেন্দ্র করে তৈরি 'আলিপুরদুয়ার' ছাপানো কফি কাপও উপহার হিসেবে বিতরণ করা হয় বিভিন্ন আমন্ত্রিত অতিথির মধ্যে।

বিকেলে জেলার জন্মদিন উপলক্ষ্যে আলিপুরদুয়ার জেলা উন্নয়ন মঞ্চের তরফে আয়োজিত হয় শোভাযাত্রা। আলিপুরদুয়ার চৌপথি থেকে কলেজ হল্ট পর্যন্ত এই মিছিলে ছিলেন লেখক, কবি, খেলোয়াড়, ব্যবসায়ী, নানা পেশার মানুষ, বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রী, ম্যাকউইলিয়াম স্কুলের স্কাউট অ্যান্ড গাইডস, ইউনিভার্সিটির এনসিসি টিম, লোকশিল্পী, নৃত্য ও সংগীত শিক্ষক-শিক্ষিকার।

প্রাক্তন বিধায়ক তথা আয়োজকদের তরফে সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'জেলার জন্মদিন মানে শুধু উৎসব নয়, নিজেকে জানার এবং নতুন করে গড়ে তোলার দিন। এই শোভাযাত্রা ছিল জেলার শক্তি ও সম্ভাবনার প্রতিচ্ছবি।'

জেলার জন্মদিন উপলক্ষ্যে আলিপুরদুয়ার উন্নয়ন মঞ্চের উদ্যোগে চারারোপণ করা হয়। শহরের প্যারেড গ্রাউন্ড, নিউটাউন পার্ক সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় গাছ লাগানো হয়েছে বলে জানান প্রাক্তন বিধায়ক। তিনি বলেন, 'জেলাজুড়ে প্রায় ৮ হাজার গাছ রোপণ করা হয়েছে। তবে শুধু গাছ লাগালেই হবে না, সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণও সমান জরুরি। তাই আমরা বাঁশ ও নেট দিয়ে প্রত্যেকটি গাছ ঘিরে দিয়েছি।' টেবিল টেনিস জাতীয় টিমের কোচ সৌরভ চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলে রিইউনিয়ন কমিটির তরফেও সংবর্ধনা দেওয়া হয় তাঁকে।

কালভার্ট মেরামত শুরু

আলিপুরদুয়ার, ২৫ জুন : উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জেরে নড়েচড়ে বসল আলিপুরদুয়ার পুরসভা। ১৪, ২০ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কালভার্টের ওপর বিপজ্জনক গর্তের মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে। কংক্রিট দিয়ে পুরো কালভার্টটি নতুন করে তৈরি করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকা ওই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় প্রতিদিন হাজার হাজার বাইক ও পথচারী যাতায়াত করতেন যা ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। বহুদিন ধরেই স্থানীয় বাসিন্দারা এই দাবি জানিয়ে আসছিলেন। কাজ শুরু হওয়ায় খুশি সকলে।

প্রায় ৬৫ হাজার টাকা খরচ করে মেরামত করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। ১৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার মাধবী দে সরকার বলেন, 'আগামী পনেরোদিনের মধ্যেই রাস্তাটি সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য হয়ে যাবে, তখন আমরা রাস্তাটি খুলে দেব।'

আগামী সপ্তাহে ডায়ালিসিস

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৫ জুন : আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে বুধবার নতুন ডায়ালিসিস ইউনিট পরিদর্শন করলেন বিশেষজ্ঞরা। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী সপ্তাহ থেকে এই পরিষেবা চালু হতে পারে বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আর তাতেই আশায় বুক বাঁধছেন স্বাস্থ্যকর্তারা। এদিন এবিষয়ে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুমিত গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'যে দল এসেছিল ডায়ালিসিস ইউনিট দেখতে, তারা জানিয়েছে সব ঠিক রয়েছে।'

ফেব্রুয়ারি মাস থেকে জেলা হাসপাতালের ডায়ালিসিস বিভাগের সমস্যা চলছে। রোগীদের হয়রানি হতে হয়েছে। প্রায় চার মাস ধরে হাসপাতালে ১টি মেশিন দিয়েই পরিষেবা দেওয়া হচ্ছিল। অন্যদিকে, জোরকদমে চলেছে নতুন ডায়ালিসিস ইউনিট তৈরির কাজ। ১০ বেডের ডায়ালিসিস ইউনিট তৈরি হলেও টেকনিকাল টিমের পরিদর্শন বাকি থাকলেও হাসপাতালে সমস্যা হচ্ছিল। সবকিছু তৈরি থাকলেও ডায়ালিসিস ইউনিট চালু করা যাচ্ছিল না।

ডায়ালিসিসের জন্য পরিস্রুত জল প্রয়োজন। সেই জলের জন্য নতুন ১টি ইউনিট তৈরি করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ওই জলের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল। সেই পরীক্ষার পর প্রয়োজনীয় শংসাপত্রও পেয়ে গিয়েছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তারপরেও বিশেষজ্ঞ দল না আসায় ক্ষোভ বাড়ছিল রোগী ও তাঁদের পরিজনদের মধ্যে।

এদিন স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষজ্ঞ দল ডায়ালিসিস ইউনিটের সঙ্গে পাশাপাশি অন্য সহযোগী বিভাগগুলিও পরিদর্শন করে। সবকিছু দেখে স্বাস্থ্য দপ্তরে তারা রিপোর্ট দেবে। অন্যদিকে, এদিন আলিপুরদুয়ার থেকে ওই দল আবার কোচবিহারের উদ্দেশে বেরিয়ে যায়। সেখানেও ডায়ালিসিস ইউনিট পরিদর্শনের কথা রয়েছে।

ওই ইউনিট মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে উদ্বোধন করার ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান সুমন কাঞ্জিলাল।

এসএসবি'র সাইকেল র‍্যালি

ফালাকাটা, ২৫ জুন : 'মাদককে না বলুন, জীবনকে হ্যাঁ বলুন' এই স্লোগানকে সামনে রেখে বুধবার শহর ফালাকাটায় সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করে এসএসবি সিমলাবাড়ি-ফালাকাটা ৫৩ নম্বর ব্যাটালিয়ন। ৫৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের কমান্ডান্ট বিজয় সিংয়ের নির্দেশে সেকেন্ড ইন কমান্ড ধীরজ কুমার, ডেপুটি কমান্ডান্ট অভিজিৎ সরকার সহ প্রায় ১০০ জওয়ান সাইকেল র‍্যালিতে অংশ নেন।

এদিন এসএসবি'র সদর দপ্তর থেকে র‍্যালি শুরু হয়ে শহরের বাবুপাড়া, ধূপগুড়ি মোড়, কলেজপাড়া এবং রেলস্টেশন হয়ে প্রায় ৮ কিমি পথ পরিক্রমা করে পুনরায় সদর দপ্তরে এসে সমাপ্ত হয়। দেশের নাগরিক এবং যুবসমাজকে মাদকের অপব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করতে এমন উদ্যোগ বলে জানান ৫৩ ব্যাটালিয়নের কমান্ডান্ট।

পথসভা

আলিপুরদুয়ার, ২৫ জুন : সাফাইকর্মীদের জমির পাট্টা, শিক্ষিত তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান ও নিয়োগ সহ একাধিক দাবিতে মঙ্গলবার পার্ক রোডে আম্বেদকরের মূর্তির সামনে পথসভা করল নর্থ বেঙ্গল বাসফোর ও হরিজন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। সম্পাদক গৌতম বাসফোর বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই দাবিগুলো উঠছে, কিন্তু বাস্তবায়নের কোনও উদ্যোগ নেই। সরকারি পদক্ষেপ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।' পথসভায় বহু সাফাইকর্মী ও তাঁদের পরিবার অংশ নেয়।

বিক্ষোভ

ফালাকাটা, ২৫ জুন : শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশন সমূহের আহ্বানে অবস্থান বিক্ষোভ হল। বুধবার ফালাকাটা ট্রাফিক মোড়ে দুপুর থেকে এই বিক্ষোভ শুরু হয়। চলে সন্ধ্যা পর্যন্ত। অবস্থান বিক্ষোভে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতারা বক্তব্য রাখেন। শ্রমকোড বাতিলের পাশাপাশি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ এবং স্বচ্ছভাবে নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

চা বাগানের জগন্নাথ দেব শহরে

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৫ জুন : শুরু হয়েছিল চা বাগানে। কলেবরে বড় হয়ে পুজোটা এখন শহরের। কারণ জগন্নাথ দেবের বাড়ি এখন বীরপাড়া চা বাগানে নয়, বীরপাড়া শহরের কালীবাড়িতে। মাসির বাড়ি শ'চারেক মিটার দূরে, হরি মন্দিরে। আর রথযাত্রার দিন ওই চারশো মিটার পথটা গিজগিজ করে পুণ্যার্থী, দর্শনার্থীদের ভিড়ে। জগন্নাথ দেবকে মাসির বাড়ি পৌঁছে দিতে রথের দড়ি টানেন হাজার হাজার মানুষ। কালীবাড়ি কমিটির সম্পাদক সোনা সরকারের কথায়, 'বীরপাড়ার রথযাত্রা শুধু ধর্মীয় আবেগ নয়, তুলে ধরে সম্প্রীতির ছবিও। জাতিধর্মনির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষ যোগ দেন রথযাত্রার মেলায়।'

আলিপুরদুয়ার জেলায় অন্যতম ঐতিহ্যবাহী বীরপাড়ার রথযাত্রা। মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক ছাড়াও ফালাকাটা, বানারহাট, ধূপগুড়ি ব্লকের বাসিন্দারা রথের দড়ি ছোঁয়ার আশায় হাজার হাজার পুণ্যার্থী ভিড় করেন বীরপাড়া কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে। বুধবারই দেখা গিয়েছে কালীবাড়ি প্রাঙ্গণ শরৎ চট্টোপাধ্যায় কলোনির রাস্তার দু'পাশে দোকানপাট বসেছে। বিক্রি হচ্ছে গরম গরম জিলিপি। কচিকাঁচারা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে মেলা প্রাঙ্গণে। এ মেলায় শুধু ধর্মীয় ভাবাবেগ নয়, জড়িয়ে রয়েছে বীরপাড়ার বেড়ে ওঠার ইতিহাসও। রথের মেলার দিনটি এগিয়ে এলে বীরপাড়ার প্রবীণদের চোখে যেন আজও ঝলমলিয়ে ওঠে কয়েক দশক আগে ফেলে আসা সেই সোনারঙের দিনগুলি।

প্রবীণদের কাছে জানা গিয়েছে, ১৯৬৩ সালে বীরপাড়া চা বাগানে হরেন পাল, হরিচরণ পাল, বিহারী পাল, মণীন্দ্র পাল ও সুবল পাল শুরু করেন রথযাত্রা। তখন রথ তৈরি করা হত বাঁশ দিয়ে। জগন্নাথ দেব বাঁশের রথে চেপে মাসির বাড়ি যেতেন। ১৯৬৬ সাল থেকে বছর পর সেই রথযাত্রা শুরু হয় বীরপাড়া থেকে। পিনাক চৌধুরী কাঠের রথ তৈরি করিয়ে নেন। পরে রথযাত্রা পরিচালনার দায়িত্ব নেন সরোজ দাস, কালী পালচৌধুরী, সত্যেন সরকার, অক্ষয় সরকার, শৈলেশ সরকার, সুবল পাল প্রমুখ। প্রতি বছর রথযাত্রার দিন জাঁকালো রথে চেপে শ'চারেক মিটার দূরে হরি মন্দিরে মাসির বাড়ি যান জগন্নাথ দেব। বাকি বছর তিনি থাকেন কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে।

বীরপাড়ার তরুণ বিমান পালের কথায়, 'বহু পুরোনো রথযাত্রার মেলা বীরপাড়ার ঐতিহ্য। তবে বৃষ্টি হলে নিকাশি সমস্যায় হরি মন্দির এলাকায় নোংরা জল জমে। এর একটা সমাধান হওয়া দরকার।'

বীরপাড়ার কালীবাড়ি চত্বরে দোকানপাট বসতে শুরু করেছে।

রথযাত্রার আয়োজন

জয়গাঁয় লোহার রথ

জয়গাঁ, ২৫ জুন : আর একদিন বাকি রথযাত্রার। রথে চেপে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা যাবেন মাসির বাড়ি। সাজোসাজো রব প্রতিটি এলাকায়। এবার বড় করে রথযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে ভারত-ভুটান সীমান্ত শহর জয়গাঁয়। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। জগন্নাথের মাসির বাড়ি হয়েছে জয়গাঁ শহর এলাকায়।

রথযাত্রা আয়োজনে খুশির আমেজ দেখা গিয়েছে জয়গাঁবাসীদের মধ্যে। একটি লোহার রথ আনা হয়েছে গোপীমোহন ময়দানে। সংক্ষিপ্ত সময়ে কাঠের রথ তৈরি করা যায়নি। তবে আগামী বছর কাঠের রথ তৈরির চেষ্টা করা হবে বলে জানানো হয়েছে কমিটির তরফে। তবে লোহার রথটিকে সাজিয়ে তোলা হবে। আগামীকাল সেটিকে রং করা হবে। রথের দিন ফুল ও নানা সরঞ্জাম দিয়ে সাজিয়ে তোলা হবে রথটিকে। গোপীমোহন ময়দান সংলগ্ন এলাকায় এক হরি মন্দিরে রয়েছে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ। রথের দিন এই বিগ্রহগুলিকে রথে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে মাসির বাড়িতে।

শুক্রবার বিকেল ৩টার সময় শুরু হবে রথযাত্রা। রথযাত্রা কমিটির পক্ষ থেকে সকল পুণ্যার্থীদের সেসময় গোপীমোহন ময়দানে উপস্থিত থাকার জন্য জানানো হয়েছে। রথযাত্রা কমিটির পক্ষ থেকে রাজেশ সাহা বলেন, 'রথযাত্রা হিন্দুদের অন্যতম উৎসব। জগন্নাথ দেব রথে চেপে মাসির বাড়ি যাওয়ার সময় সকলকে দেখা দেন। হরি মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার নিত্য পুজো হয়। আগেও রথের দিন মন্দিরে পুজো হত। এবার রথে চেপে দেবদেবীরা ঘুরবেন জয়গাঁ। রথের দড়ি টানা নিয়ে যাতে অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য স্বেচ্ছাসেবক রাখা হবে।'

গোপীমোহন ময়দান থেকে শুরু হয়ে রথ এনএস রোড, এমজি রোড হয়ে সুভাষপল্লি চলে যাবে মাসির বাড়ি। সুভাষপল্লির একটি বাড়িকে মাসির বাড়ি করা হয়েছে। সেখানে সাতদিন কীর্তন ও ভোগ দেওয়া হবে। ৫ জুলাই উলটো রথের দিন হরি মন্দিরে আনা হবে রথ। রথযাত্রা কমিটির সচিব কৃষ্ণ জয়সওয়াল বলেন, 'আমরা সাধ্যমতো রথযাত্রার আয়োজন করছি। পুণ্যার্থীদের ভক্তিতে এই রথযাত্রা সাফল্য পাবে, তা আমাদের বিশ্বাস।'

পিএইচই অফিসে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন ঠিকাদাররা। বুধবার আলিপুরদুয়ারে।

ডাকাতি কাণ্ডে ধৃত আরও ১

পরিচয় লুকোতে ভরসা বিশেষ অ্যাপ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ জুন : সোনা লুটের ঘটনার ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই সাফল্যের মুখ দেখল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। আগেই যে দুজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল সেই মহম্মদ সামসাদ ও সাফিক খানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিহারে গিয়ে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে মেট্রোপলিটান পুলিশের বিশেষ একটি টিম। এদিকে, জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশের হাতে আরও যেসব তথ্য উঠে এসেছে, তা চোখ কপালে তুলে দেওয়ার মতো। পুলিশ জানতে পেরেছে, ডাকাতির ঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতীরা একটি বিশেষ ধরনের অ্যাপ ব্যবহার করত। ওই অ্যাপের মাধ্যমে ফোনকল করা থেকে শুরু করে মেসেজ পাঠানো, সব করা হত।

এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, বিহারের বিখ্যাত 'গোল্ড থিফ' সুবোধ সিং-এর গ্যাংয়ের সঙ্গে এর কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না। এর আগে বিহারের আড়াতে সোনার দোকান লুট হওয়ার পর অভিযুক্তদের পাকড়াও করেছিল বিহার পুলিশ।

তখন তদন্তে উঠে এসেছিল বিহারের ঘটনার সঙ্গে ব্যারাকপুরে সংশোধনাগারে বন্দি সুবোধ সিংয়ের যোগসূত্রের কথা। সোশ্যাল মিডিয়া সহ বিশেষ ধরনের অ্যাপের মাধ্যমে গ্যাং সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত সুবোধ। শিলিগুড়ির ঘটনার ক্ষেত্রেও মোডাস অপারেন্ডি অনেকটা একই রকমের। যদিও এক্ষেত্রে সুবোধ গ্যাংয়ের যোগ আছে কি না, এখনই সেব্যাপারে পরিষ্কার করে বলতে পারছেন না তদন্তকারীরা। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলছেন, 'সুবোধ গ্যাংয়ের সদস্য কারা ছিল, এই গ্যাংয়ের সদস্য কারা, এব্যাপারে আমাদের কাছে কোনও তথ্য নেই। তাই এব্যাপারে কিছু বলা যাবে না।'

তদন্তে পুলিশ আধিকারিকরা আরও একটা বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন যে, সেই দলের সদস্যরা কেউই একে অপরের ভালো নাম জানে না। পুলিশের হাতে রবিবার গ্রেপ্তার হওয়া সাফিক ও সামসাদও কিন্তু একে অপরের নাম জানত না। তারা দলের অন্য সদস্যদের কাছে পরিচিত ছিল ডোডো ও বাবু নামে। একে তো অ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখা হত। তার ওপর আবার একে অপরের নামও জানত না। এই পরিস্থিতিতে ঘটনায় জড়িত সমস্ত গ্যাং সদস্যের ছবি পেলেও তাদের চিহ্নিত করতে রীতিমতো সমস্যায় পড়ছেন পুলিশকর্তারা।

এদিকে, বিহার থেকে ধৃত দুষ্কৃতীকে ট্রানজিট রিমান্ডে শিলিগুড়ি আনা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ডিসিপি রাকেশ। পুলিশ সূত্রে খবর, গোটা ঘটনার পরিকল্পনা করা ও সেইমতো অপারেশন সাঙ্গ করার সঙ্গে ওই ব্যক্তি সরাসরি জড়িত ছিল। ঘটনায় সেই দুষ্কৃতী পুরোপুরি জড়িয়ে ছিল। গ্যাংয়ের এক পান্ডা বিভিন্ন সময় বিহার থেকে শিলিগুড়ি শহরে এসে ওই দুষ্কৃতীদের সঙ্গে আলোচনা করেছে। পাশাপাশি টাকার জোগান দিয়েছে। এমনকি অপারেশনের নেতৃত্ব দিয়েছে। ধৃত ব্যক্তিই সেই পান্ডা বলে মনে করা হচ্ছে। ডিসিপি'র কথাতেও সেই ইঙ্গিত মিলেছে। তাঁর বক্তব্য, 'যারা প্ল্যানিং করে তারাও ঘটনার সঙ্গে পুরোপুরি জড়িত। বিহার থেকে একজনকে ধরা হয়েছে। তাকে শহরে নিয়ে আসার পর এই গ্যাংয়ের ব্যাপারে আরও তথ্য মিলবে।'

রহস্য জটিল
- দুষ্কৃতীরা বিশেষ এক ধরনের অ্যাপ ব্যবহার করত
- সেই অ্যাপের মাধ্যমেই ফোনকল ও মেসেজ করত
- তারা একে-অপরের ভালো নামও জানত না
- বিহারের এক পান্ডা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত
- টাকার জোগানও দিত সেই ব্যক্তিই

৪২ কোটি

প্রথম পাতার পর

প্রাপ্য ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ও ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটের সময় নানা কাজের জন্য প্রাপ্য ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা বকেয়া। সব মিলিয়ে প্রায় ৪২ কোটি বকেয়া। আপাতত জেলার প্রায় ১৪০টি জায়গায় পিএইচই'র কাজ বন্ধ রয়েছে। পিএইচই ডিস্ট্রিক্ট কন্ট্রাক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিশাল ভৌমিক বলেন, 'এত বিপুল পরিমাণ টাকা বকেয়া থাকায় ঠিকাদাররা সাংঘাতিক বিপদে পড়েছেন। কেউ জমিজমা, কেউ বা স্ত্রীর গয়না বন্ধক রাখছেন। এইভাবে চলতে থাকলে সকল কাজ বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।'

এদিকে, টাকা বকেয়া নিয়ে সমস্যায় চা বাগান সহ প্রান্তিক এলাকায় মাঝপথে কাজ থমকে যাওয়ায় বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছানোর কাজ বিশবাঁও জলে। ঠিকাদারের বেতন বন্ধে পাম্প অপারেটর ও অন্য পিএইচই'র কর্মীদের বেতন বন্ধ। সব মিলিয়ে পিএইচই'র জল পরিষেবার উপর প্রভাব পড়ছে।

অন্যদিকে, পিএইচই কর্তারা অভিযোগ তুলেছেন, ঠিকাদারদের কাজে গাফিলতি রয়েছে। দলমোর ও দলমণি-রামঝোরা এলাকায় দুটি প্রকল্প ঠিকমতো কাজ না করায় দুই এজেন্সিকে বরখাস্ত করা হয়েছে। সেই দুটি প্রকল্পের প্রায় চার কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। সেই কাজ মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। পরে অবশ্য আবার টেন্ডার করে সেই দুটি প্রকল্পের কাজ ফের চালু করার প্রক্রিয়া চলছে।

জমির খোঁজ

প্রথম পাতার পর

এদিন যেমন আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'পুরসভার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এক জায়গায় হওয়ার কথা ছিল। তবে পরে জায়গা পরিবর্তন হয়। সেই জায়গাটাও দেখা হচ্ছে।' প্রসেনজিৎ নির্দিষ্ট করে কোনও জায়গার কথা না বললেও বঞ্চুকামারিতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট করার কথা ছিল। তাহলে কি সেখানে মেডিকেল কলেজ হতে পারে? এব্যাপারে এখনই জেলা প্রশাসনের কর্তারা মুখ খুলতে রাজি হননি।

তবে মেডিকেল কলেজের এই চক্রকে আবার কটাক্ষ করেছে বিজেপি। দলের জেলা সভাপতি মিঠু দাসের কথায়, 'মেডিকেল কলেজের জন্য জমি দেখা হচ্ছে বলে জানাল প্রশাসন। সেটা তো ভালো কথা। তবে আমাদের আশঙ্কা, রাজ্যের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ যেমন পরিকাঠামোর অভাবে ভুতুরে বাড়িতে পরিণত হয়েছে, এখানেও না তেমনটাই হয়। আমরা চাই, জেলাবাসী উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা পাক। সেজন্য যা যা করা দরকার, সেটা করা হোক।'

বিপ্লব ভুট্টার

প্রথম পাতার পর

পচনশীল ক্যারিব্যাগের প্রচার করছি। অনেকে সচেতন হয়ে আমাদের এই ক্যারিব্যাগ ব্যবহার করছেন।' ভুট্টার দানা থেকে তৈরি হওয়ায় ছয় মাস পরই এই ব্যাগে পচন ধরতে শুরু করে। পরবর্তীতে যা সম্পূর্ণ জৈবিক উপায়ে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। ফলে দূষণ তো হবেই না, বরং এমন ক্যারিব্যাগ থেকে জৈব সার পাওয়া সম্ভব। তাঁদের উদ্যোগের পাশে দাঁড়িয়েছে ক্ষুদ্র, ছোট, মাঝারি শিল্প দপ্তর। দপ্তরের জেলার এক আধিকারিক বলছেন, 'পরিবেশ রক্ষার এই লড়াইকে আমরা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আরও তরুণ যাতে উৎসাহ হয়, তার জন্য প্রচার এবং কর্মশালার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'ভুট্টার দানা থেকে তৈরি এই ক্যারিব্যাগ পরিবেশবান্ধব হওয়ায়, প্রতিটি বাজারে তা নিয়ে আমরা প্রচার শুরু করেছি। মানুষের মধ্যে সচেতনতাবোধ কাজ করতে শুরু করেছে।' পাহাড় তো বটেই, সমতল শিলিগুড়ির থেকেও তাঁরা অর্ডার পাচ্ছেন বলে জানান প্রদীপ। তাঁর দাবি, 'প্রচার এবং এই ব্যাগ ব্যবহার শুরু হওয়ায় প্রত্যেক মাসে অন্তত চার টন পলিব্যাগের ব্যবহার কমেছে পাহাড়ে। কমছে দূষণও।' সমতল কি পাহাড়ের পথে হাঁটবে?

বেটিং নিয়ে বোমাবাজি

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৫ জুন : কোচবিহার জেলায় বোমাবাজি নতুন কোনও ঘটনা নয়। রাজনৈতিক দিক থেকে উত্তপ্ত এই জেলার বেশ কিছু জায়গায় তো ভোটের আগে-পরে এমন ঘটনা স্থানীয়দের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। তবে মঙ্গলবার রাতে কোচবিহারের খারিজা ফুলেশ্বরী গ্রামের বাসিন্দা মনোজ মোদকের বাড়িতে যে বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে, তার পিছনে থাকা কারণ কিন্তু 'অভিনব'। আইপিএল নিয়ে বেটিংয়ের জেরে সেই বোমাবাজি বলে জানাচ্ছে পুলিশ। মানছেন মনোজও। পুলিশ সূত্রে খবর, আইপিএলের বেটিংয়ে হেরে যাওয়া টাকা সময়মতো দিতে না পারায় তাঁর বাড়িতে বোমা মেরেছে পাওনাদাররা।

ঘটনার পর বুধবার দিনভর এলাকা থমথমে ছিল। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, মনোজ নিজেই আইপিএলের বেটিং চক্রের এক পান্ডা। রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিল পুলিশ। কোতোয়ালি থানার পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অভিযুক্তরা বর্তমানে পলাতক। ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে, এই ঘটনার পিছনে আবার তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল রয়েছে বলে অভিযোগ। দলের কেউ হামলায় যুক্ত থাকলে তাকে বহিষ্কারের হুঁশিয়ারি দিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব।

অভিযোগ, একটি চার চাকার গাড়িতে চেপে রাতে কোচবিহার-১ ব্লকের পুঁটিমারি-ফুলেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই এলাকায় পৌঁছায় অভিযুক্তরা। প্রথমে মনোজের বাড়ির সামনে বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে। পরে তাঁর বাড়িতেও বোমা ছোড়া হয়। হামলার পর মনোজের প্রতিবেশীরা সেই গাড়িটিকে আটকালে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দোষীদের শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন প্রতিবেশীরা। আইপিএলের বেটিং নিয়েই যে দুই পক্ষের মধ্যে ঝামেলা চলছিল তা স্বীকার করে নিয়েছেন মনোজ। তাঁর কথা, 'আইপিএলের বেটিং নিয়ে প্রায় দুই লক্ষ টাকা দিয়েছি। ওরা আরও ১০ হাজার টাকা পেত। রাতে আমি বাড়িতে ছিলাম না। সেই সময় আমার বাড়িতে এসে বোমাবাজি করেছে। এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। পুলিশকেও বিষয়টি জানিয়েছি।' পঞ্চায়েত সদস্য গোপাল বর্মনের কথা, 'টাকা নিয়ে ওদের মধ্যে ঝামেলা ছিল। এটা খুবই নিন্দনীয় ঘটনা। দোষীদের শাস্তি হওয়া উচিত।' তবে, এই ঘটনায় রাজনীতির রং লাগতে শুরু করেছে। বাসিন্দাদের দাবি, দুই পক্ষই তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িত। তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল বলে বিরোধীদের দাবি। হামলার শিকার হওয়া মনোজ দাবি করেছেন, 'আমি তৃণমূল কংগ্রেস করি। যারা হামলা করেছে তারাও তৃণমূলের সঙ্গেই যুক্ত।' তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক স্পষ্ট বলেছেন, 'যতদূর শুনেছি হামলার পেছনে বিজেপির হাত রয়েছে। তবে সেখানে তৃণমূলের কেউ যুক্ত থাকার সম্ভাবনাও রয়েছে। সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসুর কথা, 'এটি তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের ফলাফল।'

এই গাড়ি নিয়েই এসেছিল অভিযুক্তরা। ছবি : জয়দেব দাস

চাঞ্চল্য
- মনোজের থেকে পাওনাদাররা আরও ১০ হাজার টাকা পেত, দাবি
- একটি চার চাকার গাড়িতে চেপে এলাকায় যায় অভিযুক্তরা
- প্রথমে মনোজের বাড়ির সামনে বোমা মারা হয়, অভিযোগ
- পরে তাঁর বাড়িতেও বোমা ছোড়া হয়
- মনোজের প্রতিবেশীরা সেই গাড়িটিকে আটকান
- অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়

হুইলচেয়ার বিলি

কালচিনি, ২৫ জুন : বিশেষভাবে সক্ষমদের পাশে দাঁড়াল কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি ও কালচিনি ব্লক প্রশাসন। বুধবার ইউনিয়ন অ্যাকাডেমি কালচিনি হাইস্কুলে শিবির করে বিশেষভাবে সক্ষমদের হুইলচেয়ার, শ্রবণযন্ত্র সহ বিভিন্ন সামগ্রী দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন কালচিনির বিডিও মিঠুন মজুমদার, কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাধো লোহার প্রমুখ। সাধো বলেন, এদিন ব্লকের ৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের নিয়ে শিবির হয়েছে। বাকি ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের বৃহস্পতিবার সামগ্রী দেওয়া হবে।

দাবি পেশ

মাদারিহাট, ২৫ জুন : মাদারিহাট সিনিয়র সিটিজেন অ্যান্ড হিউম্যান ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে বুধবার আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসককে তিন দফা দাবি জানানো হল। এই সংগঠনের সভাপতি গোবিন্দ গৌতম ও সম্পাদক গোপাল সন্ন্যাসী জানালেন, ভুটানে মাইনিংয়ের ফলে ডলোমাইটমিশ্রিত জলে ক্ষতি হচ্ছে তিতি, বাংড়ি ও হলং নদীর। নদীগুলির নাব্যতা কমে যাচ্ছে। অবিলম্বে এই মাইনিং বন্ধ করতে হবে। তাছাড়া মাদারিহাটে রবীন্দ্র ভানু পার্কের উন্নয়ন ও মাদারিহাটে কলেজ তৈরির দাবি জানানো হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো এবং তুলসিরাম কার্কি।

বৈঠক

বীরপাড়া, ২৫ জুন : জয়বীরপাড়া চা বাগান খুলতে বৃহস্পতিবার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ডেকেছে মালিকপক্ষের সংগঠন আইটিপিএ। সংগঠনের ডুয়ার্স শাখার বীরপাড়ার অফিসে ওই বৈঠকে মালিকপক্ষের সঙ্গে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন এবং বিডিপিইউইউয়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। আইটিপিএ'র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মা বলছেন, 'একটা বাগান হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাক, আমরাও চাই না। তাই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে জট কাটানোর চেষ্টা করা হবে।'

হাতির হানা

কুমারগ্রাম, ২৫ জুন : মঙ্গলবার রাতে কুমারগ্রামের বিত্তিবাড়িতে একটি হাতি দাপিয়ে বেড়ায়। ক্ষুদিরাম সরকারের কয়েকটি সুপারি গাছে ভেঙে দেয়। রান্নাঘর ভেঙে মজুত খাদ্যসামগ্রী সাবাড় করে দেয়। খবর পেয়ে ভল্কা রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ৩ ঘণ্টার চেষ্টায় হাতিটিকে চ্যাংমারি বিটের জঙ্গলে ফেরত পাঠানো হয়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন গ্রামবাসীরা।

পালটা মার দেওয়ার নিদান সুকান্তর

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২৫ জুন : কিছুদিন আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে 'লাস্ট ওয়ার্নিং' দিয়েছিলেন তিনি। এবার পালটা মার দেওয়ার নিদান দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। বুধবার বিজেপির প্রতিবাদ সভায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে বলতে শোনা যায়, 'এতদিন আপনারা মার খেয়ে এসেছেন। এবার সময় বদলাচ্ছে। এখন মার দেবার পালা এসেছে।' সিনেমার প্রসঙ্গ টেনে তিনি তৃণমূলকে ভিলেন হিসেব তুলে ধরে বলেন, 'প্রথমে নায়কেক মার খেতে হয়। পরবর্তীতে পালটা মার খায় ভিলেন। বিজেপির মার খাওয়ার দিন শেষ। এবার ভিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মার খাওয়ার দিন আসছে।' স্বাভাবিকভাবে বালুরঘাটের সাংসদের পালটা আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। তৃণমূলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছেন, 'উনি মাঝে মাঝেই লাস্ট ওয়ার্নিংয়ের কথা বলেন। যদিও সাল বলেন না। আমরা সালটা জানতে চাই। উনি দিন, সময় এবং জায়গার কথা বলুন, আমরা সেখানে যাব।'

বঙ্গ রাজনীতিতে সুকান্তের আলাদা একটা পরিসর রয়েছে। সাধারণত তিনি কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন না। এমনকি নানান ঘটনা এবং রাজ্যের শাসকদলের সমালোচনা তাঁর মুখে শোনা গেলেও, সেই অর্থে হুমকি বা হুঁশিয়ারি দিতে তাঁকে সাধারণত দেখা যায় না। কিন্তু কিছুদিন ধরেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি অন্যমাত্রায় ধরা দিচ্ছেন। যে কারণে এদিন তিনি যখন পালটা মারের কথা বলছেন, তখন বিজেপি কর্মীদের বড় একটা অংশের মধ্যে বাড়তি উন্মাদনা দেখা যায়। বালুরঘাটে মেডিকেল কলেজ তৈরি, দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস চালু সহ একাধিক দাবি এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ, পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা, হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের অভিযোগে বুধবার বিকেলে বালুরঘাটে প্রতিবাদ মিছিল শেষে জেলা শাসকের কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে বিজেপি। ঘেরাও কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে এদিন দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা বসে পড়েন অবস্থান বিক্ষোভে। এমন কর্মসূচি থেকে তৃণমূল এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ তোলা হয়। পরে দলীয় একটি প্রতিনিধিদল ১৫ দফা দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি জেলা শাসকের কাছে জমা দেয়। এই কর্মসূচিতেই তোপ দাগেন সুকান্ত। এদিনের কর্মসূচিতে সুকান্ত ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তপনের বিধায়ক বুধরাই টুডু, গঙ্গারামপুরের বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়, বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী প্রমুখ। অন্যদিকে, জরুরি অবস্থার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দক্ষিণ দিনাজপুরে দিনটিকে কালা দিবস হিসেবে পালন করে বিজেপি। তৎকালীন ইন্দিরা গান্ধির সরকার জরুরি অবস্থা জারি করে সাধারণ মানুষ এবং বিরোধীদের ওপর দমনপীড়ন নীতি কার্যকর করেছিল বলে অভিযোগ তোলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত।

তৎকালীন ইন্দিরা গান্ধির সরকার জরুরি অবস্থা জারি করে সাধারণ মানুষ এবং বিরোধীদের ওপর দমনপীড়ন নীতি কার্যকর করেছিল বলে অভিযোগ তোলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত। সাংসদ কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে সুকান্ত বলেন, 'আজকের পশ্চিমবঙ্গেও কার্যত এক অঘোষিত জরুরি অবস্থা জারি রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। দুর্নীতিকে ঢাকতে প্রশাসনকে ব্যবহার করা হচ্ছে। রাজ্যে আইনের শাসনের নামে চলছে দলীয় সন্ত্রাস।'

একনজরে
- অঘোষিত জরুরি অবস্থা এরাজ্যেও, অভিযোগ বিজেপি রাজ্য সভাপতির
- বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশে তৃণমূলকে পালটা মার দেওয়ার নিদান সুকান্তের
- পালটা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দিন, সময় এবং জায়গার নাম জানতে চাইল তৃণমূল

হেনস্তা, তবু রাজস্থানে ইটাহারের শ্রমিকরা

প্রথম পাতার পর

গ্রামে ফিরলে সেই টাকা পাব কোথায়?' মঙ্গলবার রাজস্থানে পুলিশ আটকে রাখায় বাংলার রাজ্য প্রশাসন ওই শ্রমিকদের পরিচয়পত্র ও বাড়ির ঠিকানা পাঠিয়ে দিয়েছিল। যা পাওয়ার পরেই রাজস্থান সরকার তড়িঘড়ি তাঁদের ছেড়ে দেয়।

রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বুধবার বলেন, 'বিজেপি যে বাংলা বিরোধী, তা ফের প্রমাণ হয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় সরব না হলে ওই শ্রমিকদের আটকে রাখা হত।' বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে বলে তৃণমূল অভিযোগ তুললেও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ঘটনাটির দায় চাপিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর ঘাড়েই।

সুকান্ত বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই বাঙালিদের হয়রানি। তিনি যদি জাল আধার কার্ড না দিলে এমন ঘটনা ঘটত না।' তাঁর কথায়, 'যে মুখ্যমন্ত্রী বাঙালির পেটে অন্ন দিতে পারেন না, তাঁর বাঙালির সম্মান নিয়ে মাথাব্যথা করার কী আছে?' বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষও প্রশ্ন তোলেন, 'বাংলার বাসিন্দাদের ভিনরাজ্যে কাজ করতে যেতে হবে কেন? রাজ্য সরকার কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে পারছে না বলেই লোকে ভিনরাজ্যে যাচ্ছে।'

তাঁর বক্তব্য, 'কেউ হেনস্তা হোক, আমরাও চাই না। আমরা চাই, বাংলার মানুষ বাংলাতেই কাজ পাক।'

ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন পালটা বলেন, 'আধার কার্ড তো দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। তাহলে কেন্দ্র কি জাল আধার কার্ড দেয়? আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কর্মসংস্থানমুখী অনেক প্রকল্প চালু করেছেন। ফলে কাজের জন্য বাইরে যাওয়া মানুষের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক কমেছে।'

সুকান্তকে কটাক্ষ করে মোশারফের বক্তব্য, 'বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালি শ্রমিকরা হেনস্তার শিকার হওয়ায় আশা করেছিলাম, বাঙালি হিসেবে সুকান্তবাবু ওই শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াবেন। কিন্তু তিনি তার রাজনৈতিক লাইনেই চলছেন।' তবে বাংলাভাষী শ্রমিকদের এই হেনস্তায় দুর্গতি বাংলায় বসবাসকারী রাজস্থানের আদি বাসিন্দা মাড়োয়ারিরা। তাঁদেরই একজন কালিয়াগঞ্জের রামগোপাল মন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশিদের ধরা হোক। কিন্তু তা করতে গিয়ে কোনও রাজ্যে বাঙালিদের হেনস্তা করা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।'

রায়গঞ্জ শহরে ৩০০ মাড়োয়ারি পরিবারের বাস। সুদর্শনপুর দ্বারিকা প্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্রের পরিচালন কমিটির সভাপতি প্রদীপ আগরওয়ালার কথায়, 'রাজস্থানে যা হয়েছে, ভালো হয়নি। এখানে তো আমাদের সমস্যায় পড়তে হয়নি।'

হরিশচন্দ্রপুর মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক পবন কেডিয়া বলেন, 'রাজস্থানে যা হয়েছে, তা আমরা মানতে পারছি না। আমার জন্ম বাংলায় হলেও রাজস্থান আমার পূর্বপুরুষের মাটি। তাই সেখানে বাঙালির অসম্মান হলে আমার মনেও ব্যথা লাগে।'

রাজস্থান থেকে মোবাইলে ইটাহারের আদি বাসিন্দা মোজাহার শেখ শোনালেন, 'আজ আর কোনও অসুবিধা হয়নি। যে যার কাজ করছি।' ঘরে ফেরার প্রশ্নে মোজাহারের বক্তব্য, 'ফিরলে করব কী? রুটিরুজির জন্যই তো গ্রাম ছেড়ে এত দূরে এসে পড়ে আছি। আশা করছি, আর সমস্যা হবে না। ঘরে ফেরার কথা তাই ভাবছি না।'

সালিশিতে ফতোয়া

প্রথম পাতার পর

গ্রামবাসীদের সঙ্গে না সমস্যা বাড়ে সেজন্য তাঁরা মুখে তালা দিয়েছেন। গারোহিটা গ্রামে বুধবার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন আলিপুরদুয়ারের সমাজকর্মী বিমান সরকার। তিনি বলেন, 'গ্রামের পরিবেশটাই অন্যরকম। অবৈধভাবে ওই ব্যক্তিকে গ্রামছাড়া করার কাজ চলছে। কুসংস্কারের বাসা রয়েছে। এই সমস্যা সমাধানে প্রশাসনের উদ্যোগ নেওয়া দরকার।'

ঘটনার কথা পৌঁছেছে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের কানেও। কলকাতা থেকে আলিপুরদুয়ারে ফিরে বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। অন্যদিকে, বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস এই ঘটনার কথা শোনেননি বলে জানিয়েছেন। একদিকে প্রশাসন হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে। অন্যদিকে, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি তো নিজেই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। সালিশিতে অংশ নিচ্ছেন। আর তৃণমূল ও বিজেপির নেতারাও নিষ্ক্রিয়।

'ঘরবন্দি' মা, ছেলে যেন মৃত্যুপথযাত্রী

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৫ জুন : সুচিত্রা সেন অভিনীত কালজয়ী বাংলা সিনেমা 'দীপ জ্বেলে যাই' দেখেননি, এমন বাঙালি দর্শক পাওয়া দুষ্কর। সেখানে মানসিক হাসপাতালের নার্স রাধা তাঁর রোগীদের সঙ্গে এতটাই একাত্ম হয়ে পড়েছিলেন যে, শেষে নিজেই মনোরোগী হয়ে যান। কাহিনীতে সামান্য কিছু বদল থাকলেও নাগরাকাটার ভগৎপুর চা বাগানের অবসরপ্রাপ্ত নার্স শুক্লা চক্রবর্তীর জীবনে যেন তারই প্রতিচ্ছবি। মানসিক ভারসাম্যহীন একমাত্র ছেলেকে নিয়ে তিনি শুধু কোনওরকমে বেঁচে আছেন। সেটাও পাড়াপড়শির দয়াদাক্ষিণ্যে। এক বেলা খেলে বাকি দু'বেলা কী জুটবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

বাগানের যে কোয়ার্টারে একচিলতে ঘরে মা-ছেলে থাকেন সেটার পরিস্থিতি কার্যত নরককুণ্ড। আলো নেই। পাখা নেই। পানীয় জলটুকুও কেউ দিয়ে গেলে জোটে। ঘোলজলে ঘেরা বাড়িতে ঘরের মেঝেতেই শুয়ে থাকেন দুজন। মৃত্যুপথযাত্রী কঙ্কালসার ওই নার্স ও তাঁর ছেলেকে কীভাবে বাঁচানো যায় তা ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছেন না স্থানীয়রা। তাঁরা প্রশাসনিক সহযোগিতার আর্জি জানাচ্ছেন।

ভগৎপুর চা বাগানের কোয়ার্টারে এভাবেই দিন কাটছে মা-ছেলের।

ভগৎপুর চা বাগানের সেন্ট্রাল হাসপাতালের ফার্মাসিস্ট সনাতন ঘোষের কথায়, 'দুজনেরই অর্ধাহার-অনাহারে দিন কাটছে। কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা প্রশাসন যদি নিয়ে যেতে তবে ওরা বেঁচে যেত বলে মনে করি।'

বিষয়টি নাগরাকাটার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ মোল্লা ইফসান হোসেনের নজরে আনা হলে তিনি বলেছেন, 'দ্রুত ওই বাড়িটিতে যাব। সবকিছু খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

ডুয়ার্সে নিরখে একসময়ের সেরা ভগৎপুর চা বাগানের ওই সেন্ট্রাল হাসপাতালে টানা ত্রিশ বছর নার্স ছিলেন শুক্লা। বছর তিনেক আগে অবসর নেন। তাঁর দুই সন্তান। মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ছেলে বিক্রমকে নিয়েই সংসার। সেই ছেলে ধীরে ধীরে মনোরোগীতে পরিণত হন। নিজের উদ্যোগে চিকিৎসা চালালেও একটা সময় শুক্লাদেবী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর থেকেই তাঁদের জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। একদিকে নিজের অসুস্থতা ও অন্যদিকে ছেলের জটিল সমস্যা। দুজনেই ঘরবন্দি হয়ে পড়েন। টাকার অভাবে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে বিক্রমের চিকিৎসা।

এরপরের কাহিনী শুধু করুণই নয়। মর্মান্তিকও বটে। শুক্লা ও তাঁর ছেলের পরিস্থিতি দেখে স্থানীয়রা নিজেদের সাধ্যমতো পাশে থাকার চেষ্টা চালিয়ে গেলেও তা যথেষ্ট নয়। বিক্রম মাঝে মাঝেই বেপরোয়া হয়ে ওঠে। কী বলছেন শুক্লা? জড়ানো কণ্ঠে তাঁর বক্তব্য, 'আমরা তো বাঁচতেই চাই। প্রতিবেশীরা আর কতদিন দেখবে?' শুক্লাদেবীও তো এককালে পরম মমতায় হাজার হাজার রোগীকে বাঁচার পথ বাতলে দিতেন। কিন্তু তাঁর বেলা? বাঁচার এই আর্তি কেউ শুনবেন কি?

ভারতের শুভাংশু

প্রথম পাতার পর

মোদি টুইটে লেখেন, '১৪০ কোটির স্বপ্ন, আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন শুভাংশু। এটা আমাদের দেশের গর্বের মুহূর্ত।' অন্যদিকে, আগাগোড়া উদ্বেগ ছিল লখনউয়ের ত্রিবেণিনগরের বাসিন্দা শুভাংশুর বাবা শম্ভুদয়াল শুক্লার।

যদিও ছেলের সফল যাত্রায় আবেগে গলা জড়িয়ে এল তাঁর। তিনি বলেন, 'আমার ছেলে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। তরুণ প্রজন্মকে দেখিয়েছে, চেষ্টা করলে কোনও স্বপ্ন অধরা থাকে না।' শুভাংশুর বোন শুচি বলেন, 'ভালোয় ভালোয় উড়েছেন দাদারা। এখন ভারমুক্ত লাগছে।' দাদার মঙ্গলকামনায় এই ক'টা দিন পুজার্চনা করে কাটাবেন বলে জানিয়েছেন বোন।

শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রথম ভারতীয় মহাকাশচারী রাকেশ শর্মাও। এক ভিডিওবার্তায় তিনি বলেন, 'জানলার বাইরে তাকাতে ভুলো না। সময়টা উপভোগ করো।' ১৯৮৪ সালে প্রথম রাশিয়ার মহাকাশযানে চেপে মহাকাশে গিয়েছিলেন রাকেশ। তারপর আর কোনও ভারতীয় মহাকাশে যাননি। সেই খরা কাটল পাক্কা চার দশক পর। আপাতত এই মহাকাশযান প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ৭.৫ কিলোমিটার বেগে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। সেখান থেকে দেশবাসীকে নমস্কার জানিয়ে শুভাংশু বলেন, 'আমার কাঁধে তেরঙা, যেন গোটা ভারত আমার সঙ্গে। এই অভিযান শুধু আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের জন্য নয়, এটা ভারতের মানব মহাকাশ কর্মসূচির সূচনাও বটে। আমি চাই, আপনারাও এই যাত্রার অংশ হন। গর্বে আপনার বুকও ফুলে উঠুক।'

প্রথমে নাসা ও ইসরোর যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান হওয়ার কথা ছিল গত ২৯ মে। কিন্তু আবহাওয়া, প্রযুক্তিগত ত্রুটি সহ নানা কারণে বারবার অভিযান পিছিয়ে যায়। বুধবার সকালে উৎক্ষেপণের ঘণ্টাখানেক আগেও যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছিল মহাকাশযানে। আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য মহাকাশযানে আপলোড হচ্ছিল না। কিন্তু কিছুক্ষণের চেষ্টায় সেই ত্রুটি সংশোধন করেন বিজ্ঞানীরা। তারপর নির্ধারিত সময়ে মহাকাশের পথে শুভাংশু সহ চার নভশ্চর।

নাসার এই অভিযানে ইসরোর তরফে প্রাথমিকভাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল শুভাংশুর সঙ্গে প্রশান্ত বালকৃষ্ণন নায়ারকে। উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের ছেলে শুভাংশু ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন। শেষমেশ শিকে ছেঁড়ে তাঁর। মূল মহাকাশচারী হিসেবে বেছে নেওয়া হয় ৩৯ বছরের এই তরুণকে। বিকল্প হিসেবে রাখা হয় প্রশান্তকে। প্রশান্ত বুধবার বলেন, 'শুভাংশুর মতো আত্মবিশ্বাসী আর একজনকেও দেখিনি।'

বোলিং শীর্ষে বুমরাহ, ব্যাটিংয়ে রুট

কেরিয়ারের সেরা টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে ঋষভ

দুবাই, ২৫ জুন : উত্তেজক ম্যাচ।

দুরন্ত পরিণতি। ভারতের তরুণ ব্রিগেডকে হারিয়ে শেষ হাসি বাজবলের। জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করেও ইংল্যান্ডের কাছে হারের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে দ্বিতীয় টেস্টে পাখির চোখ। ভারতীয় দল ফিনিশিং লাইন পার করতে না পারলেও ম্যাচের দুই ইনিংসে শতরান করে নজির গড়েছেন ঋষভ পন্থ।

হেডিংলে টেস্টে জোড়া শতরানের (১৩৪ ও ১১৮) পুরস্কার, আইসিসি টেস্ট ব্যাটিং ক্রমতালিকায় কেরিয়ারের নিজের সেরা র‍্যাংকিংয়ে পা রাখলেন ভারতের উইকেটকিপার-ব্যাটার। বুধবার প্রকাশিত আইসিসি ক্রমতালিকায় ব্যাটারদের মধ্যে সাত নম্বরে রয়েছেন ঋষভ।

ঋষভ ক্রিকেট ইতিহাসের দ্বিতীয় উইকেটকিপার যিনি টেস্টের দুই ইনিংসে শতরান করার নজির গড়েছেন। ভারতীয় বাঁহাতি ব্যাটার ছাড়া যে রেকর্ড শুধুমাত্র রয়েছে জিম্বাবোয়ের কিংবদন্তি অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারের। যার সুবাদে ভারতের প্রথম উইকেটকিপার হিসেবে টেস্টে ৮০০ রেটিং পয়েন্টের গণ্ডি পেরোনোর নজিরও ঋষভের দখলে।

ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে সেরা র‍্যাংকিংয়ে হেডিংলি টেস্টে চার ক্যাচ ফেলে 'খলনায়ক' বনে যাওয়া যশস্বী জয়সওয়াল (চতুর্থ)। প্রথম ইনিংসে ১৪৭ রানের সুবাদে ৫ ধাপ এগিয়েছেন শুভমান গিলও। ২৫ থেকে ২০ নম্বরে উঠে এসেছেন টেস্ট অধিনায়ক। অপরদিকে, ওডিআই ফরম্যাটে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছেন শুভমান। প্রথম পাঁচে রয়েছেন রোহিত শর্মা (৩) ও বিরাট কোহলিও (৪)।

টেস্ট বোলারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থানে রয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাদার (৮৬৮ পয়েন্ট) থেকে ৩৯ পয়েন্টে এগিয়ে নিজের জায়গা আরও মজবুত করে নিয়েছেন ভারতীয় স্পিডস্টার। প্রথম পাঁচে অস্ট্রেলিয়ার দুজন প্যাট কামিন্স (৩) ও জোশ হ্যাজেলউড (৫)।

ভারতীয় দলের থেকে জয় ছিনিয়ে নেওয়ার অন্যতম কারিগর বেন ডাকেটও এগিয়েছেন। ১৪৯ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংসের সুবাদে সেরা প্লেয়ারের সম্মান পাওয়া ডাকেট (৮) পাঁচ ধাপ উন্নতি করে প্রথম দশে ঢুকে পড়েছেন। সতীর্থ ওলি পোপ (১৯) ও জেমি স্মিথও (২৭) সাফল্যের সুবাদে লাভ তুলেছেন আইসিসি ক্রমতালিকায়।

টেস্ট ব্যাটারদের মগডালে জো রুট। দ্বিতীয় স্থানে হ্যারি ব্রুক। দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত হাফ সেঞ্চুরি করেন রুট। ব্রুক (৮৭৪) অপরদিকে প্রথম ইনিংসে ৯৯ করার সুবাদে রুটের (৮৮৯) ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছেন। বেন স্টোকস অপরদিকে টেস্ট অলরাউন্ডারদের তালিকায় পাঁচ নম্বরে রয়েছেন। শীর্ষে রবীন্দ্র জাদেজা।

লিডসে জোড়া শতরান টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে ঋষভ পন্থকে সাত নম্বরে তুলে আনল।

'টেস্টের অনুপযুক্ত ভারতীয় ফিল্ডিং'

যশস্বী-জাদেজাদের নিয়ে ক্ষোভ গাভাসকারের

লিডস, ২৫ জুন : দুই ইনিংস মিলিংয়ে পাঁচ-পাঁচটা শতরান।

ম্যাচে ভারতের মোট সংগ্রহ ৮৩৫ রান (৪৭১ ও ৩৬৪)। তার পরও হার! রাশ নিজেদের হাতে রেখেও স্বভাবতই এভাবে ম্যাচ ফসকে যাওয়া মানতে পারছেন না প্রাক্তনরা। হারের জন্য মূলত কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে ফিল্ডিং, ক্যাচ মিসের বহরকে। সঙ্গে ভালো অবস্থায় থেকে ব্যাটিং ধস।

প্রথম ইনিংসে গোটা চারেক ক্যাচ পড়েছে। যার সুযোগ নিয়ে ওলি পোপ, বেন ডাকেট, হ্যারি ব্রুকরা বড় স্কোর করেন। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিসেও ছবিটা বদলায়নি। আউটফিল্ডে হাত-পায়ের ফাঁক দিয়ে বিসাদৃশ্যভাবে বল গলেছে। সুনীল গাভাসকারের কথায়, শুভমান গিল ব্রিগেডের ফিল্ডিং টেস্টের জন্য একেবারে উপযুক্ত নয়।

হেডিংলি ম্যাচের পর্যালোচনায় ভারতীয় কিংবদন্তি বলেছেন, 'ইংল্যান্ড দলকে জয়ের পুরো কৃতিত্ব দেব। ভারতীয় ব্যাটাররা ম্যাচে পাঁচটা শতরান করার পরও আত্মবিশ্বাসী ছিল ওরা। ফলে দুই ইনিংসেই ভারতকে অলআউট করতে পেরেছে। এখানেই ব্যর্থ ভারত। আসলে দুই ইনিংসেই আরও কিছু রান করার সুযোগ ছিল। ভারত যা কাজে লাগাতে পারলে ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হত। শুধু ক্যাচ মিস নয়, ফিল্ডিংয়ের মান অত্যন্ত সাধারণ। একেবারেই টেস্ট মানের নয়। আশা করি ভুল থেকে শিক্ষা নেবে ওরা।'

বোলাররা দ্বিতীয় ইনিংসে দাগ কাটতে না পারলেও গাভাসকার বোলিংকে দুষতে নারাজ। হেডিংলের পিচ ব্যাটিংয়ের জন্য দারুণ ছিল। বোলারদের সমালোচনা করা অনুচিত। তবে জসপ্রীত বুমরাহর যোগ্য সঙ্গীর অভাবের কথা মনে করিয়ে দিলেন। দাবি, বুমরাহর সঙ্গে বাকিরা যোগ্য সংগত দিতে পারলে ম্যাচের রং বদলে যেতেও পারত। লম্বা সিরিজ। সবে প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় টেস্টের আগে দিন আটেক হাতে রয়েছে। গাভাসকারের বিশ্বাস, ভুলগুলি শুধরে নিতে পারবে ভারতীয় দল।

কড়া দাওয়াইয়ের পরামর্শ শাস্ত্রীর

রবি শাস্ত্রী আবার তরুণ ব্রিগেডের জন্য কড়া দাওয়ায় দরকার বলে মনে করছেন। গৌতম গম্ভীরের উদ্দেশ্যে প্রাক্তন হেডকোচের বার্তা, 'কোচিং স্টাফদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঘুরে দাঁড়াতে ওদের বড় দায়িত্ব থাকছে। অধিনায়ক হিসেবে প্রথম ম্যাচে শুভমান গিল চেষ্টা করেছে। শতরানও এসেছে ওর ব্যাট থেকে। আর সবকিছু অধিনায়কের হাতে থাকেও না। তবে বেসিক বিষয়গুলিতে নজর দেওয়া প্রয়োজন।'

ভুলভ্রান্তিগুলি নিজেই দেখিয়ে দিলেন শাস্ত্রী। প্রাক্তন হেডকোচের মতে, ফিল্ডিং নিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। এত ক্যাচ মিস করলে ম্যাচ জেতা সম্ভব নয়। সুযোগ হাতছাড়া করলে চলবে না। ৫৫০-৬০০ রান তোলার সম্ভাবনা থাকবে তা কাজে লাগাতে হবে। এভাবে আলটপকা শটে উইকেট খুইয়ে দলকে ডোবানো মানা যায় না। এক্ষেত্রে কোচের দায়িত্ব কড়া হাতে বিষয়টি সামলান। সাজঘরে কড়া বার্তা দেওয়া।

বুমরাহকে ওয়ার্কলোড, ফিটনেস নিয়ে টানাপোড়েনের প্রসঙ্গ টেনে বার্মিংহ্যাম টেস্টেও হারের আশঙ্কা দেখছেন। রবি শাস্ত্রীর যুক্তি, 'বুমরাহ বলেছে পাঁচের মধ্যে তিনটিতে খেলবে। প্রশ্ন কোন তিনটি টেস্ট। আমার ধারণা হয়তো পরের ম্যাচেই ব্রেক নেবে। কারণ ও নিজেও লর্ডসে খেলতে চাইবে। সেক্ষেত্রে পরের টেস্টে বুমরাহ না থাকলে স্কোরলাইন ০-২ হওয়ার আশঙ্কা বাড়বে।'

হরভজন সিং আবার প্রথম একাদশ নির্বাচনেই ভুল দেখছেন। ২ জুলাই শুরু এজবাস্টন টেস্টে যা শুধরে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। প্রাক্তন অফস্পিনার বলেছেন, 'দ্বিতীয় টেস্টে নামার আগে চাপে ভারত। কারণ ওরা পিছিয়ে রয়েছে। হারা ম্যাচ থেকেই শিক্ষা নতে হবে। পরের ম্যাচে কুলদীপকে খেলানো উচিত। ও থাকলে উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা বাড়বে ভারতীয় বোলিংয়ের। পাশাপাশি ইংল্যান্ডের মাটিতে সুযোগ হাতছাড়া করলে চলবে না। তবে তরুণ ভারতীয় দল সাহসী ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। ভুলভ্রান্তি শুধরে নিলে এই দলটা আগামীতে সাফল্য আনবে।'

হেডিংলে টেস্টে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বেন ডাকেটের সহজ ক্যাচ ফেলেন রবীন্দ্র জাদেজা।

বার্মিংহামে দ্বিতীয় টেস্টে অর্শদীপ সিং ও কুলদীপ যাদবকে প্রথম একাদশে চাইছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন স্পিনার মন্টি পানেসার।

দ্বিতীয় টেস্টের জন্য বার্মিংহাম পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া

বুমরাহ নিয়ে 'ছক' বদলাচ্ছে না : গম্ভীর

বার্মিংহাম, ২৫ জুন : প্রথম ইনিংসে পাঁচ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে শূন্য।

হেডিংলে টেস্টে টিম ইন্ডিয়া পাঁচ উইকেটে হেরে গিয়েছে। সিরিজে ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েছেন শুভমান গিলরা। জঘন্য ফিল্ডিংয়ের পাশে লজ্জার বোলিংয়ের মধ্যে আগামীর অশনিসংকেত নিয়ে আজ ভারতীয় সময় সন্ধ্যার দিকে লিডস থেকে বার্মিংহামে পৌঁছে গেল ভারতীয় দল। আগামীকাল বার্মিংহামে পুরো দিন বিশ্রাম রয়েছে ভারতীয় দলের। ২ জুলাই থেকে বার্মিংহামের এজবাস্টনের মাঠে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হচ্ছে।

তবে ভারতীয় স্কোয়াড থেকে ছেড়ে দেওয়া হল পেসার হর্ষিত রানাকে। লিডসে প্রথমে টেস্টের আগে শেষ মুহূর্তে তিনি দলে ঢুকেছিলেন। এদিন শুভমান গিলরা ইংল্যান্ডের স্থানীয় সময় সকাল ১১.৩০ মিনিট নাগাদ বাসে করে বার্মিংহামের উদ্দেশে রওনা হন। কিন্তু সেই বাসে হর্ষিতকে দেখা যায়নি।

দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগে টিম ইন্ডিয়াকে নতুনভাবে শুরু করতে হবে সব কিছু। দলের ফিল্ডিং ও বোলিংয়ের বেহাল দশার দিশা খুঁজে পেতে হবে। সঙ্গে পাঁচটি শতরান করার পরও কীভাবে ম্যাচ জিততে হয়, সেই স্ট্র্যাটেজিও বার করতে হবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে। সেই স্ট্র্যাটেজি চূড়ান্ত করার পথে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, বুমরাহ কি খেলবেন? গতরাতে হেডিংলে টেস্ট হারের পর অধিনায়ক শুভমান জানিয়েছিলেন, দ্বিতীয় টেস্টের আগে তাঁরা সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করবেন।

রাতের দিকে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে কোচ গৌতম গম্ভীরও অনেকটাই একই পথে হেঁটেছেন। অধিনায়ক শুভমানের উপর ভরসা ও ধৈর্য রাখার আবেদন জানানোর পাশে বুমরাহ নিয়ে আগের অবস্থান বদলাচ্ছে না ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। ভারতীয় কোচ গম্ভীরের কথায়, 'বুমরাহ নিয়ে পরিকল্পনা বদলাচ্ছি না আমরা। ওর জন্য ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট খুব জরুরি। আমরা সবাই জানি ও দলের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তাই বুমরাহকে নিয়ে সবসময় ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আপাতত এটাই বলব, বুমরাহকে নিয়ে আগের অবস্থান থেকে সরছি না আমরা।'

ভারতীয় কোচের কথায় স্পষ্ট, বাকি থাকা ভারত বনাম ইংল্যান্ডের সিরিজে আর দুইটি টেস্ট খেলবেন বুমরাহ। বর্তমান ক্রিকেট দুনিয়ার সেরা জোরে বোলার না খেললে ভারতীয় বোলিংয়ের হাল আরও বেহাল হওয়ার সম্ভাবনা। গম্ভীর নিজেও সেটা জানেন। শুধু বুমরাহ নয়, তাঁকে এখন দলের অনেক কিছু নিয়েই ভাবতে হচ্ছে। গম্ভীরের কথায়, 'আমাদের এই দলটা অনভিজ্ঞ। সময়ের সঙ্গে উন্নতি করবে। যারা স্কোয়াডে রয়েছে, তারা যোগ্য বলেই ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছে। লিডস টেস্টের প্রথম চারদিনের পাশে পঞ্চম দিনও আমরা জেতার জায়গায় ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফল হয়েছে ভিন্ন। আগামীদিনে আমাদের আরও সতর্ক থাকতে হবে।' হেডিংলে টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার তরফে পাঁচটি শতরান হয়েছে। যার মধ্যে দলের সহ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ করেছেন জোড়া শতরান। ঋষভের পারফরমেন্স টিম ইন্ডিয়ার জন্য কতটা পজিটিভ? সাংবাদিক সম্মেলনে এমন প্রশ্ন ওঠার পর কৌশলে তা এড়িয়ে গিয়েছেন গম্ভীর। বদলে লোকেশ রাহুল, যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমানদের শতরানের প্রসঙ্গ টেনে এনে টিম ইন্ডিয়ার কোচ বলেছেন, 'আরও তিনটি শতরান হয়েছে ভারতীয় ইনিংসে। সেই শতরানগুলোও আমাদের দলের জন্য পজিটিভ দিক।' হেডিংলে টেস্টের দুই ইনিংসেই ভারতীয় দলের লোয়ার অর্ডার ব্যর্থ হয়েছে। প্রথম ইনিংসে ৪১ রানে সাত উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩১ রানে ছয় উইকেট। কেন এভাবে ব্যর্থ হল ভারতীয় দলের লোয়ারঅর্ডার ব্যাটিং? জবাবে কোচ গম্ভীর বলছেন, 'এমন পারফরমেন্স অবশ্যই হতাশার। কিন্তু অনেক সময় এমন হয়। সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে হয়তো প্রথম ইনিংসে আমাদের স্কোরটা ৫০০ বা তার বেশি হত। কিন্তু হয়নি।'

বেন ডাকেটের সামনে অসহায় দেখাল মহম্মদ সিরাজদের।

৫টি শতরানের পরেও প্রথম টেস্টে হার। হতাশ শুভমান গিল, রবীন্দ্র জাদেজা, ঋষভ পন্থরা।

অর্শদীপ, কুলদীপের পক্ষে মন্টি

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ জুন : দুর্দান্ত শুরু। জঘন্য হার!

হেডিংলের মাঠে ভারতীয় ব্যাটাররা রান পেয়েছেন। দুই ইনিংস মিলিয়ে মোট পাঁচটি শতরান হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পাঁচ উইকেটে ম্যাচ হারতে হয়েছে শুভমান গিলের ভারতকে।

কেন এমন অবস্থা হল টিম ইন্ডিয়ার? ভারতের হার পর্যালোচনা করতে গিয়ে সামনে আসছে জঘন্য ফিল্ডিংয়ের পাশে দলের লোয়ার অর্ডার ব্যাটিং। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার মন্টি পানেসারের মতে, শুভমানদের ব্যর্থতার পিছনে রয়েছে আরও কারণ। সৌজন্যে টিম ইন্ডিয়ার উদ্দেশ্যহীন, এলোমেলো বোলিং। মন্টি আপাতত কলকাতায়। চলতি বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন। তার মাঝেই আজ বিকেলে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে ভারতের 'অবাক' হার নিয়ে মন্টি বলছিলেন, 'লিডসে ভারতের টেস্ট হার আমায় অবাক করেছে। ভাবতেই পারিনি শুভমানরা এই ম্যাচ হেরে যাবে।' ভারতের হারের পিছনে স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজার পারফরমেন্স হতাশ করেছে মন্টিকে। তাঁর কথায়, 'জাদেজা মাত্র একটি উইকেট নিয়েছে। ওর বোলিং খুব সাধারণ লেগেছে। হয়তো ওর সঙ্গে রবিচন্দ্রন অশ্বীন থাকলে জুটি হিসেবে সুবিধা হত। কিন্তু সেটা হয়নি। ভারতের মাটিতে জাদেজা দুর্দান্ত বোলার। কিন্তু বিলেতে খেলার অভিজ্ঞতা থাকার পরও কেন ওকে এত সাধারণ মনে হল, পিচের রাফ ব্যবহার করতে পারল না, বুঝলাম না।'

> কুলদীপ আগ্রাসী বোলার। ও ব্যাটারকে আক্রমণ করতে জানে। হয়তো ও থাকলে সুবিধা হত ভারতের। আমার মনে হয়, কুলদীপকে খেলানোর সিদ্ধান্ত নিক গৌতম গম্ভীররা।
>
> মন্টি পানেসার

অশ্বীন এখন প্রাক্তনদের দলে। তাঁকে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে পাওয়ার সম্ভাবনা শূন্য। কিন্তু কুলদীপ যাদব বিলেতে ভারতীয় স্কোয়াডেই রয়েছেন। তাঁকে কি বার্মিংহামে ব্যবহার করা যেতে পারে? প্রশ্ন শুনেই লুফে নিলেন মন্টি। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন স্পিনার বলে দিলেন, 'কুলদীপ আগ্রাসী বোলার। ও ব্যাটারকে আক্রমণ করতে জানে। হয়তো ও থাকলে সুবিধা হত ভারতের। আমার মনে হয়, কুলদীপকে খেলানোর সিদ্ধান্ত নিক গৌতম গম্ভীররা।' কুলদীপকে খেলানোর প্রস্তাবের পাশে মন্টি শুভমান-গম্ভীরদের আরও একটি প্রস্তাব দিয়েছেন। বাঁহাতি পেসার অর্শদীপ সিংকে খেলানোর দাবি তুলেছেন তিনি। অর্শদীপ খেললে ভারতীয় বোলিংয়ের বৈচিত্র্য বাড়বে, এমন কথা শুনিয়ে মন্টি বলেছেন, 'মহম্মদ সিরাজ-প্রসিধ কৃষ্ণারা হতাশ করেছে। আমার মনে হয় দ্বিতীয় টেস্টে অর্শদীপকে খেলানোর কথা ভাবুক ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। অর্শদীপ খেললে ভারতীয় বোলিংয়ের বৈচিত্র্য বাড়বে।'

আগ্রাসী ডাকেটে মজে স্টোকস

লিডস, ২৫ জুন : পাঁচদিনের সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর।

হেডিংলের আবহাওয়ার মতো ম্যাচের রং বারবার বদলেছে। কখনও মেঘ, কখনও রোদ্দুর তো কখনও বৃষ্টি। বাইশ গজের দ্বৈরথেও তারই প্রতিফলন। পেন্ডুলামের মতো ম্যাচ ঘোরাফেরা করল।

প্রথম দেড়দিন একান্তভাবেই ভারতীয় ব্যাটারদের। যার পালটা জবাব বাজবলে। দ্বিতীয় ইনিংসে ঋষভ পন্থ, লোকেশ রাহুলের শতরানে কড়া চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে জয় ছিনিয়ে নেয় ইংল্যান্ডই। থ্রি লায়ন্সের হেডিংলের টেস্ট কাহিনীতে আরও স্মরণীয় অধ্যায় যোগ।

৩৭১ রান তাড়া করে ম্যাচ জিতে যে উচ্ছ্বাসই ধরা পড়ল অধিনায়ক বেন স্টোকসের গলায়। বলেন, 'হেডিংলেতে বেশ কিছু ভালো স্মৃতি রয়েছে। আরও একটা যোগ হল সেই তালিকায়। দারুণ একটা টেস্টে খেললাম। শেষ দিনে বড় রান তাড়ার চ্যালেঞ্জ। কেউ জানে না কী ঘটবে। শুধু জানা, নিজেদের সেরাটা দিতে হবে। দল সেটাই করে দেখিয়েছে।'

টস বিতর্কে প্রাক্তনদের পালটা জবাব

টসে জিতে ফিল্ডিং নেওয়া নিয়ে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। মাইকেল ভন, নাসের হুসেনদের দাবি, সহজ ব্যাটিং পরিস্থিতিতে আগে বোলিং নিয়ে নিজেদের পায়ে কুড়ুল মেরেছে ইংল্যান্ড। যার ফায়দা তুলে যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিল, ঋষভরা সেঞ্চুরি করেছে। ম্যাচ জিতে নিন্দুকদের জবাব দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেননি স্টোকস।

ইংল্যান্ড অধিনায়কের পালটা দাবি, 'আমরা মনে করেছিলাম, ম্যাচ জিততে আগে বোলিং আমাদের জন্য সঠিক পদক্ষেপ হবে। ম্যাচের প্রথম সেশনে আমরা যথেষ্ট ভালো বলও করেছিলাম। ভারত অত্যন্ত ব্যাটিং করেছিল প্রথম দিন। তবে ম্যাচের গতিপ্রকৃতি যেভাবেই এগোক, কখনও টস সিদ্ধান্ত নিয়ে দোটানা ছিল না।'

ম্যাচের নায়ক বেন ডাকেটকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। প্রথম ইনিংসে ৬২ করেছিলেন ডাকেট। সেরাটা বেরিয়ে আসে চতুর্থ ইনিংসে রানতাড়ার চ্যালেঞ্জে। ডাকেটের ১৪৯-র আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের সামনে দাঁড়াতে পারেনি ভারতীয় বোলিং। স্টোকসের কথায়, 'অবিশ্বাস্য ক্রিকেট। ওপেনিংয়ে নেমে বড় রান তাড়া করা সবসময় কঠিন। জ্যাক ক্রলির সঙ্গে ডাকেটের জুটি ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেয়। ওরা দুজনের পরিপূরক।'

> প্রথম ইনিংসে দুরন্ত বোলিং করেছে। বুমরাহর প্রভাব মারাত্মক। এদিন কিন্তু ওকে দারুণভাবে আমরা সামলেছি। আর জাদেজাকে সোজা ব্যাটে খেলা সহজ নয়। তাই রিভার্স সুইপ, সুইপকে বেছে নিয়েছিলাম।
>
> বেন ডাকেট

দুই দলের মধ্যে ব্যবধান গড়ে দেওয়া ব্যাটিংয়ে ম্যাচের সেরা ডাকেট। সেরার পুরস্কার হাতে ইংল্যান্ড ওপেনার বলেছেন, 'দুর্দান্ত একটা ম্যাচ। দুর্দান্ত খেলল ভারতও। পঞ্চম দিনে এভাবে ম্যাচ ফিনিশ করা অসাধারণ অনুভূতি। চতুর্থ দিনে মাথায় ছিল, উইকেট দেব না। শেষদিনে মনে হয়েছিল, ক্রিজে টিকে থাকলে জয় সম্ভব। সম্ভব ২০২২ সালের (বার্মিংহামে ৩৭৮ করে ভারতকে হারিয়েছিল) পুনরাবৃত্তি ঘটানো।'

ডাকেটের মতে, পঞ্চম দিনে প্রত্যেকে পরিণতি ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। বুঝিয়েছে, এই জয়টা দলের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। সেরার পুরস্কার নিজে পেলেও কৃতিত্ব ভাগ করে নিচ্ছেন বোলারদের সঙ্গে। যুক্তি, ভারতের প্রথম ইনিংসে একসময় তাঁরা ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিলেন। বোলাররাই ম্যাচে ফেরায়। দ্বিতীয় ইনিংসেও একই ছবি। ৩৭১-এর বদলে টার্গেট আরও ৫০-৬০ রান বেশি হলে ম্যাচ অন্যরকম হত।

বুমরাহকে ফের প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। ডাকেট বলেছেন, 'প্রথম ইনিংসে দুরন্ত বোলিং করেছে। বুমরাহর প্রভাব মারাত্মক। এদিন কিন্তু ওকে দারুণভাবে আমরা সামলেছি। আর রবীন্দ্র জাদেজাকে সোজা ব্যাটে খেলা সহজ নয়। তাই রিভার্স সুইপ, সুইপকে বেছে নিয়েছিলাম।'

ম্যাচের পর জসপ্রীত বুমরাহকে সান্ত্বনা বেন স্টোকসের।

স্ত্রী ঋতিকার সঙ্গে খেলায় মজে রোহিত শর্মা। সেই ছবি পোস্ট করলেন সামাজিক মাধ্যমে।

বাজবলের সঙ্গে মস্তিষ্কের মিশেল বলছেন ভন

লিডস, ২৫ জুন : বাজবলের আস্ফালন। সঙ্গে হিসেব কষা ব্যাটিং। মাইকেল ভনের কথায় শেষদিনে রান তাড়ায় বাজবলের সঙ্গে মস্তিষ্কের মিশেল ঘটেছে ইংল্যান্ডের ব্যাটিংয়ে। ফলাফল সবার চোখের সামনে। নিখুঁত ব্যাটিং, দুরন্ত ফিনিশ। অসাধারণ জয়। ব্রেনস' বলে।

ম্যাচের পর স্টোকস জানান, দলের প্রত্যেকে ম্যাচ পরিস্থিতি বুঝে ব্যাট করেছে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে, কখন ম্যাচের মোড় ঘোরানোর সুযোগ আসবে। পালটা চাপে ফেলা যাবে ভারতকে। তারই প্রতিফলন এই জয়। স্টোকসের যে দাবির সঙ্গে সহমত ভনের কথা, একবল্গা বাজবল নয়, মাথাটাও দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে ইংল্যান্ড। চাপের মুখে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ইতিবাচক থেকেছে।

স্টোকসদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মঞ্জরেকার

টসে জিতে বেন স্টোকসের ফিল্ডিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রথম দিনে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। দুরন্ত জয়ে সেই ভনের মুখে স্টোকস ব্রিগেডের বুদ্ধিদীপ্ত ক্রিকেটের কথা। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক দলের যে ব্যাটিংকে আখ্যা দিয়েছেন 'বাজবল উইথ

জোফ্রা আর্চারকে ২ জুলাই শুরু দ্বিতীয় টেস্টে ফেরানো তাড়াহুড়ো নিয়ে অবশ্য আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। ভনের মতে, দীর্ঘদিন পর লাল বলের ফরম্যাটে সবে ফিরেছে। আরও কিছুটা সময় দেওয়া উচিত আর্চারকে। ভনের ধারণা, দ্বিতীয় টেস্টে আর্চারকে ছাড়াই দল গড়বে ইংল্যান্ড। বলেন, 'চার বছর লাল বলের ফরম্যাটের বাইরে ছিল। তাড়াহুড়োর কিছু দেখছি না। সাসেক্সের হয়ে গোটা দুয়েক অন্তত ম্যাচ খেলুক। তারপর লর্ডসে তৃতীয় টেস্টে ওকে ভাবা যেতে পারে। হেডিংলিতে জয় এনে দেওয়া বোলিং ব্রিগেডের ওপরই ভরসা রাখতে চাই দ্বিতীয় টেস্টেও।'

> যতটা কৃতিত্ব পাওয়া উচিত, তা পায় না ডাকেট। আমার মতে, এই মুহূর্তে শুধু ইংল্যান্ড নয়, বিশ্ব ক্রিকেটে তিন ফরম্যাট মিলিয়ে সেরা ব্যাটার ও। আলাদা আলাদা ফরম্যাট ধরলে অনেকে এগিয়ে থাকবে। কিন্তু সব মিলিয়ে ডাকেটই সেরা আমার কাছে। কাছাকাছি রাখব ট্রাভিস হেড, আইডেন মার্করামকে।
>
> মাইকেল ভন

হেডিংলি জয়ে ডাকেটের পারফরমেন্সে মজে ভন। প্রাক্তনে মতে, ইংল্যান্ড জয়ের মধ্যমণি বাঁহাতি ওপেনার। 'যতটা কৃতিত্ব পাওয়া উচিত, তা পায় না ডাকেট। আমার মতে, এই মুহূর্তে শুধু ইংল্যান্ড নয়, বিশ্ব ক্রিকেটে তিন ফরম্যাট মিলিয়ে সেরা ব্যাটার ও। আলাদা আলাদা ফরম্যাট ধরলে অনেকে এগিয়ে থাকবে। কিন্তু সব মিলিয়ে ডাকেটই সেরা আমার কাছে। কাছাকাছি রাখব ট্রাভিস হেড, আইডেন মার্করামকে,' দাবি ভনের।

সঞ্জয় মঞ্জরেকার আবার প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন টিম ইংল্যান্ডকে। প্রাক্তন ভারতীয় ব্যাটারের মতে, চতুর্থ ইনিংসে ২৫০-৩০০ রান তাড়া করাও কঠিন। সেখানে ৩৭১ রান করে দাপটের সঙ্গে জয়। কুর্নিশ জানাতেই হচ্ছে বেন স্টোকস ব্রিগেডকে। পিচ কন্ডিশন, পরিস্থিতি বারবার বদলালেও ইংল্যান্ড ব্যাটারদের শরীরিভাষাতে আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল না। বিশ্বাস ছিল ৩৭১ করে জেতা সম্ভব।

পরিবর্ত ক্লাবের খোঁজে আয়োজকরা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ জুন : আইএসএল-আই লিগ মিলিয়ে একাধিক না খেলতে চাওয়া ক্লাবের পরিবর্ত খুঁজতে এখন হিমসিম অবস্থা ডুরান্ড কাপ আয়োজকদের।

মঙ্গলবার হঠাৎই মোহনবাগানের তরফে জানানো হয়, তারা দল নামাবে না এই শতাব্দীপ্রাচীন টুর্নামেন্টে। আগে একই কথা জানায় এফসি গোয়া, চেন্নাইয়ান এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি ও হায়দরাবাদ এফসি। আই লিগের ক্লাবগুলির মধ্যে না খেলার কথা জানিয়েছে চার্চিল ব্রাদার্স ও ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব। ইন্টার কাশী সরকারিভাবে ঘোষণা না করলেও সম্ভবত দল নামাতে পারছে না, এমন কথা মৌখিকভাবে জানিয়ে দিয়েছে। এই আট দলের পরিবর্তে এখনও পর্যন্ত মাত্র দুই ক্লাব নিশ্চিত করেছে। ওয়ান লাদাখ ও নামধারী এফসিকে দেখা যাবে ডুরান্ডে। ডায়মন্ড হারবার এফসি-র কথা শোনা গেলেও এখনও সরকারিভাবে তাদের কাছে কোনও চিঠি যায়নি। আরও মজার বিষয় হল, বেঙ্গালুরু এফসি-র কর্তা শ্রীনিবাসন দল না নামানোর কথা বললেও দিনদুয়েক আগে ডুরান্ডের দল সুনীল ছেত্রীকে নিয়ে টুর্নামেন্টের শুটিং করে এসেছে।

সমস্যা আরও গভীর হয়েছে, মঙ্গলবার হঠাৎই মোহনবাগান টুর্নামেন্ট থেকে নাম তোলার কথা বলায়। কলকাতায় ডুরান্ড করার কারণই ছিল, তিন প্রধানকে দিয়ে দর্শক টেনে টুর্নামেন্টের জৌলুস বাড়ানো। যা গত কয়েক বছরে হয়েছেও। কিন্তু এবার অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ডামাডোলের জেরে হঠাৎই থমকে যায় ক্লাবগুলির দল গঠন ও প্রাক মরশুম প্রস্তুতি। মোহনবাগানের সেপ্টেম্বরে এএফসি-র টুর্নামেন্ট। তাই তার পাঁচ সপ্তাহ আগেই তারা প্রস্তুতি শুরু করবে। আগে ঠিক ছিল, কলকাতা লিগের রিজার্ভ দলকেই ডুরান্ডে নামানো হবে। কিন্তু প্রতিবারের মতো এবারও দুই প্রধানকে একই গ্রুপে রাখা হচ্ছে ডার্বি করানোর জন্য। আর গোল বেঁধেছে এখানেই। রিজার্ভ দল নিয়ে পূর্ণশক্তির ইস্টবেঙ্গলের মোকাবিলা করে ডুরান্ডে হারতে নারাজ তারা। তাছাড়া গতবার কিছু অতিরিক্ত টিকিট চেয়ে অপমানিত হতে হয় সবুজ-মেরুন কর্তৃপক্ষকে। আর এসবের জেরেই এই নাম তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত।

যা খবর, তাতে ফের নতুন করে সূচি তৈরি করে দুই প্রধানকে আলাদা গ্রুপে রেখে একটা শেষ চেষ্টা আয়োজকরা হয়তো করার কথা ভাবছেন। অনুরোধ করানো হবে রাজ্য সরকারকে দিয়েও। কিন্তু সমস্যা হল, মোহনবাগান ক্লাব কর্তারা হলে হয়তো শুধু নির্দেশেই কাজ হয়ে যেত কিন্তু সুপার জায়ান্ট কর্তৃপক্ষ আদৌ অনুরোধও রাখবে কিনা তা নিয়ে সন্দিহান সকলেই।

সিএবি-তে আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ

আঙুল কোষাধ্যক্ষের দিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জুন : বেনজির ঘটনা। সাংঘাতিক অভিযোগ। আর সেই অভিযোগে বিদ্ধ খোদ বাংলা ক্রিকেট সংস্থার কোষাধ্যক্ষ প্রবীর চক্রবর্তী!

বঙ্গ ক্রিকেট সংসারে বিতর্ক আগেও বিস্তর হয়েছে। খাবারের প্যাকেট, পানীয় জল, গাড়ি- অতীতে নানা সময়ে বাংলা ক্রিকেট সংস্থা নানা অভিযোগে বিদ্ধ হয়েছে। তবে খোদ কোষাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ অতীতে কখনও এসেছে কিনা, কারোর জানা নেই। এমন ঘটনা সামনে আসতেই হইচই পড়ে গিয়েছে বাংলা ক্রিকেটের অন্দরমহলে। ড্যামেজ কন্ট্রোলে আসরে নেমেছেন আপাতত মুম্বইয়ে থাকা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। শেষ পর্যন্ত মহারাজ কতটা সফল হবেন, তা নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন।

কারণ, এমন চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সিএবি-র ওম্বাডসম্যান পর্যন্ত গড়িয়েছে। আগামী ১৯ জুলাই বিষয়টির শুনানি করতে চলেছেন তিনি। যেখানে সব পক্ষের বক্তব্য শোনা হবে। তার আগে আগামী শনিবার দুপুরে সিএবি-তে এথিক্স অফিসারের কাছে হাজিরার নির্দেশ গিয়েছে সিএবি কোষাধ্যক্ষের কাছে।

ঘটনার সূত্রপাত মাসখানেক আগে। সিএবি কোষাধ্যক্ষের ক্লাব শতাব্দীপ্রাচীন উয়াড়ির তরফে তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক বেনিয়মের অভিযোগ তুলে দক্ষিণ কলকাতার লেক থানা ও আলিপুর আদালতের দ্বারস্থ হন ক্লাবের ছয় প্রতিনিধি। তাঁরাই ঘটনার কথা জানান সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়কেও। কোশাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে পাঁচ পাতার অভিযোগ জমা পড়ে সিএবি-তে। যেখানে স্পষ্টভাবে অভিযোগ করা হয়েছে, সিএবি থেকে উয়াড়ি ক্লাব প্রতিবছর যে অনুদান পায়, সেই অর্থ কোশাধ্যক্ষ প্রবীর ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। পালটা যুক্তিও রয়েছে। সিএবি কোশাধ্যক্ষ তাঁর ঘনিষ্ঠমহলে জানিয়েছেন, অতীতে উয়াড়ি ক্লাব পরিচালনা করতে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে কিছু অর্থ খরচ করেছিলেন তিনি। সেই টাকাই সিএবি থেকে ক্লাবের নামে তুলেছেন তিনি। কিন্তু বাস্তবে কি এমনটা করা যায়? সিএবি কোশাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে এক ব্যক্তি, একাধিক পদের অভিযোগও রয়েছে। সিএবি কোশাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের পাশে প্রবীর কীভাবে উয়াড়ির সচিব পদে থাকেন, তা নিয়েও রয়েছে অভিযোগ।

বুধবার ছিল তিরাশির বিশ্বজয়ের ৪২তম বর্ষ। বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য সন্দীপ পাতিলকে এদিন সিএবি-র তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

এদিকে, আগামীকাল সন্ধ্যার ইডেন গার্ডেন্সে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের আসরে সারা আলি খান ও আদিত্য রয় কাপুর হাজির হতে চলেছেন। আগামীকাল রাতে বেহালায় সৌরভের বাড়িতে নৈশভোজেও যাবেন তাঁরা।

হারের পর হতাশ হয়ে মাঠ ছাড়ছেন বায়ার্ন মিউনিখের হ্যারি কেন, টমাস মুলার, সার্জ গ্যানাব্রিরা। বুধবার ফিলাডেলফিয়ায়।

জিতেও গ্রুপে দ্বিতীয় চেলসি

বেনফিকার কাছে হার বায়ার্নের

ফিলাডেলফিয়া ও শার্লট, ২৫ জুন : সহজ জয়। ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে গ্রুপের শেষ ম্যাচে ইএস তিউনিসকে ৩-০ গোলে হারাল চেলসি। তবুও শীর্ষস্থান অধরা। ব্লুজ ব্রিগেডকে পিছনে ফেলে গ্রুপ সেরা ব্রাজিলের ফ্ল্যামেঙ্গো।

গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ লস অ্যাঞ্জেলেস এফসি-র সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করায় ব্রাজিলিয়ান ক্লাবটির ঝুলিতে ৭ পয়েন্ট। চেলসির পয়েন্ট ৬। অর্থাৎ গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসাবে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে ইংলিশ ক্লাবটি। এদিন তিউনিশিয়ার ক্লাবটির বিরুদ্ধে চেলসির জার্সিতে প্রথমবার গোল করেন লিয়াম ডেলপ (৪৫+৫)। বাকি দুইটি গোল টোনিস আদারবিও (৪৫+৩) ও টাইরিক জর্জের (৯০+৭)। দুইটি গোলেই অবদান রয়েছে এনজো ফার্নান্ডেজের।

অন্যদিকে, বেনফিকার কাছে ১-০ গোলে হেরে গেল বায়ার্ন মিউনিখ। জয়সূচক গোলটি ১৩ মিনিটে আন্দ্রেয়াস শেলদেরুপের করা। আসলে তীব্র গরমে নিজেদের খেলাটা খেলতেই পারেননি সার্জ গ্যানাব্রি, লেরয় সানে থেকে পরিবর্ত হিসাবে নামা হ্যারি কেন, জোশুয়া কিমিচরা। শার্লটের মাঠে ৩৬ ডিগ্রি তাপমাত্রায় কার্যত কাহিল হয়ে পড়েন দুই দলের ফুটবলাররাই। একাধিকবার খেলা থামিয়ে জল পানের বিরতি দেওয়া হয়। অসুস্থ হয়ে মাঠ ছাড়েন বেনফিকার ফুটবলার জিয়ানলুকা প্রেসতিয়ানি। হেরে যাওয়ায় ৬ পয়েন্ট নিয়ে 'সি' গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসাবে নক আউটে নামবে বায়ার্ন। শেষ ষোলোয় জার্মান জায়েন্টদের প্রতিপক্ষ ফ্ল্যামেঙ্গো। ৭ পয়েন্ট নিয়ে এই গ্রুপে শীর্ষে থাকা বেনফিকার বিরুদ্ধে খেলবে চেলসি।

ড্র করল 'অপেশাদার' অকল্যান্ড সিটি

অন্যদিকে, আর্জেন্টাইন ক্লাব বোকা জুনিয়ার্সকে রুখে দিল অপেশাদার অকল্যান্ড সিটি। ১-১ গোলে ম্যাচ ড্র করল নিউজিল্যান্ডের ক্লাবটি। অকল্যান্ড সিটির হয়ে গোল করা ক্রিশ্চিয়ান গ্রে পেশায় স্কুল শিক্ষক। ৫২ মিনিটে তাঁর গোল হয়তো ম্যাচ জেতাতে পারেনি। তবুও এই সাফল্য তাদের কাছে একরকমের স্বপ্নপূরণ।

ডায়মন্ডের বিবৃতি

কলকাতা, ২৫ জুন : বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের দল হারবার ডায়মন্ডসের সঙ্গে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র কোনও সম্পর্ক নেই। মঙ্গলবার বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র ম্যানেজমেন্ট।

কলকাতা লিগের জমকালো উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জুন : বিনোদনে ভরপুর কলকাতা ফুটবল লিগের বোধন।

রঙিন আলো আর আতশবাজির রোশনাইয়ের সঙ্গে সুরের মূর্ছনায় প্রিমিয়ারের জমকালো উদ্বোধন। ক্রীড়াপ্রেমী সাংসদ পার্থ ভৌমিক, বিধায়ক সনৎ দে, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব নবাব ভট্টাচার্য থেকে প্রাক্তন ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস, অমিত ভদ্রদের উপস্থিতিতে নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে চাঁদের হাট। ছিলেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত, সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় সহ রাজ্য ফুটবল সংস্থার অন্য পদাধিকারীরা। প্রত্যেককে সংবর্ধিত করা হয় আইএফএ-র তরফে। বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন পার্থ ভৌমিক।

এরপর ধামসা মাদল ও নাচের অনুষ্ঠান। গান গাইলেন প্রখ্যাত লোকসংগীতশিল্পী পৌষালি বন্দ্যোপাধ্যায়। ম্যাচ শুরুর আগে কলকাতা লিগের থিম মিউজিকের সঙ্গে লেজার শো। সবমিলিয়ে মায়াবী পরিবেশ তৈরি হল নৈহাটির মাঠে। ম্যাচ শুরুর আগে ফুটবল উপহার দেওয়া হয় উপস্থিত দর্শকদের। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হল বেহালা এসএস ও কালীঘাট এমএস। ১-০ গোলে জিতল বেহালা। কিক অফের আগে ফুটবলারদের সঙ্গে পরিচয় পর্ব সারলেন বিধায়ক সনৎ দে ও আইএফএ-র পদাধিকারীরা। দুই দলের অধিনায়কের হাতে তুলে দেওয়া হয় প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত কলকাতা ফুটবল লিগের বিশেষ স্মারক।

প্রস্তুতি ম্যাচে চার গোল বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জুন : কলকাতা লিগের আগে দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচেও জয় পেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। বুধবার তারা বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেছেন শিলিগুড়ির তুষার বিশ্বকর্মা। একটি গোল করেন সন্দীপ মালিক। অপর গোলটি আত্মঘাতী। এদিন কোচ ডেগি কার্ডোজো সব খেলোয়াড়কে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নেন। ৩০ জুন কলকাতা লিগে অভিযান শুরু করছে মোহনবাগান।

খেতাব জিতেও খুশি নন নীরজ

অস্ট্রাভা, ২৫ জুন : মুকুটে আরও একটা পালক। প্যারিস ডায়মন্ড লিগের পর অস্ট্রাভা স্পাইকেও সেরার শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছেন নীরজ চোপড়া। তবুও নিজের পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার।

অস্ট্রাভায় তৃতীয় প্রয়াসে ৮৫.২৯ মিটার জ্যাভলিন ছোড়েন নীরজ। সব মিলিয়ে ছয়বারের মধ্যে সফল থ্রো চারটি। কিন্তু কোনওবারেই নিজের সেরা পারফরমেন্সের ধারেকাছে পৌঁছোতে পারেননি। তাই সেরা হয়েও হতাশ দেখাল নীরজকে। ভারতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ার বলেছেন, 'ট্রফি জিততে পেরে ভালো লাগছে। তবে নিজের পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না।' তাঁর সংযোজন, 'চেক প্রজাতন্ত্রে জ্যাভলিন খুবই জনপ্রিয়। এখানে দর্শকদের থেকে যে সমর্থন পেয়েছি তা সত্যিই অসাধারণ। ওদের জন্যই আরও ভালো পারফর্ম করতে চেয়েছিলাম।' অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী নীরজের কাছে এই সাফল্য আবার একরকম স্বপ্নপূরণও। তিনি বলেছেন, 'ছোট থেকে এই প্রতিযোগিতা দেখছি। উসেইন বোল্ট, জ্যান জেলেনজিদের এখানে চ্যাম্পিয়ন হতে দেখেছি। ওদের মতো আমিও এই অস্ট্রাভায় খেতাব জেতার স্বপ্ন দেখতাম। সেদিক থেকে বলাই যায়, আমার স্বপ্নপূরণ হল।'

> ট্রফি জিততে পেরে ভালো লাগছে। তবে নিজের পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। এখানে দর্শকদের থেকে যে সমর্থন পেয়েছি তা সত্যিই অসাধারণ। ওদের জন্যই আরও ভালো পারফর্ম করতে চেয়েছিলাম। -নীরজ চোপড়া

চুক্তি বাড়ল নেইমারের

ব্রাসিলিয়া, ২৫ জুন : ছোটবেলার ক্লাব স্যান্টোসের সঙ্গে চুক্তি বাড়ালেন ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে সৌদি প্রো লিগ থেকে ছয়মাসের চুক্তিতে ব্রাজিলের ক্লাবটিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি।

৩৩ বছরের এই তারকার সঙ্গে ডিসেম্বর পর্যন্ত চুক্তি বাড়ানো হয়েছে। অবশ্য তার আগে বেশ কিছুদিন ধরে জল্পনা চলছিল, ইউরোপে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন নেইমার। নয়া চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ব্রাজিলিয়ান তারকা বলেছেন, 'আমি হৃদয়ের কথা শুনে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। স্যান্টোস শুধু আমার ছোটবেলার ক্লাব নয়, এটা আমার বাড়ি। এখানে থাকতে পেরে আমি খুশি।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমার কেরিয়ারের অপূর্ণ স্বপ্নগুলো এখানে পূরণ করতে চাই। এখন আমাকে আর কোনও কিছুই আটকাতে পারবে না।'

নেইমারের সঙ্গে লামিনে ইয়ামাল।

ভারতীয় খুদের সঙ্গে ড্র কার্লসেনের

তিবিলিসি, ২৫ জুন : বয়স মাত্র ৯ বছর। কিন্তু তাতেই গোটা বিশ্ব দাবাকে চমকে দিয়েছে। মঙ্গলবার আর্লি টাইটেল টুইসডে নামক এক অনলাইন দাবা প্রতিযোগিতায় দিল্লির ৯ বছরের খুদে দাবাড়ু আরিত কপিল কিংবদন্তি ম্যাগনার্স কার্লসেনের সঙ্গে খেলায় ড্র করেছে। একটা সময় বিশ্বের একনম্বর তারকাকে প্রায় হারিয়েই দিয়েছিল এই ভারতীয় দাবাড়ু। সেখান থেকে শেষ মুহূর্তে ম্যাচ বাঁচান কার্লসেন। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে অনূর্ধ্ব-৯ জাতীয় দাবায় রানার্স হয়েছিল আরিত। এই মুহূর্তে অনূর্ধ্ব-১০ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ খেলার জন্য জর্জিয়ায় রয়েছে দিল্লির এই ছেলেটি। সেখানে প্রথম দুই রাউন্ডে জিতেও গিয়েছে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাঁকেই অনলাইন দাবা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল আরিত।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সাঁতালপুর মিশন হাইস্কুল। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

চ্যাম্পিয়ন সাঁতালপুর মিশন

আলিপুরদুয়ার, ২৫ জুন : সুব্রত কাপ ফুটবলে অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল সাঁতালপুর মিশন হাইস্কুল। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে রাঙালিবাজনা মোহন সিং হাইস্কুলকে হারিয়েছে। নির্মলা গার্লস হাইস্কুল মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। সাঁতালপুরের যুথিকা মারান্ডি ও মোহন সিংয়ের বিনীতা মুন্ডা গোল করে।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে চাপে বাংলাদেশ

কলম্বো, ২৫ জুন : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচের প্রথম দিনের পর চাপে বাংলাদেশ। বুধবার দিনের শেষে তাদের স্কোর ২২০/৮।

বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথমদিনে বাংলাদেশের কোনও ব্যাটারই অর্ধশতরান করতে পারেননি। সর্বাধিক ৪৬ রান পেয়েছেন ওপেনার শাদমান ইসলাম। মিডল অর্ডারে মুশফিকুর রহিম ৩৫ এবং লিটন দাস ৩৪ রান করেছেন।

গলে প্রথম ম্যাচে টসে জিতে শুরুতে ব্যাট করে বাংলাদেশ ৪৯৫ রান তুলেছিল। কলম্বোতেও একই পরিকল্পনা ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু বাস্তবে তা করে দেখাতে পারেননি নাজমুল হোসেন শান্তরা (৮)। পঞ্চম উইকেটে মুশফিকুর ও লিটনের ৬৭ রানে জুটিতে কিছুটা মুখরক্ষা হয় বাংলাদেশের।

নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট তুলে বিপক্ষকে সারাদিনই চাপে রেখেছিলেন শ্রীলঙ্কান বোলাররা। অভিষেককারী বাঁ হাতি স্পিনার সোনাল দিনুশা (২২/২) দুই উইকেট নিয়েছেন। দুটি করে উইকেট পেয়েছেন দুই পেসার আসিথা ফার্নান্ডো (৪৩/২) ও বিশ্ব ফার্নান্ডো (৩৫/২)।

অভিষেক টেস্টে প্রথম ইনিংসে দুই উইকেট পেলেন সোনাল দিনুশা।

NOTICE INVITING TENDER

Chief Medical Officer of Health, Darjeeling & Secretary, DH&FWS Siliguri invites Notice Inviting E-Tender vide No: DH&FWS/12 Dated 20.06.2025 in connection with the laboratory equipment supply at Regional Food Testing Laboratory, Siliguri. The last date of submission of Bid is 17.07.2025 upto 04.00 p.m. For details please communicate office of the undersigned at 2nd Floor, Siliguri Mahakuma Parishad Building, Hakimpara, Siliguri or visit https://wbtenders.gov.in.

Sd/- Dr. T. Pramanik
Chief Medical Officer of Health, Darjeeling & Secretary DH & FWS, SMP

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা হরিপদ বর্মণ - কে 01.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 62B 56017 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, শুধু পুরস্কারের জন্যই নয়, বরং আমাকে নতুন করে শুরু করার সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করার ক্ষমতা দেওয়ার জন্য। এখন আমি আমার পরিবারকে আরও ভালোভাবে সমর্থন করতে পারবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজ্ঞাপির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন স্বর্ণদীপ সাংমা। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

গারোপাড়ার বড় জয়

কোচবিহার, ২৫ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি ফুটবল লিগে বুধবার গারোপাড়া ক্লাব ১০-২ গোলে প্রভাত ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে গারোপাড়ার স্বর্ণদীপ সাংমা হ্যাটট্রিক সহ ছয়টি গোল করেন। অনিকেত সাংমাও জোড়া গোল করেন। তাদের বাকি স্কোরার পূর্ণ মালি ও সৌভিক মারাক। প্রভাতের গোল করেন ধনঞ্জয় বর্মন ও রাজীব বর্মন। ম্যাচের সেরা স্বর্ণদীপ। তিনি নীলমণি হাজরা ও প্রতিমা হাজরা ট্রফি পেয়েছেন।

চ্যাম্পিয়ন কামাখ্যাগুড়ি

কামাখ্যাগুড়ি, ২৫ জুন : প্রি-সুব্রত কাপ ফুটবলে অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের বিভাগে আলিপুরদুয়ার ইস্ট জোনে চ্যাম্পিয়ন হল কামাখ্যাগুড়ি মিশন হাইস্কুল। বুধবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে খোয়ারডাঙ্গা জলেনেশ্বরী হাইস্কুলকে হারিয়েছে। মাঝেরডাবরি হাইস্কুলে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ২-২ ছিল।

জয়ী জুবিলি

বীরপাড়া, ২৫ জুন : আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগের 'বি' গ্রুপের বীরপাড়া কেন্দ্রের প্রথম খেলায় জিতল জুবিলি ক্লাব। নিজেদের মাঠে বুধবার তারা ২-১ গোলে ইজরায়েল গুরুং ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারায়। গোল করেন জুবিলির কুশল খাখা, রোহিত লোহার এবং ইজরায়েলের কেবমন নার্জিনারি। ৩০ জুন জুবিলি খেলবে দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে।

উত্তরের খেলা

শ্রাচীর ফুটবল ট্রায়াল শুরু

আলিপুরদুয়ার, ২৫ জুন : এথলেড শ্রাচি স্পোর্টস অ্যান্ড গ্রুপের উদ্যোগে এবং বিবেকানন্দ ক্লাব ফুটবল অ্যাকাডেমির ব্যবস্থাপনায় ফুটবল ট্রায়াল শিবির বৃহস্পতিবার শুরু হল। বিবেকানন্দের মাঠে এদিন অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে ১২০ জন ট্রায়ালে অংশ নিয়েছিল। তাদের মধ্যে থেকে ১৬ জনকে প্রাথমিক পর্যায়ে বেছে নেওয়া হয়েছে।

৪ গোল অলোকের

তুফানগঞ্জ, ২৫ জুন : বুধবার মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল লিগে বুধবার ধলপল সিনিয়ার ফুটবল একাদশ ৬-০ গোলে বলরামপুর একাদশকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে হ্যাটট্রিক সহ চার গোল করেন ম্যাচের সেরা অলোক মোদক। জোড়া গোল সত্যজিৎ হাঁসদার। বৃহস্পতিবার খেলবে মর্নিং স্ট্রাইকার্স ফুটবল ক্লাব ও কামাতফুলবাড়ি যুব সংঘ।

জয়ী ইয়েলমো

জলপাইগুড়ি, ২৫ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের বুধবার ইয়েলমো এফএ ২-০ গোলে জেএফএ-কে হারিয়েছে। গোল করেন বিশ্বরূপ দে ও ম্যাচের সেরা সুশান্ত রায়।